পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) এবং উপ-জাতি উন্নয়ন কাঠামো (টিডিএফ)

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
অক্টোবর ২০১৪

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা ও প্রকল্প বিবরণ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহ নিম্নাঞ্চলীয় ও সমতল। সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা ৩ মিটারের কম। উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় **সিডর**, ২০০৮ সালের **নার্গিস**, ২০০৯ সালের **আইলা** ও ২০১০ সালের **লায়লা** ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে সংঘটিত অন্যান্য বিপর্যয়ের মধ্যে ছিলো অন্যতম মারাত্মক বাৎসরিক বিপর্যয়। সিডর-এর কারণে আবাসন খাত, উৎপাদন খাত ও অবকাঠামোসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিডর-এর কারণে মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় **১১৫.৬** শতকোটি টাকা (১.৭ শত কোটি মার্কিন ডলার)। এই হিসেব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিলুপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনঃনির্মাণ ব্যয় বৃহদাকার হবে। বাংলাদেশের ৯টি উপকূলীয় জেলা তথা সিডর উপদ্রুত ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, বরগুনা, খুলনা সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী সহ আরও ৫টি জেলা তথা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীতে জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)-টি হাতে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে- (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে মানুষ ও পশু সম্পদের প্রাণহানি হ্রাস করা; এবং (খ) বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে অধিক সংখ্যক মানুষের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিদ্যমান বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ সড়ক ও এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ণ সাধনের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে ।

এমডিএসপি-এর আওতায় অর্থায়ন সহায়তাযোগ্য প্রকল্প উপাঙ্গসমূহকে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ বিষয়ক ও সামাজিক বিধানসমূহের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। উপ-প্রকল্পসমূহের প্রকৃত অবস্থান, আকার ও ব্যাপ্তি এখনও অজানা রয়েছে এবং এমডিএসপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হবে সেজন্য পরিবেশ ও সামাজিক এসেসমেন্টের স্বার্থে একটি কাঠামো অবলম্বনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি অনুসরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমডিএসপি-এর জন্য এই পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো এবং আদিবাসী উন্নয়ন কাঠামো (ইএসএমএফ/টিডিএফ) প্রণীত হয়েছে।

সরকার ও বিশ্বব্যাংকের প্রাসঙ্গিক নীতিমালা

প্রকল্প/কর্মসূচি অর্থায়নকল্পে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক এসব নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি ইসিআর-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের বিষয়টি 'কমলা-খ' শ্রেণিভূক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আবার আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী সড়ক ও স্থানীয় সড়কসমূহ নির্মাণ, পুণঃনির্মাণকেও 'কমলা-খ' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত এসেসমেন্ট/আইইই পরিচালিত নতুন নির্মাণ ও পুণঃনির্মাণের কারণে যদি কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবেশগত প্রভাব পড়ে, সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী ইআইএ পরিচালনা করবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবশ্যকীয় হবে। সকল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়কের জন্য সাইট ক্লিয়ারেন্স আবশ্যকীয় হবে। উপ প্রকল্পসমূহের ধরন অনুযায়ী প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের নিরাপত্তা নীতির আলোকে 'খ' শ্রেণিভূক্ত হয়েছে। উপ-প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়ন বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণ ও ইতিবাচক প্রভাব বর্ধিতকরণের সহায়ক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ও.পি/বি.পি ৪.০১ কার্যকর করা হয়েছে।

নির্বাচিত বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমারেখার মধ্যে নতুন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-স্কুল ভবন নির্মাণ করা হবে । প্রকল্পের কার্যকলাপের মধ্যে কীটনাশক প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এ প্রকল্পের আওতায় বনাঞ্চল অথবা প্রাকৃতিক বসতি অথবা বাঁধ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো কার্যকলাপ থাকবে না। এছাড়া এটি অপ্রাসঙ্গিকও নয় যে নির্দিষ্ট কোন ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ উপ-প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সেজন্য ওপি ৪.০৯, ওপি ৪.০৪, ওপি ৪.১১, ওপি ৪.৩৬ এবং ওপি, ৪.৩৭ এ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

প্রকল্পের মধ্যে ভূমি অধিগ্রহণ অথবা জন মানব অপসারণের কোনো অভিপ্রায় নেই, যা কিনা চলমান ইসি আর আর পি-এর আওতায় সুস্পষ্ট। তবে হয়তো বা পরবর্তী পর্যায়ে অন্য উপায়ে ভূমির প্রাপ্যতা চরমভাবে সংকটাপন্ন হলে তখনই কেবল ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি এবং/অথবা ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবহৃত সরকারি জমি অধিগ্রহণ করা হতে পারে। সে রকম পরিস্থিতিতে জমি অধিগ্রহণ করা হবে বাংলাদেশ সরকারের অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর আওতায়। তার জন্য আবশ্যক হবে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন স্থাপন সংক্রান্ত ব্যাংক ওপি ৪.১২। প্রকল্পভুক্ত জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক উপজাতীয় মানুষ রয়েছে যাদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। কিন্তু তারা জনগণের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে আছে জীবিকা, ভূমির রায়তিস্বত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কারণে। প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে উপজাতীয় জনগোষ্ঠি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে আশা করা হচ্ছে। তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত ব্যাংকের নীতি (ওপি/বিপি ৪.১০) প্রকল্পের জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

পরামর্শ সহযোগে পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা নিরূপণ

এমডিএসপি-এর পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে মাঠ সমীক্ষা, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি), চলমান ইসিআরআরপি-এর ইএ রিপোর্টের পর্যালোচনা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। দু'টি প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক প্রকল্প সাইটে (নির্মাণ/পুণ:নির্মাণ কাজের সঠিক অবস্থান এখনও সনাক্ত করা হয় নি) মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে সম্ভাব্য বিবেচনার লক্ষ্যে এবং ইসিআরআরপি-এর আওতায় তিনটি সমাপ্ত প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। নথিভুক্ত পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) বিদ্যমান নীতিমালা, আইনসমূহ, পদ্ধতি ও আচরণসমূহ এবং পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতিমালার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিবেশ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) অনুযায়ী নির্মাণ কাজের পূর্বে ইসিআরআরপি-এর আওতায় প্রতিটি কাজের পরিবেশগত অবস্থা নিরূপণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপ-প্রকল্পে বেইজলাইন জরিপ চালানো হয়েছে এবং সাইট ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং পরামর্শক টিমের মাঠ আবাসিক প্রকৌশলী (এফআরই) মূলত বাছাই কাজ সম্পন্ন করেন এবং ডিজাইন ও সুপারভিশন কন্‌সালট্যান্টের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বাছাই ফরম্যাট অনুমোদন করেন। অধিকাংশ স্ক্রিনিং চেকলিস্টে বলা হয়েছে যে উপ-প্রকল্পসমূহ এলাকার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্মাণ পূর্বকালে, নির্মাণকালে ও নির্মাণ পরবর্তীকালে কোনো প্রকার বিরূপ প্রভাব ফেলে নি।

পরিবেশগত বিষয়াদি ও প্রভাব

ইসিআরআরপি-এর উপ-প্রকল্পসমূহের প্রধান প্রধান পরিবেশগত বিষয়গুলি সাইটভিত্তিক, সাময়িক ও নির্মাণকাজ সম্পর্কিত। বিষয়গুলি মূলত হচ্ছে ধূলিকণা, শব্দ, বর্জ্য অপসারণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, ড্রেনেজ ও জলাবদ্ধতা, মজুতকরণে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ এবং নির্মাণজনিত ও সাইটের মজুতকৃত স্তূপের পরিবহন। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)-এর ব্যয়ভার নির্ণীত হয়েছে এবং তা দরপত্র দলিলের সুনির্দিষ্ট বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাঠকর্মীগণ কর্তৃক ঘনঘন মাঠ পরিদর্শন ও নিবিড় তত্ত্বাবধান ইএমপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। উপরন্তু, পিসিএমইউ-এর অধীনে মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরামর্শক (এমএন্ডই) ইএ পর্যালোচনা ও সামগ্রিকভাবে ইএমএফ বাস্তবায়ন তদারকির জন্য দায়ী থাকবেন। মূল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সংকট দেখা দেয় নি বলে জানা গেছে। এম এন্ড ই পরামর্শক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য বেশ কয়েকটি ইআইএ রিপোর্ট পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজ শুরু করার আগেই। যথা সময়ে ইএ রিপোর্ট প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করা এবং ইএমপি বাস্তবায়ন মনিটরিং করার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ নিবেশের আবশ্যকতা রয়েছে।

পরিবেশগত বিষয়টি সম্পর্কে আনুগত্য প্রকাশ নিশ্চিত করা যাবে যদি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) বাস্তবায়নের জন্য তদারকির ব্যাপারে মাঠকর্মীগণের কারিগরী অভিজ্ঞতা থাকে এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়।

প্রকল্প সুফল

বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র প্রকল্পের সুফলসমূহের মধ্যে রয়েছে- (১) ঘূর্ণিঝড় সহ যে কোনো দুর্যোগে প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা (২) বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে উপযোগী শিক্ষায়তনিক পরিবেশ এবং শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান করা, (৩) বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে শিশুদের শিক্ষার উপযোগী উন্নত মানের শিক্ষায়তনিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা, এবং (৪) যে কোনো দুর্যোগ কালে উপদ্রুত লোকজন তাদের গবাদি পশুগুলিকে যেন নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে ফেলতে পারে। দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ বরাবর সংযোগ সড়ক ও সহযোগী স্থাপনাসমূহ থাকবে যাতে করে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নিরাপদে পৌছানো যায়। ব্যবহারকারীদের জন্য এসব ব্যবস্থা খুবই উপযোগী হবে, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। পশু সম্পদের আশ্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় বেশ কিছু সংখ্যক গবাদী পশু ও অন্য প্রাণির জীবন রক্ষা করা যাবে। সাইট উন্নয়নের জন্য ও সম্প্রসারণের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং বৃক্ষ রোপন করা হবে। আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের অঙ্গীভূত ব্যবস্থাদির সবই পরিবেশ বিবেচনা প্রসূত। এসব আয়োজন জরুরী অবস্থায় এবং স্বাভাবিক সময়ে স্কুল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হতে পারে। এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছ জ্বালানীর জন্য সৌর প্যানেল সুবিধা। ঘূর্ণিঝড় চলাকালে ও পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে পানীয় জলের প্রাপ্যতা। এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে ভূপরিস্থ পানি প্রায়শঃ লবণাক্ত হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে হস্তচালিত নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পরিস্থিতি নিরসনকল্পে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে নিরাপদ সুপেয় পানির জন্য উচ্চতর মাচানে নলকূপ বসানো হবে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি থাকবে এবং আশ্রয় গ্রহণকালে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আলাদা ঘর থাকবে। এছাড়া গুদাম ঘর থাকবে যেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা মালামাল গুদামজাত করে পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা করা হবে।

সামাজিক অবস্থা নিরূপন

সামাজিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (১) সুফলভোক্তা নিরূপণ, (২) স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণ এবং (৩) প্রভাবসমূহ নিরূপণ। সুফলভোক্তা নিরূপণের সাহায্যে প্রকল্প এলাকায় বেইজলাইন আর্থ-সামাজিক রূপরেখা নির্ণয় করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্থানীয় জনগণের দুর্দশা ও আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। দুর্যোগপ্রবণ ৯টি জেলা, যেখানে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলি প্রকল্প এলাকা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সামাজিক অবস্থা নিরূপণ নমুনা অবস্থানসমূহের সুফলভোক্তাদের সনাক্ত করেছে এবং তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সাপেক্ষে তাদের প্রত্যাশা, সমস্যা ও উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যে প্রভাব নিরূপণ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণের বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ডিজাইন করা হয়েছে সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ প্রসঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। এ ভাবেই প্রকল্প থেকে উদ্ভূত স্থিতিশীল ইতিবাচক সুফলাদিতে অবদান রাখা হচ্ছে।

সামাজিক প্রসঙ্গাদি ও প্রভাবসমূহ

বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ ও আশ্রয় কেন্দ্রাভিমুখে সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণ ও পুণঃসংস্কারের মাধ্যমে ৯টি উপকূলীয় জেলার ৭৪২০ টি পল্লী গ্রামের অধিবাসীরা সুফল ভোগ করবেন। ৩৫ লাখ গ্রামীণ পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষের জন্য দুর্যোগকালে পর্যায়ক্রমে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ২৯ লাখ, যার মধ্যে ১ কোটি ১৬ লাখ নারী এবং ৪৯ হাজার ৫৩১ জন উপজাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সামাজিক বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে :(১) সাইট নির্বাচন, ডিজাইনও নির্মাণ কাজে বিরূপ সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে চলা; (২) প্রকল্প নিয়োজিত লোকজন, সুধী সমাজ ও স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ; (৩) বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘু বর্ণগোষ্ঠি সহ দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ; অন্তর্ভুক্ত (৪) অনিবার্য বিরূপ সামাজিক প্রভাবসমূহ ও নিরসণ সনাক্তকরণ; (৫) নির্মাণকালীন সামাজিক বিরোধ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা; (৬) প্রধান স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি; (৭) জেন্ডার প্রসঙ্গ ও কম্যুনিটি চাহিদা মোকাবেলা করা; এবং (৮) এসব বিষয়াদি মোকাবেলার জন্য যোগাযোগ।

উদ্যোগী শিক্ষায়তন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান নিজস্ব জমিতে নতুন আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ এবং বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের আনুভূমিক সম্প্রসারণ সম্পন্ন করা হবে আর স্থানীয় অধিবাসী কর্তৃক সনাক্তকৃত বিদ্যমান সংরক্ষিত সড়ক আশ্রয় কেন্দ্রাভিমুখে সংযোগ সড়কসমূহের উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে । প্রকল্পের অধীনে ভূমি অধিগ্রহণ অথবা জনমানব অপসারণের কোনো অভিপ্রায় নেই। ঐচ্ছিক সমঝোতার আলোকে অতিরিক্ত কোনো জমি গ্রহণ করা হবে এবং বিদ্যমান কোনো সরকারী জমির অন্যায় দখল রোহিত করা হবে । সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমেও জমি সংগ্রহ করা যাবে (আগ্রহী ক্রেতা-বিক্রেতা সমঝোতায়) এবং বিনিময় অথবা উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান কিংবা স্থানীয় জনগোষ্ঠি কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের বিপরীতে সম্প্রদানের মাধ্যমে জমি সংগ্রহ করা যাবে। তবে সীমান্তিক চাহিদার চরম পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে এলজিইডি অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে জমি সংগ্রহ করতে পারবে।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠি

প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের উপজাতীয় অধিবাসীদের নিজস্ব স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে, কিন্তু তারা জাতীয় ভাষা বাংলায় কথা বলতে পারে। তাদের বেশির ভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (এদেশের তৃতীয় ধর্ম), কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কিয়দংশ বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও শক্তিতে বিশ্বাসী। এ উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সমষ্টিগত ভূমি অধিকার নেই। তাদের ব্যক্তিগত ভূমি অধিকার রয়েছে এবং তাদের স্বকীয় উত্তরাধিকার নীতি অনুযায়ী তারা পৈতৃক ভূমি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে। সর্বোপরি তারা সরকারের ভূমি রাজস্ব প্রথা অনুযায়ী জমির খাজনা পরিশোধ করে থাকে। তারা ভূমি বদল (ক্রয় অথবা বিক্রয়) করতে পারে কেন্দ্রীয় ভূমি বদল সংক্রান্ত আইনী কাঠামো অনুযায়ী। যদিও কয়েক ধরণের সনাতনী অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি রয়েছে, উপজাতীয় জনগোষ্ঠির কোন নিজস্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নেই। প্রকল্পের কোনো কার্যকলাপ শুরু করার আগে স্থানীয় উপজাতি গোষ্ঠির জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং উপজাতীয় ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে অবস্থা নিরূপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ পদ্ধতি

এমডিএসপি-এর আওতায় অর্থপুষ্ট সকল উপ-প্রকল্প পরিবেশগত স্ক্রীনিং-এর মুখোমুখি হবে যাতে করে প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব রোধ করা যায়। পরিবেশগত স্ক্রীনিং আইইই-এর অংশ বিশেষ। পরিবেশ স্ক্রীনিং-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের পরবর্তী ডিজাইন প্রণয়নের পূর্বেই প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি মোকাবেলা করা এবং এই মর্মে নিশ্চিত করা যে পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নিরসণের কাজে অথবা পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে। আইইই/ইআইএ (ইএমপিসহ) এর পরিচালনার লক্ষ্যে অন্যতম প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে : (১) পরিবেশগত স্ক্রীনিং (সম্ভাব্য প্রভাবসমূহের সনাক্তকরণ), (২) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বর্ণনা বেইজলাইন পরিবেশ' প্রতিষ্ঠা করা যার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন করা হবে; (৩) বিকল্পসমূহের বিশ্লেষণ (৪) নির্মাণ ও পরিচালন কালে প্রধান প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের সনাক্তকরণ; (৫) বেইজলাইন পরিবেশের উপর প্রধান প্রধান প্রকল্প কার্যকলাপের প্রভাবসমূহের নিরূপন, পূর্বাভাস ও মূল্যায়ন; (৬) জন পরামর্শ আয়োজন করা; (৭) পরিবেশগত আচরণবিধি (ইসিওপি) প্রণয়ন; এবং (৮) নিরসন পদক্ষেপসমূহ সনাক্তকরণ এবং মনিটরিং চাহিদাসহ প্রভাব ভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণয়ন। ইএমএফ-এর মধ্যে এ জাতীয় প্রতিটি উদ্দেশ্যযোগ্য কাজের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা উপস্থাপিত হয় । আইইই যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সন্ধান পায়, তাহলে সেই উপ-প্রকল্পের জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সম্পন্ন করা হবে। সামাজিক অবস্থা নিরূপণ পদ্ধতি প্রণীত হয়েছে অনৈচ্ছিক পুর্নবাসন স্থাপন সংক্রান্ত ব্যাংক ওপি ৪.১২ অনুসরণে এবং ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনী কাঠামো অবলম্বনে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত সামাজিক রক্ষা কবচের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বিষয়াবলী মোকাবেলার নিমিত্তে এবং এহেন প্রক্রিয়ায় সামাজিক অনুষঙ্গ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ দলিল এলজিইডিকে নির্দেশিকা দান করবে। এলজিইডি সাইট নির্বাচন, উপ-প্রকল্প ডিজাইন উপ-প্রকল্পের জন্য ভূমি প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কিত সামাজিক বিষয়াদি নিরূপণ করবে, সকল উপ-প্রকল্প প্যাকেজের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এসএমপি) প্রণয়নের জন্য প্রকল্প কার্যকলাপসমূহের প্রভাব সনাক্ত করবে এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় জনগোষ্ঠি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগ ও প্রস্তাবনাসমূহ গ্রহণ করা এবং উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে সম্মত

সামাজিক অবস্থা নিরূপণ পদ্ধতি অবলম্বনে পুর্নবাসন স্থাপন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) প্রণয়ন করবে । প্রতিটি উপ-প্রকল্প সাইটে একটি করে অভিযোগ নিরসন কৌশল (জিআরএম) স্থাপন করা হবে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

নির্মাণ ও পরিচালনা পর্যায়ভিত্তিক প্রভাবসমূহের উপর প্রণীত একটি ব্যাপক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) নির্মাণ ও পরিচালনা পর্যায়কালীন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ ব্যবস্থাপনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা। বিভিন্ন উপ-প্রকল্প উপাংশসমূহের জন্য "সাধারণ বিশেষত্ব" ও "নির্দিষ্ট বিশেষত্ব" ব্যতিরেকে ইএমপি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষ পরিবেশ ধারাসমূহ (এসইসি), যেগুলি সাধারণ/নির্দিষ্ট বিশেষত্বের আওতায় দরপত্র দলিলে সন্নিবেশিত হবে। এসব ধারার লক্ষ্য হচ্ছে এই মর্মে নিশ্চিত করা যে ঠিকাদারগণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা পদক্ষেপসমূহ অবলম্বনে ইএমপি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। যেহেতু বেশির ভাগ ঠিকাদারের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আবশ্যকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, সেইজন্য কোনো কোনো ঠিকাদার ইএমপি বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত নিম্ন দরপত্র জমা দিয়ে থাকেন এবং পরিণতিতে তারা ডিজাইন অনুযায়ী ইএমপি বাস্তবায়ন করতে পারেন না। এ ধরনের সমস্যার জন্য ইএমপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বাজেট উল্লেখ করা হবে। দরপত্র দাখিলের পূর্বে আয়োজিত সভায় ঠিকাদারদেরকে ইএমপি এর চাহিদা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

এমডিএসপি-২-এর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি মনিটরিং প্রয়োগ করা হবে। আইসিটি মনিটরিং হচ্ছে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা, গুণগত মান নির্ধারণে দৃশ্যমান প্রতিরূপ প্রণয়ন করা এবং তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এলজিইডি প্রকৌশলীগণ ও বিশ্বব্যাংক টিম কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনের সংখ্যা ও পৌনঃপৌনিকতা নিরূপণের একক ব্যবস্থা । সীমিত সম্পদের মধ্যে প্রকল্প কার্য সম্পাদনের আভ্যন্তরীন ও বাস্তবচিত্র আইসিটি মনিটরিং-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এর ফলে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের চিহ্নিত সমস্যাগুলি উন্মোচিত হবে, নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিপালিত হবে এবং তদারকি টিম ও ঠিকাদারগণকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে।

রক্ষাকবচের প্রতি আনুগত্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

ইসিআরআরপি-এর আওতাধীন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কর্মসূচির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) হচ্ছে এমডিএসপি-এর প্রস্তাবিত পিএমইউ। একে শক্তিশালী করা হবে একজন অতিরিক্ত উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) সহযোগে। ডিপিডিকে সহায়তা প্রদান করবেন একজন সিনিয়র কারিগরী বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র প্রোকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র সমাজ বিশেষজ্ঞ, একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন জিআইএস বিশেষজ্ঞ। একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে প্রতিটি জেলার মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের দায়িত্ব হবে নির্মাণ তদারকি পরামর্শকদের সাহায্য নিয়ে নির্মাণ তদারকি এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান করা। এলজিইডি প্রকৌশল জরিপ, ডিজাইন, পরিবেশ গত অবস্থা নিরূপণ, ইএমপি প্রণয়ন, উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক বাছাই ও এসএমপি প্রণয়নের জন্য প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক/জাতীয় ফার্মের সেবা ভাড়া করবে এছাড়া উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিশ্চয়তা ও দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রস্তুতকরণ নির্মাণ তদারকিসহ আরএপি প্রণয়ন করবে এবং ঠিকাদারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও গুণগতমান সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবে। কার্যকলাপসমূহের অংশ হিসেবে ডিএস পরামর্শকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ আইইই ও ইআইএ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইএপিসহ পরিচালনা করবেন । পরিবেশ গত বিরূপ প্রভাব নিরসন পদক্ষেপসমূহের ব্যয় নির্ণয় করা হবে এবং সেগুলি দরপত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এইসব পরিবেশ গত বিরূপ প্রভাব নিরসন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার জন্য পুর প্রকৌশল ঠিকাদারগণকে দায়িত্ব দেয়া হবে ।

এমএন্ডই পরামর্শকের সহযোগিতায় পিএমইউকে দায়িত্ব দেয়া হবে সকল পরিবেশ ও সামাজিক স্ক্রীনিং, সামাজিক অবস্থা নিরূপণ, নিরসন পদক্ষেপসমূহ ও ব্যয়ভার পর্যালোচনা করার জন্য। এমএন্ডই পরামর্শক ইএসএমএফ/টিডিএফ-এর বাস্তবায়ন এবং ইএমপি, এসএমপি ও আরএপি তদারক করবেন। এতদ উদ্দেশ্যে এমএন্ডই পরামর্শক একজন সার্বক্ষণিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও একজন

সার্বক্ষণিক সমাজিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান করবেন। পরিবেশ ও সমাজ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় পিএমইউ পরিবেশগত আনুগত্য সংক্রান্ত সামগ্রিক ত্রৈমাসিক প্রগ্রেস রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক সমীপে প্রেরণ করবে।

তথ্য যোজনা

ইএসএমএফ/টিডিএফ রিপোর্ট এবং প্রভাব নিরসন পদক্ষেপসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হবে এবং স্থানীয়ভাবে তা প্রচার করা হবে। রিপোর্টের কপি (ইংরেজী ও বাংলা ভাষায়) এলজিইডির সকল সংশ্লিষ্ট মাঠ দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সেগুলি জনসাধারণের কাছে পৌছে দেয়া হবে। খসড়া ইএসএমএফ/টিভিএফ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং মূল্যায়ন সমাপনের আগেই ব্যাংকের ইন্‌ফোশপে পরিবেশন করা হবে ।

উপরন্তু প্রকল্পের মূল্যায়ন মিশনের পর একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হবে। মুখ্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছেন বাস্তবায়নকারী সংস্থার (এলজিইডি) মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীরা, কম্যুনিটি প্রতিনিধিবৃন্দ, সিবিওসমূহ, এনজিওসমূহ, সুধী সমাজ ইত্যাদি। কর্মশালা থেকে এবং অপরাপর ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও তথ্যাদি চূড়ান্ত রিপোর্টে পর্যালোচনা ও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়কালে উপ-প্রকল্প ভিত্তিক বিশেষ বিশেষ স্ক্রীনিং/অবস্থা নিরূপন রিপোর্ট দরপত্র আহবান প্রক্রিয়ার পূর্বে এলজিইডি ওয়েবসাইটে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থাপিত হবে।

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপ

সারণী সমূহের তালিকা

চিত্র সমূহের তালিকা

আদ্যক্ষর সমূহের তালিকা

১.	ভূমিকা	১৫
১.১.	পটভূমি	১৫
১.২.	ইএসএমএফ/টিডিএফ এর ভিত্তি	১৫
১.৩.	ইএসএমএফ/টিডিএফ = ইএমএফ+ এসএমএফ এর উদ্দেশ্য ও সাধারণ নীতিমালা ...	১৬
১.৩.২.	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)	১৬
১.৩.৩.	সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএমএফ)	১৭
১.৪.	ইএসএমএফ/টিডিএফ এর সামগ্রিক গঠনরীতি	১৯
২.	প্রকল্প বিবরণ	১৯
২.১.	প্রকল্পের প্রকারভেদ ও শ্রেণি বিভাজন	১৯
২.২.	প্রকল্প কার্যকলাপ	২২
২.৩.	এমডিএসপি প্রকল্প এলাকা	২২
২.৪.	দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণতা	২৩
২.৫.	আশ্রয় কেন্দ্র সমূহের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য সমুহ	২৫
৩.	নীতি, বিধান ও প্রশাসনিক কাঠামো	২৬
৩.১.	সংশ্লিষ্ট সরকারী নীতিমালা, আইন, বিধি ও কৌশল সমূহ	২৬
৩.২.	বিশ্বব্যাংক পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ নীতিমালা	৩১
৩.৩.	প্রকল্পের পরিবেশ নীতিমালার তাৎপর্য	৩৫
৩.৪.	পরিবেশগত ছাড়পত্র পদ্ধতি	৩৫
৩.৫.	এমডিএসপি এর ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত আইনী কাঠামোর তাৎপর্য	৩৬
৩.৬.	সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ তাৎপর্য : বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতিমালা	৩৭
৩.৭.	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংক নীতি	৩৮
৩.৮.	পরিবেশ নিরূপন	৪০
৪.১.	নিরূপনের ভিত্তি	৪০
৪.২.	নব প্রস্তাবিত জেলার নমুনা সাইট সমূহের বেইজলাইন (সিডরমুক্ত এলাকা) .	৪০
৪.৩.	ইসিআরপি এর চলমান ফেইজের নিরূপন (সিডর উপদ্রুত এলাকা সমূহ)	৪৪
৪.৪.	এমডিএসপি প্রকল্প এলাকার সামগ্রিক বেইজলাইন (সিডর উপদ্রুত নয় এবং সিডর উপদ্রুত এলাকা)	৪৫
৪.৫.	সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাব	৪৭
৫.	সামাজিক বিষয়াদি এবং সম্ভাব্য প্রভাব সমূহ	৪৯
৫.১.	প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক বেইজলাইন	৪৯

৫.১.১. সুফলভোক্তা জনসংখ্যা ৪৯

৫.১.২. বয়সের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিভাজন ৫০

৫.১.৩. প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা ৫১

৫.১.৪. ধর্মের ভিত্তিতে জন সংখ্যার বিভাজন ৫১

৫.১.৫. উপ জাতীয় জনগোষ্ঠি ৫২

৫.২. প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক রূপরেখা ৫৩

৫.২.১. কৃষি ভূমির মালিকানা ৫৪

৫.২.২. জমির ভোগস্বত্ব ও চাষী পরিবার সমূহ ৫৪

৫.২.৩. আবাসন পরিস্থিতি ৫৫

৫.২.৪. কর্মজীবি জনসংখ্যা ৫৬

৫.২.৫. পশু সম্পদ ও হাঁস মুরগী ৫৬

৫.৩. দারিদ্র, জেন্ডার ও দুর্দশা ৫৭

৫.৩.১. দারিদ্র ৫৭

৫.৩.২. জেন্ডার ইস্যু ৫৮

৫.৪. এলজিইডির অতীত অনুরূপ অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ৫৯

৫.৪.১. সামাজিক ও পুনর্বসতি স্থাপন নীতিমালা কাঠামো, ইসিআরআরপি ৫৯

৫.৪.২. ইসিআরআরপি এর সামাজিক ব্যবস্থাপনা (উপাংশ খ) ৬০

৫.৪.৩ পল্লী পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ৬০

৫.৪.৪. ইসিআরআরপি, উপাংশ খ থেকে পাঠ গ্রহণ ৭৬

৫.৫. সামাজিক প্রভাব ও নিরসন নিরূপন ৬১

৫.৫.২. প্রকল্প সুফল... ৬১

৫.৫.৩. সামাজিক উদ্বেগ ও ঝুঁকি ৬২

৫.৫.৪. অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন ৬২

৫.৫.৫. উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠির উপর প্রভাব ৬২

৫.৫.৬. নির্মাণকালীন অন্যান্য প্রভাব ৬২

৬. পরামর্শ ও অংশ গ্রহণ ৬২

৬.১. পরামর্শ ও অংশ গ্রহণ... ৬৩

৬.১.১. সুফল ভোক্তাদের ফিড ব্যাক ৬৩

.১.২. বিষয়াদি ও উদ্বেগ সমূহ ৬৪

৬.১.৩. পরামর্শের ফলাফল ও পরিণাম ৬৪

৬.১.৪. অংশ গ্রহণকারীদের উদ্বেগ ৬৪

৬.১.৬. প্রকল্প ডিজাইনের সামাজিক সম্পৃক্ততা ৬৫

৭. পরিবেশ নিরূপন প্রক্রিয়া ৬৭

৭.১. ভূমিকা ৬৭

৭.২. পরিবেশ স্ক্রীনিং ৬৭

৭.৩.	পরিবেশের বিবরণ	৬৭
৭.৪.	বিকল্প সমূহের বিশ্লেষণ	৬৯
৭.৫.	প্রধান প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ	৬৯
৭.৬.	প্রভাব সমূহের নিরূপন ও পূর্বাভাস	৭০
৭.৬.২.	প্রাক-নির্মাণ ফেইজ	৭০
৭.৬.৩.	নির্মাণ কালীন ফেইজ	৭০
৭.৬.৪.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন ফেইজ	৭১
৭.৭.	জন পরামর্শ	৭২
৭.৭.২.	পরামর্শ প্রক্রিয়া	৭৩
৭.৭.৩.	পরামর্শ থেকে প্রাপ্তি	৭৫
৮.	সামাজিক নিরূপন পদ্ধতি	৭৫
৮.১.	সামাজিক স্ক্রীনিং ও প্রভাব নিরূপন	৭৫
৮.১.১.	বর্জন শর্তাবলী	৭৫
৮.১.২.	সামাজিক স্ক্রীনিং	৯৫
৮.১.৩.	সামাজিক প্রভাব নিরূপন	৭৬
৯.	প্রকল্প গ্রথিত পরিবেশগত বিবেচনা	৭৯
৯.১.	ভূমিকা	৭৯
৯.২.	ডিজাইন	৭৯
৯.৩.	প্রকল্প সুফল	৭৯
১০.	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৮০
১০.১.	ভূমিকা	৮০
১০.২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৮৩
১০.৩.	পরিবেশ মনিটরিং পরিকল্পনা	৮৪
১০.৪.	অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশল	৮৬
১০.৫.	ইএমপি এর ব্যয় প্রাক্কলন পদ্ধতি	৮৬
১০.৬.	পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি)	৮৭
১০.৭.	দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্রের জন্য বিশেষ পরিবেশ ধারা সমূহ (এসইসি)	৮৮
১০.৮.	আইসিটি মনিটরিং	৮৯
১০.৯.	পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা	৯০
১১.	সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	৯০
১১.১.১.	সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশিকা	৯০
১১.১.২.	যোগাযোগ ও অংশ গ্রহণ কৌশল	৯১
১১.১.৩.	অভিযোগের প্রতি সাড়া	৯২
১১.৫.	ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি স্থাপন নীতি কাঠামো	৯২
১১.৫.১.	উপ-প্রকল্প সমূহের জন্য ভূমি প্রাপ্তির নির্দেশিকা	৯২

১১.৫.২. পুনর্বসতি স্থাপন নীতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ৯৪

১১.৫.৪. আরএপি প্রণয়ন ৯৬

১২. উপ-জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো ৯৯

১২.১. বেইজ লাইন ৯৯

১২.২. নির্ধারিত পরামর্শ ও ব্যাপক কম্যুনিটি সহায়তা ১০৪

১২.৩. প্রকাশনা ও তথ্য প্রচার ১০৪

১২.৪. সংস্কৃতি সংবেদন তথ্য প্রচার, সচেতনতা ও আউটরিচ ১০৪

১২.৫. উপ-জাতীয় নিরূপন পদ্ধতি ১০৫

১৩. রক্ষাকবচ আনুগত্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ১০৬

১৩.১. রক্ষাকবচ আনুগত্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ১০৬

১৩.২. প্রশিক্ষণ চাহিদা ১০৭

১৩.৩. তথ্য যোজনা ১০৮

সারণী সমূহের তালিকা

সারণী ২-১ : এমডিএসপি প্রকল্প এলাকা

সারণী ২-২ : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার বছর ও মৃত্যু সংখ্যা

সারণী ২-৩ : সিডর এর কারণে মৃত্যু সংখ্যা, নিখোঁজ ও আহত ব্যক্তির পরিসংখ্যান

সারণী ২-৪ : ইসিআরআরপি এর আওতায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র উন্নয়নের প্রকার ভেদ ও বিকল্প ব্যবস্থা

সারণী ৪-১ : পরিদর্শিত সাইট সমূহ

সারণী ৫-১ : প্রকল্পের সুফলভোক্তা জনসংখ্যা

সারণী ৫-২ : বয়সের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা

সারণী ৫-৩ : প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার সাক্ষরতা

সারণী ৫-৪ : ধর্মের ভিত্তিতে জন সংখ্যা

সারণী ৫-৫ : প্রকল্প এলাকায় উপ-জাতীয় জনসংখ্যা

সারণী ৫-৬ : প্রকল্প এলাকায় কৃষি ভূমির মালিকানা

সারণী ৫-৭ : জমির ভোগস্বত্ব ও চাষী পরিবার সমূহ

সারণী ৫-৮ : প্রকল্পের আবাসন নমুনা

সারণী ৫-৯ : প্রকল্প এলাকায় কর্মজীবি নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের পেশা

সারণী ৫-১০ : প্রকল্প এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস মুরগী পালনকারী পরিবার

সারণী ৫-১১ : প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যের নজির

সারণী ৭-১ : কম্যুনিটি পরামর্শের সারাংশ
সারণী ১০-১ : আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
সারণী ১০-২ : পরিবেশ মনিটরিং পরিকল্পনা (ইএমপি)
সারণী ১০-৩ : মনিটরিং ব্যয় প্রাক্কলন পদ্ধতি/ভিত্তি
সারণী ১২-১ : প্রকল্প এলাকায় উপ-জাতীয় জনসংখ্যা
সারণী ১৩-১ : এমডিএসপি এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা

চিত্রাবলীর তালিকা

চিত্র ২-১ : প্রকল্পের অবস্থান
চিত্র ৪-১ : প্রস্তাবিত শাকচর জব্বার কম্যুনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র
চিত্র ৪-২ : প্রস্তাবিত চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র

আদ্যক্ষর সমূহের তালিকা

AP	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি
ARIPO	অস্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অর্ডিন্যান্স
BBS	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
BDT	বাংলাদেশ টাকা
BECA	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
BNBC	বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড
BODS	জৈব রসায়ন অক্সিজেন চাহিদা
BP	ব্যাংক পদ্ধতি
BUET	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
CHT	পার্বত্য চট্টগ্রাম
COD	রসায়ন অক্সিজেন চাহিদা
DG	মহা পরিচালক

DOE	পরিবেশ অধিদপ্তর
DOF	বন অধিদপ্তর
DSC	ডিজাইন ও তত্ত্বাবধান পরামর্শক
EA	পরিবেশ নিরূপন
ECA	পরিবেশগতভাবে নাজুক এলাকা
ECC	পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ
ECRRP	জরুরী ঘূর্ণিঝড় পূনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প
ECOP	পরিবেশগত আচরণ বিধি
ECR	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
EHS	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
EIA	পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরূপন
EMF	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো
EMP	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ESA	পরিবেশ ও সামাজিক নিরূপন
ESMF/TDF	পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো/ উপ-জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো
FGD	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
GAAP	পরিচালন ও জবাবদিহিতা কর্ম পরিকল্পনা
GOB	বাংলাদেশ সরকার
GRC	অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি
GRM	অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল
HQ	সদর দপ্তর
IDA	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা
IEE	প্রারম্ভিক পরিবেশ নিরীক্ষা
IFC	আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন
LGED	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
MOEF	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
NGO	বেসরকারি সংস্থা
O & M	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
OHS	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
OP	পরিচালন নীতি
PAP	প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি
PD	প্রকল্প পরিচালক
PM	বিশেষীকরণ পদার্থ
PM 10	≤ ১০ মাইক্রোমিটার বায়ুগতি ব্যাসসহ বিশেষীকরণ পদার্থ

PM 25	≤ ২.৫ মাইক্রোমিটার বায়ুগতি ব্যাসসহ বিশেষীকরণ পদার্থ
PMU	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
PPE	ব্যক্তিগত আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জাম
PWD	গণপূর্ত অধিদপ্তর
RAP	পুনর্বসতি স্থাপন কর্মপরিকল্পনা
SA	সামাজিক নিরূপন
SECS	বিশেষ পরিবেশ ধারা সমূহ
SIA	সামাজিক প্রভাব নিরূপন
SMP	সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
SPM	স্থগিতকৃত বিশেষীকরণ পদার্থ
TOR	টার্মস অব রেফারেন্স
TPP	উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠি পরিকল্পনা
WB	বিশ্বব্যাংক
WBG	বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠি
WHO	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

সূচনা

পটভূমি

খন্ড ‘ক’- সাধারণ

১. বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ ও উপকূলের বাইরের দ্বীপসমূহ নিচু ও সমতল। গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের উচ্চতা ৩ মিটারের কম। উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ প্রতি বছরেই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের শিকার হয়ে থাকে। এসব ঘূর্ণিঝড় সাধারণত: আঘাত হানে গ্রীস্মের শুরুতে (এপ্রিল-মে) অথবা বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর)। ঘূর্ণিঝড় উদ্ভুত হয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্ন বায়ুমন্ডলীয় চাপ থেকে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের জীবনকাল এক সপ্তাহ অথবা একটু বেশি। জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা সাগরে সর্বোচ্চ ১০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘূর্ণিঝড়, সিডর বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল ১৫ নভেম্বর ২০০৭। সেই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ৩০টি জেলায় বিভিন্ন মাত্রায় মানুষ ও তাদের সম্পত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । ৩০টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৯টি জেলার বেশ ক্ষতি হয় এবং ১৭টি জেলার আংশিক ক্ষতি হয়। সর্বমোট ৩৩৪৭ জন মানুষ প্রাণ হারায় বলে জানা গেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ৮৯ লক্ষ। জানা গেছে যে ঘূর্ণিঝড় সিডরে ফসল বিনষ্ট হয়েছিলো ৩০০৭৩৯ হেক্টর কৃষি ভূমিতে এবং ১৭ লক্ষ পশু সম্পদ মারা পড়েছিলো।

২. সম্পূর্ণভাবে ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭১৪ কি.মি ও ৬৩৬১ কি.মি.। মোট ১৬৮৭ টি সেতু ও কালভার্ট আংশিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। আবাসন খাত উৎপাদন খাত ও সরকারি অবকাঠামোসমূহ সিডর কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনাশগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় ১১৫.৬ শত কোটি (মার্কিন ডলার ১.৭ শত কোটি)। এসব প্রাথমিক হিসেব ইঙ্গিত দেয় যে লয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত অবকাঠামোসমূহের পুণ:নির্মাণ ব্যয়ভার হবে সম্ভবত বেশ বড় আকারের।

৩. এলজিইডি বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে জরুরী ঘূর্ণিঝড় উদ্ধার ও পুণ:সংস্কার প্রকল্প (ইসিআরআরপি) আইডিএ অর্থায়নে। প্রকল্পের প্রধান উপাংশ হ্ছে ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় এলাকা সমূহে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন করা।

৪. বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকাসমূহের মানুষের দুর্দশা হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) প্রস্তুত করছে। এরমধ্যে সিডর বিধ্বস্ত ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালীসহ ৯টি জেলা এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীসহ অন্যান্য ৫টি জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে মানুষ ও পশুপ্রাণির প্রাণহানি হ্রাস করা; এবং (খ) বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের আওতায় নিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এলাকায় বহুমুখী বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন, নতুন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ বরাবর সংযোগ সড়কের উন্নয়ন ও এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা হবে ।

৫. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের (এলজিআরডিসি) অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এলজিইডি'র আইডিএ কর্তৃক অর্থায়নে তাদের রক্ষাকবচ নীতিমালার অনুকূলে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে ।

ইএসএমএফ/ডিডিএফ এর ভিত্তি

৬. উপ প্রকল্পসমূহের সঠিক অবস্থান, আকৃতি ও পরিসর এখনও অজানা রয়েছে এবং এমডিএসপি-এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত বিবরণ চূড়ান্ত করা হবে প্রকল্প বাস্তবায়ন চলাকালে এবং সেজন্যে পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা নির্ধারণকল্পে একটি কর্ম-কাঠামো পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে । একটি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও উপ-জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো (ইএসএমএফ/টিডিএফ) প্রকল্পের সকল উপাংশের জন্য গৃহীত হয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল উপ-প্রকল্প পরিবেশ প্রসঙ্গে এবং সাইটভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রণয়নে পর্যাপ্তভাবে বাছাই নিরূপণ করা হয়েছে। এমডিএসপি-এর আওতায় অর্থায়নের যোগ্য উপ-প্রকল্পসমূহকে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত ও সামাজিক বিধান সমূহ অক্ষুন্ন রেখে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিমালার আনুকূল্য লাভ করতে হবে। এই দলিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা নিরুপন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামো প্রণয়ন

করা, যা এমডিএসপি-এর আওতায় প্রকল্প কার্যকলাপসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরচত্বপূর্ণ পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করবে।

৭. পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ/টিডিএফ) আলোকপাত করে প্রাসঙ্গিক সাধারণ নীতিমালা, নির্দেশিকা, অনুশীলন রীতি ও পদ্ধতিসমূহের উপর যা প্রকল্প ডিজাইনের মধ্যে পরিবেশ ও সামাজিক প্রসঙ্গসমূহের সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই ইএসএমএফ/টিডিএফ-এ বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াবলীর চেকলিষ্ট ব্যবহার করে নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিমালা ও সরকারি নীতিমালার অধীনে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এবং তৎসম্পর্কিত বিধিমালা, বিধানসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা সহজ হবে।

৮. সাইট নির্বাচন ও বিস্তারিত সাইট তদন্ত পরিচালিত হওয়ার আগে উপ-প্রকল্প ভিত্তিক পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবসমূহ নিখুঁতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। প্রকল্পের ডিজাইনের জন্য বিবেচনা ও সন্নিবেশ করণের লক্ষ্যে ইএসএমএফ/টিডিএফ প্রকল্প কার্যকলাপের পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট এবং একটি চেকলিষ্ট প্রদান করবে যাতে করে পরিবেশগতভাবে ও সামাজিকভাবে টেকসই বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। এছাড়া, এই ইএসএমএফ/টিডিএফ প্রাথমিক পরিবেশগত নিরীক্ষা (আইইই), পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে এবং প্রকল্প কর্তৃক আরোপিত নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব নিরসন করা এবং প্রকল্প কার্যকলাপের ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রণয়ন করবে ।

৯. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প উপাংশসমূহের বাস্তবায়ন দায়িত্বের স্বার্থে পরিবেশগত আনুগত্য তদারকি ও মনিটর করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি কর্তৃক নিয়োজিত পরিবেশ রক্ষাকবচ কর্মীদের টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) প্রণয়নে এই ইএমএফ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। সেইজন্য এমডিএসপি প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে পরিবেশ আনুগত্য নিশ্চিত করার স্মারক ও নির্দেশিকা হিসাবে এই ইএমএফ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে ।

১০. এমডিএসপি এর অধীনে অর্থায়ন লাভের যোগ্য প্রকল্প উপাংশসমূহকে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিমালা মেনে চলতে হবে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিমালার প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমডিএসপি-এর ইএসএমএফ/টিডিএফ প্রণীত হয়েছে।

ইএসএমএফ/টিডিএফ = ইএমএফ + এসএমএফ এর লক্ষ্যসমূহ ও সাধারণ নীতিমালা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)

১১. ইএমএফ-এর লক্ষ্য হচ্ছে এই মর্মে নিশ্চিত করা যে প্রস্তাবিত পরিচালনের অধীনে গৃহীত কার্যকলাপ নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পাদন করবে ঃ-

(১) প্রতিটি উপ-প্রকল্পের অথবা তাদের সম্মিলিত প্রয়াসের পরিণতিতে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশ প্রভাব হ্রাস করা;

(২) ইতিবাচক পরিবেশ প্রভাব বৃদ্ধি করা;

(৩) পরামর্শ ও তথ্য প্রচার সংক্রান্ত কৌশল রচনা করা;

(৪) পরিবেশগত ও প্রাসঙ্গিক সামাজিক বিষয়াদির বিশদ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ কার্যকর করা;

(৫) প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে পরিবেশগতভাবে স্পর্শকাতর বিষয়ে অতিরিক্ত চাপ প্রতিরোধ করা;

(৬) মানব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং

(৭) প্রকল্প কর্তৃক অর্থপুষ্ট প্রকল্প কার্যকলাপের প্রকৃতির জন্য প্রযোজ্য বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ রক্ষাকবচ নীতিমালা এবং বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা, বিধিমালা, নির্দেশিকা ও পদ্ধতিসমূহের প্রতি আনুগত্য ও আন্তরিকতা নিশ্চিত করা।

১২. ইএমএফ এর উদ্দেশ্য সমূহের আলোকে প্রকল্প কার্যকলাপের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। এমডিএসপি এর কর্ম-পরিসরের মধ্যে নতুন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের সম্প্রসারণ ও সংযোগ সড়ক অন্তর্ভুক্ত । পরিকল্পনা পর্যায়ে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের অবস্থান নির্বাচনের লক্ষ্যেভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে । আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হবে। যেমন, মানব বসতি, যোগাযোগ সুবিধা, নিকটতম অপর আশ্রয় কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ইত্যাদি। নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্বাচন ও পুরাতন আশ্রয়কেন্দ্র সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যকলাপে যেন জলা বদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ ও মৎস্য চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

১৩. প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের ডিজাইন প্রণয়নে পরিবেশগত সম্বলিত বিষয়াদি পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এই কাজ বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সকল নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ, বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের পুনর্বাসন ও সংযোগ সড়কসমূহের পরিবেশ নিরূপণ করবে।

১৪. প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যেমন নির্মাণপূর্ব, নির্মাণকালীন ও পরিচালন পর্যায়ে নেতিবাচক পরিণতিসমূহের নিরসন ও ইতিবাচক প্রভাবসমূহের বৃদ্ধির কার্যের পরিবেশ নিরূপণ মোকাবেলা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করবে ।

১৫. লবনাক্ততা ও আসের্নিকমুক্ত বহনযোগ্য পানি, বিদ্যুতায়নের নবায়নযোগ্য শক্তি (সৌর বিদ্যুৎ) ও ফসলের জন্য বৃষ্টির পানি মজুতকরণ ট্যাংক ও পয়ঃপ্রণালী কাজের সুবিধাসমূহ বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প সহায়তা করবে।

১৬. বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রাসঙ্গিক সরকারী বিধিমালা (আইনসমূহ, অধ্যাদেশ সমূহ, কার্য বিবরণীসমূহ) ইত্যাদি ও বিশ্ব ব্যাংক পরিচালন নীতিমালা ও নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করবে।

১৭. এলজিইডি উপ-প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনে স্থানীয় সরকারী সংস্থাসমূহ স্থানীয় কমিটিসমূহের অংশগ্রহণ লাভে ও বাধা অপসারণে নিশ্চিত করতে এলজিইডি দায় গ্রহণ করবে।

১৮. বিবাদগ্রস্ত অথবা উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা জমিসমূহে প্রকল্প কার্যাবলী পরিচালনা করা যাবে না। প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কাজে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জৈব নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করতে হবে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএমএফ)

১৯. মূল স্রোতের সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ আনুগত্য চাহিদার আলোকে প্রাসঙ্গিক জাতীয় বিধানসমূহের এবং বিশ্বব্যাংক পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী সাধারণ নীতিমালা এবং সাইট নির্বাচন, ডিজাইন ও বাস্তবায়নে উপ-প্রকল্পসমূহকে এলজিইডি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণীত হয়েছে (নতুন বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র, বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্র সমূহের উন্নতি বিধান ও আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণ ক্ষেত্রে)। এসএমএফ-এর বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) দুর্যোগ প্রবণ উপ-কূলীয় এলাকাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহের আশ্রয়কেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্র বরাবর সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নের সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপ।

(২) প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন জনিত দুর্যোগ ও দৈন্য যতখানি সম্ভব এড়িয়ে চলা বা লাঘব করা।

(৩) সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ জনগণের উপর (নারী ও পুরুষ) নির্বাচিত সাইট কর্তৃক নিপতিত বিরূপ প্রতিক্রিয়াসমূহ সনাক্তকরণ ও নিরসন করা।

(৪) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যাপক প্রচার ও পরামর্শ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ আনুগত্য পদক্ষেপসমূহের উন্নয়ন সাধন করা।

(৫) জেন্ডার তাৎপর্য সংক্রান্ত বিষয়াবলীসহ সামাজিক রক্ষাকবচ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও বিশ্বব্যাংকের অনুরূপ নীতিমালার প্রতি আনুগত্য নিশ্চয়তা করা।

২০. পুরকর্ম নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের আগে এই এসএমএফ-এ বর্ণিত নিম্নের নীতিমালা, নির্দেশসমূহ ও পদ্ধতিসমূহের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রতিটি উপ-প্রকল্প অথবা নির্মাণ প্যাকেজের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা প্রণয়ন করা হবে। সাইটের জন্য ও অনৈচ্ছিকভাবে অপসারিত জনগণের জন্য এসএমপি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অথবা সরকারী জমি ব্যক্তি মালিকানা কাজে ব্যবহৃত সেগুলো অধিগ্রহণের জন্য পুনর্বাসন কর্ম-পরিচালনার (আরএপি) অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।'

২১. উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জমি (অথবা অন্যান্য সরকারী জমি) থেকে ভূমি অধিগ্রহণ এবং অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকাধীন কার্যকলাপ অপসারণজনিত গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাবের বিবেচনায় এলজিইডি নিম্ন বর্ণিত সূত্রালোকে বাছাই, ডিজাইন ও বাস্তবায়নের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

- নির্দিষ্ট সাইট নির্বাচনের আগে এলজিইডি স্থানীয় জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে উপ-প্রকল্পসমুহের উদ্দেশ্য, সুযোগ ও সামাজিক রক্ষাকবচ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে, বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন/সরকারি জমি সংগ্রহ এবং বসতবাড়ি, ব্যবসা কেন্দ্র ও উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে জনগণকে সরানোর প্রশ্নে পরামর্শ করবে। পরামর্শের মধ্যে আরও থাকবে-
  - সকল আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক স্থানীয় সত্ত্বাধিকারী যেমন সুবিধাভোগী সম্প্রদায়, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতনিধিগণ, স্থানীয় নারীগোষ্ঠি ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারগণ যারা প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে প্রভাব রাখতে কার্যকর গোষ্ঠী বলে বিবেচিত।
  - সেই সমস্ত ব্যক্তি যেমন ভূমি মালিক, ব্যবসায়ী, বাঁধে বসবাসকারী (দখলকারী ও অনুপ্রবেশকারী) ও অন্যান্য যারা প্রকল্প কর্তৃক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।
  - সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা জীবিকা হারিয়ে এবং/অথবা অভিন্ন সম্পত্তি সম্পদ হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।
  - প্রকল্প সামাজিক অবস্থা নিরূপণে চিহ্নিত কোন উপজাতীর অথবা দুর্দশাগ্রস্ত গোষ্ঠি ।
- ব্যক্তি মলিকানাধীন ও সরকারি জমি থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যাবলীর অপসারণ হ্রাস করার জন্যে এলজিইডি ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ পরিহার করবে এবং আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমাণ জমি এবং আশ্রয় কেন্দ্রভিমুখী সংযোগ সড়কের জন্য বিদ্যমান সংরক্ষিত সড়ক সীমার মধ্যে কার্যক্রম সীমিত করবে ।
- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ ও আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ সংযোগ সড়কের জন্য অতিরিক্ত জমির বিশেষ চাহিদার ক্ষেত্রে এলজিইডি ঐচ্ছিক সম্প্রদানের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায়, সরাসরি খরিদসূত্রে এবং এতদসংক্রান্ত আইনের আওতায় চাহিদা মোতাবেক প্রদেয় ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অথবা দানে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করবে ।
- অবস্থা ভেদে যখন অংশগ্রহণ ভিত্তিক জমি চাহিদানুপাতে অধিগ্রহণ করা যাবে না ও অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহারকারীর জমি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতি পূরণ প্রদান করবে এবং বিশ্ব ব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন ওপি ৪.১২ অনুযায়ী অন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে।
- উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ প্রকল্পের এমন কার্যাবলী এলজিইডি সম্ভাব্য মাত্রায় এড়িয়ে চলবে এবং তাদের অভিন্ন সম্পত্তি সম্পদ ও জীবিকা কার্যকলাপকে সংরক্ষিত রাখবে এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ/উদ্দেশ্যসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ করা (উপাসনালয়/পারিবারিক কবর স্থান)।
- ব্যাংকের ওপি ৪.১২ ও ৪.১০ সঙ্গতিপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রক্ষাকবচ প্রসঙ্গে প্রভাব নিরসন মাত্রাসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সকল সাইটসমূহ চিহ্নিতকরণে সামাজিক স্ক্রীনিং-এ এলজিইডি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
- বিশ্ব ব্যাংকের জেন্ডার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকাসমূহে সেখানে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর সুরক্ষা নাই সেখানে সামাজিক অপরাধ, পাচার ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমন ঝুঁকি প্রতিরোধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে।

ইএসএমএফ/টিডিএফ এবং টিডিপির সামগ্রিক গঠনরীতি

২২. এই রিপোর্টটি স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক রচিত হয়েছে। রিপোর্টটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ইএসএমএফ/টিডিএফ ও টিডিপির সামগ্রিক গঠন বিন্যাসে নিম্নবর্ণিত অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

খন্ড 'ক' কে "সাধারণ বলে বর্ণিত করা হয়েছে যেখানে দেশের বিদ্যমান বিধান সম্বন্ধিয়, নিয়ামক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কথা উল্লেখ করে, সাথে সাথে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ পরিচালনাসমূহে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা নিরূপণ ও প্রকল্প বিবরণ দান করে। ইএসএমএফ/টিডিএফ-এর পটভূমিকার ভিত্তি হলো উদ্দেশ্যসমূহ ও সাধারণ নীতিমালা ইএমএফ-এর সামগ্রিক গঠন প্রকৃতি অধ্যায় **১**-এ এবং প্রকল্প উপাংশসমূহের বর্ণনা অধ্যায় **১২**-তে দেয়া হয়েছে।

খন্ড'খ' অধ্যায় ৪ ও ৫ এ পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা নিরূপন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব ও নিরসন ও শিক্ষা প্রদান করা হয় যা চলমান ইসিআরআরপি প্রকল্পে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে অন্তর্ভুক্ত।

খন্ড'গ' পরিবেশগত বাছাই, বৈকল্পিক বিশ্লেষণে পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ পদ্ধতির নির্দেশনা ব্যবহার, আইইই ও ইআইএ পরিচালনার জন্য নির্দেশনা, আরও অধিক নিরূপণ, প্রকল্প প্রভাবিত এলাকা, পরিবেশ বেইজলাইন, উপ-প্রকল্পের কার্যাদিসমূহকে চিহ্নিত করে।

খন্ড'ঘ' পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এই সেকশনে নির্দেশিকারূপে উপস্থাপিত হয় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক নিরূপণ অন্তর্ভুক্ত এবং চাহিদার প্রয়োজন আছে। এই সেকশনে পরিবেশগতভাবে সম্মিলিত ডিজাইন বিবেচনার কথাও বলা হয়েছে।

খন্ড'ঙ' প্রকল্পের আওতায় উপজাতীয় উন্নয়ন কাঠামোর পদ্ধতিসমূহের এবং নীতিমালার আউটলাইন বর্ণনা করে উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠির সম্মিলিত উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রচার ও তথ্যাদির পরামর্শ দান করে।

প্রকল্প বিবরণ

প্রকল্পের প্রকার ও শ্রেণী বিভাজন

২৩. প্রকল্প উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগণের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত লাঘবে প্রকল্পের প্রস্তাবিত উন্নয়নের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ হলো (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন প্রাণ ও পশু সম্পদের ক্ষতি হ্রাস করা; এবং (খ) অধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সহজলভ্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র, নতুন দুর্যোগ ব্যবস্থা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং অঞ্চলে সড়ক ও যোগাযোগ উন্নতিলাভে সহায়তা করবে।

২৪. প্রকল্প পরিসর ও উদ্যোগ ঃ বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় এবং চরম আবহাওয়ায় উপকূলীয় মানুষের নিরাপত্তা দান করা। এই পর্যায়ে এলজিইডি উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের প্রয়োগের মোট হিসাব নির্ণয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অগ্রাধিকার **১** ও অগ্রাধিকার ২ শ্রেণীতে বিভক্ত। উপকূলীয় এলাকায় সংকটপূর্ণ চাহিদা হিসাবে অগ্রাধিকার **১** আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ এমডিএসপির উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত। এমডিএসপি ঘূর্ণিঝড়ে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, অন্যদিকে ইসিআরআরপি মূলত সিডর বিধবস্ত জেলাসমূহে কাজ করবে। বহুমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) ৯টি উপকূলীয় জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে যার মধ্যে ৪টি সিডর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং অন্য ৫টি উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর এবং নোয়াখালী (মানচিত্র-১)

২৫. **প্রকল্পের অঙ্গসমূহ** ঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের অঙ্গসমূহকে তিনটি ভাগে বিভাজিত করা হয়। প্রস্তাবিত অঙ্গসমূহ হলো ঃ

উপাঙ্গ- ক: বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন।

উপাঙ্গ- খ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা ও প্রশিক্ষণ।

উপাঙ্গ-গ: জরুরী সাপেক্ষ সাড়া প্রদান উপাংশ।

২৬. **উপাঙ্গ- ক**-এ এমডিএসপি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়নে নিম্ন শ্রেণিভিত্তিক কার্যাবলী সংগঠিত করবে।

১. **উপ-উপাঙ্গ-ক- ১: ৫৫০ টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ**। অগ্রাধিকারঃ এর শ্রেণিবদ্ধে ৫৫০টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে অর্থায়ন করবে। আশ্রয়কেন্দ্র ডিজাইনে নারী পুরুষের পৃথক টয়লেট সুবিধা ও পশু সম্পদের নিরাপদ স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্থানীয়

সরকার, স্থানীয় জনগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পূর্ণ সমন্বয়করণের মাধ্যমে এলজিইডি বহুমুখী প্রাথমিক স্কুল বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার বা অন্যান্য কমিউনিটি বিল্ডিং নির্মাণ করবে।

২. উপ-উপাঙ্গ-ক- ২: ৪৫০ টি বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্রের পুর্ণগঠন। ৪৫০টি বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম-আশ্রয় কেন্দ্র সহ যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপর্যাপ্ততার কারণে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবেনা সেগুলোর মেরামত ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করবে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে হালনাগাদ ও আধুনিকীকরণ করে ব্যবহার উপযোগীভাবে ফিরিয়ে আনতে পুর্নগঠিত করা হবে। এলজিইডির সাথে কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বৃহত্তর চুক্তিতে আবদ্ধকৃত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলির উন্নতি করা হবে ।

৩. উপ-উপাঙ্গ-ক- ৩: ৫৫০ কিমি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের জন্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন। প্রায় ৫৫০ কিমি পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক তথা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক অধিকতর সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রকল্পের এই সড়কগুলো নির্মাণ করা হবে।

চিত্র ২- ১: প্রকল্প অবস্থান

বহুমুখী দুর্যোগ মোকাবেলা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি), ফেইজ-২

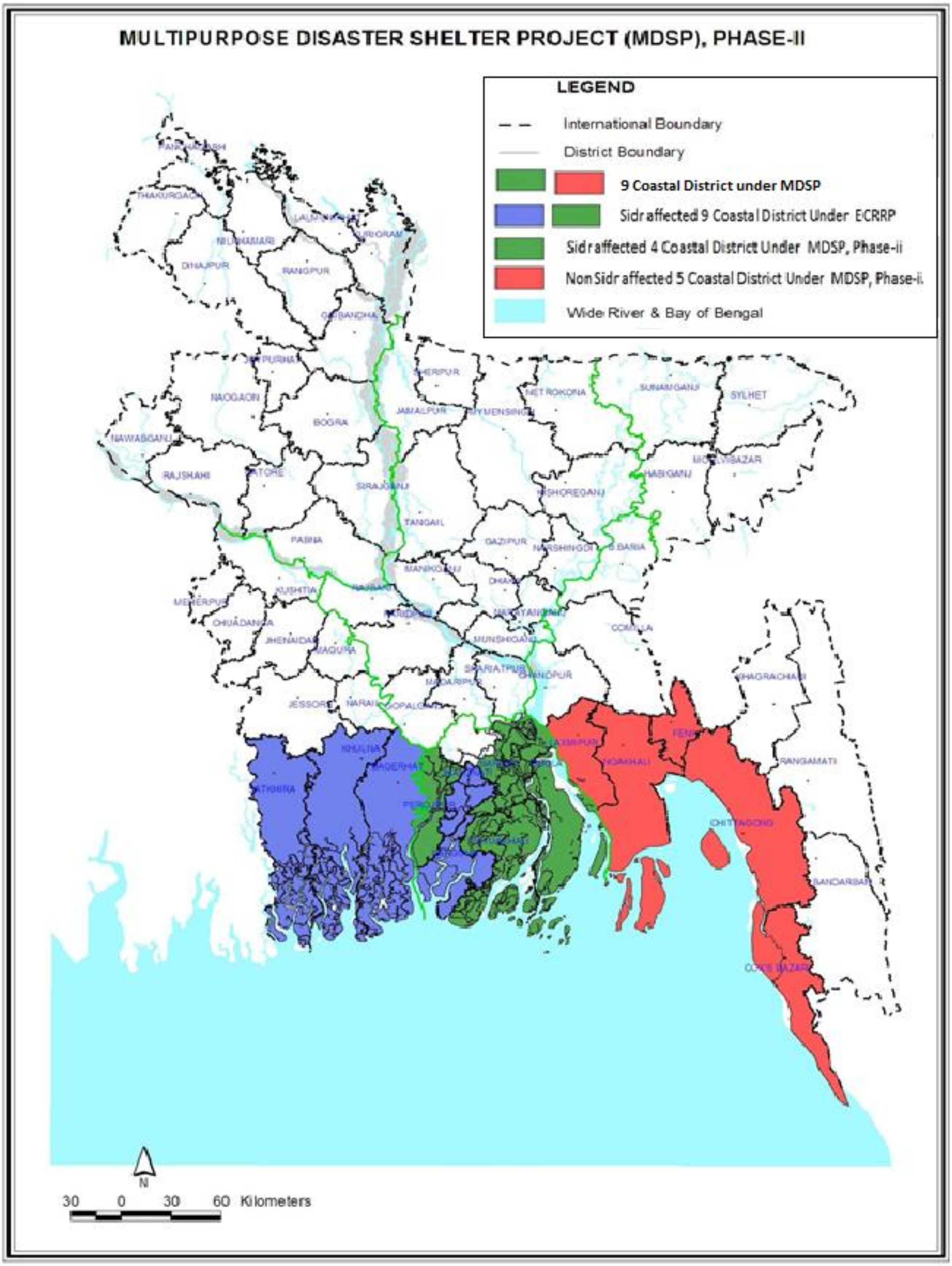
MULTIPURPOSE DISASTER SHELTER PROJECT (MDSP), PHASE-II
LEGEND
International Boundary
District Boundary
9 Coastal District under MDSP
Sidr affected 9 Coastal District Under ECRRP
Sidr affected 4 Coastal District Under MDSP, Phase-ii
Non Sidr affected 5 Coastal District Under MDSP, Phase-ii.
Wide River & Bay of Bengal
N
30 0 30 60 Kilometers

প্রকল্প কার্যকলাপ

২৭. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শ্রেণি কক্ষের ক্লাস যাতে অব্যাহত থাকে সেভাবেই আশ্রয়কেন্দ্র ভবনের আকৃতি নির্মাণ করা হবে আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য। নারী পুরুষের পৃথক বাথরুম নির্মাণ করতে হবে। নির্মাণে নিরাপদ পানির সরবরাহের নিশ্চিতকরণ, বর্জ্য পানির সংস্কার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সৌর প্যানেলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তা ছাড়া প্রয়োজনে বিদ্যমান সড়কের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। নির্মাণের প্রথম তলায় গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণির জন্যে এবং উপরের তলায় মানব আশ্রয়ের জন্য নির্মিত হবে। বিকলাঙ্গ মানুষ ও গবাদি পশুর সহজ চলাচলের জন্য ঢাল সিঁড়ির ব্যবস্থা নির্মাণে থাকতে হবে। ঘন্টায় ২৬০ কিমি গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ প্রত্যাশিত জলোচ্ছ্বাস মাত্রার চেয়েও অধিক উচ্চতায় আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নির্মিত হতে হবে।

২৮. প্রকল্প কার্যাবলীর অধিকাংশই শ্রমভিত্তিক এবং তা আশানুরূপ এই যে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাড়তি কর্ম সংস্থানের ফলে স্থানীয় দরিদ্র জনগণের উপার্জন সীমা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প ভূমিহীন দুঃস্থ নারীদের যতদূর সম্ভব্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে নিযুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগদান করবে।

২৯. জেলায় ও উপজেলায় কর্মরত এলজিইডি কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা দিয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) ও স্থানীয় জনগণ প্রকল্প কর্মকান্ডের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে। তার ফলে ইউপি ও স্থানীয় জনগণের বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগণের প্রকল্প উন্নয়ন অবকাঠামোয় মালিকানা বোধ তৈরী করবে ।

৩০. প্রকল্পের আশ্রয় কেন্দ্রের ডিজাইনে আশ্রয়কেন্দ্র বাছাই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, তাদের জ্ঞান ও মতামত জানাতে এবং সন্নিবেশিত অভিমত প্রদানে নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীলতা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রয়োজনে কার্যকলাপের মাননিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের দীর্ঘ সূত্রিতা নিশ্চিত করবে।

৩১. এলজিইডি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং বিশ্ব ব্যাংক বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প অবকাঠামোয় পরিবেশগত সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে আগ্রহী। এই কাজে পরিচালনার জন্য ডিজাইন তত্ত্বাবধায়ন (ডিএস) পরামর্শকগণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে; সকল উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য ডিএস পরামর্শকগণ পুরোপুরি দায়ী থাকবেন এবং তাদের রিপোর্টে বর্ণিত উপসংহার ও সুপারিশমালার জন্য।

এমডিএসপি প্রকল্প এলাকা

৩২. বহুমুখী দুর্যোগ মোকাবেলা আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পভুক্ত ৯টি উপকূলীয় জেলা হচ্ছে বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী। এই জেলাগুলি ঘূর্ণিঝড়ের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং এগুলিতে ব্যাপকভিত্তিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে। জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ইসিআরআরপি) মোতাবেক সিডর উপদ্রুত এলাকায় পুনর্বাসন ও নির্মাণ প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং মোট ২৩২ টি দুর্যোগ মোকাবেলা আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসিত হয় ও ১৪৮ টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। ২০২০ সালের মধ্যে অগ্রাধিকার এ বিনিয়োগকৃত ৯টি উপকূলীয় জেলায় চাহিদা সাপেক্ষে নিরূপিত ১০৪৬ টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ন্যূনপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সম্পন্ন করার জন্য এমডিএসপি চেষ্টা করবে। যেখানে ইসিআরআরপি বহুমুখী দুর্যোগ মোকাবেলা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করে এমডিএসপি বিনিয়োগের আওতায় অতিরিক্ত আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ফোকাস করা হবে। ইসিআরআরপির আওতায় উপকূলীয় জেলাসমূহে যেখানে কোনো নির্মাণ ও পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয় নাই, এমডিএসপি সেই সমস্ত এলাকা অন্তর্ভুক্ত করবে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলাসমূহে মোট ৪৫০ টি বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রের পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করা হবে ও এমডিএসপির আওতায় ৯টি উপকূলীয় জেলায় নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হবে । এমডিএসপি এই সমস্ত জেলাগুলোতে ৫৫০ কিমি আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজও সম্পন্ন করবে। সেগুলো সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা

ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহে সুরক্ষিত নয় এমন। ৯টি উপকূলীয় জেলার চোহাত্তুরটি (৭৪) উপজেলা নিয়ে এমডিএসপি এলাকা গঠিত ৭৪টি উপজেলার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ৫টি জেলার ৪২টি উপজেলা ও বরিশাল বিভাগের ৪টি জেলার ৩২টি উপজেলা রয়েছে। চোহাত্তুরটি (৭৪) উপজেলার (সারণী ২-১) ৭৩৪টি ইউনিয়নে ৭৪২০টি গ্রাম রয়েছে। প্রকল্প জেলাগুলির মোট এলাকা ২৪৫৭৮.৫ বর্গকিমি যা সমগ্র বাংলাদেশের এলাকার (১৪৭৫৭০ বর্গকিমি)-র ১৬-৭%।

সারণী ২-১ : এমডিএসপি প্রকল্প এলাকা

বিভাগ	জেলা	এলাকা (বর্গকিমি)	বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের পুনর্বাসন সংখ্যা	নির্মাণতব্য নতুন আশ্রয় কেন্দ্র সংখ্যা	সংখ্যা উপজেলা থানা	সংখ্যা পৌরসভা	সংখ্যা ইউনিয়ন	সংখ্যা মৌজা	সংখ্যা
বরিশাল	বরিশাল	২৭৯০.৫১	০	৫৮	১০	৫	৮৫	১০০১	১১১৬
	ভোলা	২৭৩৭.২১	৬০	১৩৭	৭	৫	৬৮	৩১৪	৪৩৮
	পটুয়াখালী	৩২২০.১৫	০	৩৬	৮	৫	৭১	৫৬১	৮৭৮
	পিরোজপুর	১৩০৭.৬১	০	৫০	৭	৩	৫১	৩৯০	৬৪৮
	মোট	১১০৫৫.৪৪	৬০	২৮১	৩২	১৮	২৭৫	২২৬৬	৩০৮০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৫২৮২.৯৮	১৩০	১২০	১৪	১০	১৯৯	৯০৯	১২৮৪
	কক্সবাজার	২৪৯১.৮৬	১২০	৬১	৮	৪	৭১০	১৭৭	৯৮৯
	ফেনী	৯৮২.৩৪	২০	১৯	৬	৫	৪৩	৪৯৭	৫৫৩
	লক্ষ্মীপুর	১৪৫৫.৯৬	৩০	৩৪	৫	৪	৫৫	৪৫৫	৫৪৭
	নোয়াখালী	৩৬০০.৯৯	৯০	৩৫	৯	৮	৯১	৮৮২	৯৬৭
	মোট	১৩৮১৮.১৩	৩৯০	২৬৯	৪২	৩১	৪৫৯	২৯২০	৪৩৪০
সর্বমোট		২৪৮৬৯.৬১	৪৫০	৫৫০	৭৪	৪৯	৭৩৪	৫১৮৬	৭৪২০

সূত্র ঃ বিবিএস, জরিপ- ২০১১

দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণতা

৩৩. বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ যেখানে প্রায়ই প্রতিবছর নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং তিনটি প্রমত্তা নদী- পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে ঘনঘন বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিগত ১০০ বছর কালে বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন মাত্রার ৫০৮টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। প্রতি তিন বছরে একটি করে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আসে। সারণী ২-২ ১৫৮৪ সন হতে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের সংখ্যা প্রদর্শন করে।

সারণী ২-২ বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ের বছর এবং মৃতের সংখ্যা

বছর	মৃতের সংখ্যা	বছর	মৃতের সংখ্যা	বছর	মৃতের সংখ্যা
১৫৮৪	২০০,০০০	১৯৪১	৭,৫০০	১৯৭০	৫০০,০০০
১৮২২	৪০,০০০	১৯৬০	৫,১৪৯	১৯৮৫	১১,০৬৯
১৮৭৬	১০০,০০০	১৯৬১	১১,৪৬৮	১৯৮৮	৫,৭০৮
১৮৯৭	১৭৫,০০০	১৯৬৩	১১,৫২০	১৯৯১	১৩৮,০০০
১৯১২	৪০,০০০	১৯৬৫	১৯,২৭৯		

১৯১৯	৪০,০০০	১৯৬৫	১২,০০০		

৩৪. এটা প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালী জেলাগুলো বিভিন্ন দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয়। উপকূলীয় জেলাসমূহ উপরে বর্ণিত দুর্যোগে আরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিপদগুলো উপকূলীয় জেলাসমূহে ঘরবাড়ী, জমি, সম্পত্তি ও প্রাণের ক্ষতি ও বিনষ্ট সাধন করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য করেছে। দরিদ্র জনগণ এ সমস্ত দুর্যোগকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে। আসছে বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগের ও ধবংসযজ্ঞের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে পারে। এই দুর্যোগগুলো বাংলাদেশের দরিদ্র ও সর্বাধিক দুর্দশা প্রবণ জনগণকে অনানুপাতিক হারে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বাংলাদেশে সংঘটিত অনেক সংকটের মধ্যে ২০০৭ সালের সিডর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৮ সালের নার্গিস, ২০০৯ সালের আইলা এবং ২০১০ সালের লাইলা ছিলো বাৎসরিক চরম দুর্ঘটনা।

৩৫. সিডরে বরিশাল, খুলনা ও ঢাকা বিভাগসমূহ প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১২টি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলার মধ্যে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা, খুলনা বিভাগের ৩টি জেলা ও ঢাকা বিভাগের ৩টি জেলা ছিলো। বরিশাল বিভাগের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে ছিলো বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও বরগুনা। খুলনা বিভাগের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে ছিলো বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা। ঢাকা বিভাগের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে ছিলো গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর। সারণী ২-৩ বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও সিলেট বিভাগের ঘূর্ণিঝড় সিডরে মৃতের সংখ্যা, নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ও আহতদের সংখ্যা দেখানো হয়ছে। বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাণহানী, নিখোঁজ ও আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ২৩৭৪; ৯০২ এবং ৪২,২৩৮ যেখানে সিলেট বিভাগে সর্বনিম্ন মৃত্যু সংখ্যা ছিলো (২ ব্যক্তির)।

সারণী ২-৩ ঃ সিডর এর কারণে প্রাণহানী, নিখোঁজ ও আহতদের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	মৃতের সংখ্যা	নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা	আহত ব্যক্তির সংখ্যা
বরিশাল	২,৩৭৮	৯০২	৪২,২৩৮
চট্টগ্রাম	৩৬	৯৩	৩৬
ঢাকা	১৩৯	৩	১,৩৯৬
খুলনা	৮৫১	৩	১১,৬১২
সিলেট	২	-	-
সর্বমোট	৩,৪০৬	১,০০১	৫৫,২৮২

সূত্র : এমওএফডিএম ২০০৮

৩৬. বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে সিডর ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার পূর্বদিনগুলি হতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবাণী ঘোষণা করছিলো স্থানীয় জনগণের কাছে সতর্কবাণীগুলো পাঠানো হয়েছিলো নিয়মিতভাবে। ২০০৭ সালের নভেম্বরে সিডরের ভয়াল আক্রমণ বাংলাদেশ মোকাবেলা করেছিলো। বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব উপকূলীয় জেলাগুলোতে ও মায়ানামারে নার্গিস আঘাত হেনেছিলো। যা হোক, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় জেলাগুলোতে ও ভারতের কিছু অংশে আইলা ও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জলোচ্ছাসজনিত নিরন্তর বন্যার সর্বোচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

আশ্রয় কেন্দ্রের ধরন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩৭. ইসিআরআরপি আওতা বাস্তবায়নে পাঁচ ধরনের আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন করা হয়ে থাকে যা এমডিএসপি জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে। পরিশিষ্ট ৪ এ প্ল্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাইট দশা, ভূমি প্রাপ্যতা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে নির্মাণের ধরন তৈরী করতে হবে। সারণী ২-৪ এ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ধরন ও লে-আউট পরিকল্পনা সংযুক্তি হয়েছে যা ইসিআরআরপির উন্নয়ন আওতায় পড়ে। এ জাতীয় আশ্রয় কেন্দ্র ডিজাইন এমডিএসপির আওতায় ব্যবহার হতে পারে। যাইহোক প্রকল্পকালীন লব্দ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিজাইন নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে।

সারণী ২-৪ ইসিআরআরপি এর আওতায় উন্নয়নকৃত বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ ধরন ও প্রকৃতি

মূল বৈশিষ্ট্য/বিকল্প প্রকৃতি	ধরণ- ১	ধরণ- ২	ধরণ-৩	ধরণ- ৪	ধরণ-৫
মেঝের আয়তন (বর্গ মিটার)	৩০০.৫	৩৪২.৯১	২৯০.৫৭	৩৯৬.৩৭	৩০১.২১
তলার সংখ্যা	২	২	৩	২	২
শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা	৩	৩	৩	৫	৩
শিক্ষকের সংখ্যা	১	১	১	১	১
প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ	১	১	১	১	১
গর্ভবতী নারীদের কম	১	১	১	১	১
গুদাম কক্ষ	১	১	১	১	১
টয়লেট (পুরুষ)	২	২	২	২	২
টয়লেট (মহিলা)	২	২	২	২	২
নলকূপ	২	২	২	২	২
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক	২	২	২	২	২
পানি পরিশোধন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সৌর প্যানেল	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পানির পাম্প	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ধারণ ক্ষমতা (মানুষ)	১৩০০	১৫০০	১৩০০	১৭৫০	১৩০০
ধারণ ক্ষমতা (পশু সম্পদ)	-	-	২০০	-	-

১। বিকল্প ৪ ন্যূনতম ব্যবস্থা বা ব্যবহার না ও হতে পারে যেমন তা (ক) স্তম্ভাকার ও ইউ আকার গঠনশৈলী ভূমির গুণাবলীর উপর নির্ভর করবে। (খ) ঘূর্ণিঝড়কালে উচ্চ গতি সম্পন্ন বাতাসের উন্মুক্ত প্রবাহ ইউ আকৃতির গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। গঠনশৈলীতে অতিরিক্ত বাতাসের চাপের জায়গা স্থাপন করতে হবে।

২। প্রকৃতপক্ষে ৪০০ লোকের অধিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করলে জনাধিক্য হতে পারে, সেক্ষেত্রে হলপথের ফাঁকা জায়গা ও সিঁড়ি ব্যবহার করবে।

৩৮. বিদ্যমান শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আশ্রয়কেন্দ্র ভবন নির্মিত হয়েছে বহুমুখী উদ্দেশ্য এবং সেগুলো প্রাথমিক স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে যখন সেগুলি দুর্যোগ না থাকার কারণে ব্যবহৃত হবে না। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নারী পুরুষের পৃথক বাথরুম নির্মাণ করা হয়। নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। বর্জ্যপানির পরিশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সৌর প্যানেলের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে বিদ্যমান সংযোগ সড়কের বিকল্প লিংক নির্মাণ করা হয়। শ্রেণি কক্ষগুলোতে আসবাবপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাধারণতঃ নিচের তলা। গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণির জন্য নির্মাণ করতে হবে এবং উপরের তলায় মানব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। মেঝেগুলোয় মোজাইক ও বাথরুমগুলো টাইলস স্থাপন করতে হবে যাতে ধোয়া মোছা ও যত্ন সহজতর হয়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ডিজাইন হতে হবে ঘন্টায় ২৬০ কি মি গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস প্রতিরোধ ক্ষমতার এবং বিল্ডিং-এর উচ্চতা নির্মাণ করতে হবে জলোচ্ছাসের উচ্চতারও অধিক। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে উচ্চ বহুতল বিশিষ্ট ভবনের উন্নয়নের ভারসাম্য বহনের উঁচু ক্ষমতাসম্পন্ন ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।

৩৯. ৩ নং শ্রেণীভুক্ত আশ্রয়কেন্দ্র স্থানীয় জনগণের অধিক পছন্দনীয় ও অধিক ব্যবহৃত হয়, যেহেতু এটার প্রথম তলা পশু সম্পদের স্থান সংকুলান করে। ২ নং ও ৪ নং শ্রেণীভুক্ত আশ্রয়কেন্দ্রর জন্য বৃহত্তর পরিসর ও প্রাণিকূলের জন্য স্বতন্ত্র কেল্লা স্থাপনের প্রয়োজন হবে; কাজেই এটা অনেক কমক্ষেত্রে নির্মাণ করা হয়। পশুপ্রাণির আশ্রয় যেখানে বিবেচ্য বিষয়, সেখানে সচরাচর ৩ নং শ্রেণীভুক্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন স্থানীয় জনগণের কাছে চিরায়িত গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী হতে হবে । এটা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং নতুন নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে উন্নত ডিজাইন উদ্ভাবিত হবে।

নীতি, বিধান ও প্রশাসনিক কাঠামো

সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিমালা, আইন, বিধি ও কৌশলসমূহ

৪০. বিভিন্ন সেক্টর প্রকল্পসমূহে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর আইনী বিধি ও নিয়মনীতি জাতীয় বিধান দলিলে স্বীকৃত তা পুনর্বাসন প্রকল্পের নির্মাণ কাজে পরিবেশগত গুরুত্বের বিবেচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ডব্লিউএআরপিও) কর্তৃক তৈরী পরিবেশগত নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা হিসাবে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স দলিল এই নির্দেশিকা ইএমএফ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রধান প্রাসঙ্গিক নীতিমালাগুলো হচ্ছে ঃ

জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

৪১. পরিবেশ সংরক্ষণ ধারণা জাতীয় পর্যায় প্রথম স্বীকৃত হয় ও বাংলাদেশে স্বীকৃত হয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২-এর সাথে ও পরিবেশ কর্ম পরিকল্পনা ১৯৯২ অবলম্বনে। পরিবেশ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে (১) পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধান (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষা করা (৩) পরিবেশ দূষণ ও লঘুকরণের কারণ সনাক্তকরণ ও তা দূরীকরণ (৪) সকল সেক্টরে পরিবেশের অধিক উন্নতি নিশ্চিত করণ (৫) প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশ সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও (৬) যতটুকু সম্ভব আন্তর্জাতিক পরিবেশ নেতৃত্বের সাথে কার্যক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হওয়া।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ) ১৯৯৫ সংশোধিত ২০০২

৪২. এই আইন পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন মাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ দূষণ নিরসনের জন্য প্রণীত হয়। এটাই বর্তমানে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত মূল কাঠামো দলিল যা পূর্বের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৭৭-এ এর বদলে সংশোধিত।

৪৩. আইনের মূল শর্তাবলী সার সংক্ষেপ এরূপ ঃ

পরিবেশগতভাবে নাজুক এলাকাসমূহ ঘোষণা করা ও কার্যক্রম পরিচালনা ও পদ্ধতির সংরক্ষণ যা পরিবেশগত নাজুক এলাকায় পরিচালনা হতে পারে বা না হতে পারে;

পরিবেশের জন্য যানবাহন থেকে নির্গত ক্ষতিকর ধোয়ার জন্য বিধান তৈরী করা;

পরিবেশ ছাড়পত্র;

শিল্প কারখানা বা অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে দূষণমুক্ত ছাড়পত্রের বিধান করা;

দূষণমুক্ত বাতাস, পানি, শব্দ ও মাটির বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার ও বিভিন্ন এলাকার গুণমানের ঘোষণা দেওয়া;

পরিমিত মাত্রায় বর্জ্য নির্গত ও প্রবাহের ঘোষণা দেওয়া; এবং

পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও ঘোষণা প্রদান; রুলস

৪৪. ১৯৯৭ সালে আইনের বিধানসমূহ বাস্ড়বায়নের লক্ষে প্রাথমিক বিধিসমূহ জারী করা হয়, (নীচে দেখুন, "পরিবেশ সংরক্ষণ রুলস ১৯৯৭")। পরিবেশ অধিদপ্তর আইন বাস্ড়বায়ন করবে, পরিবেশ অধিদপ্তর একজন মহাপরিচালক (ডিজি) কর্তৃক পরিচালিত হয়। ডিজি পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে, ডিজির ক্ষমতা আইনে বর্ণিত আছে, যা নিম্নরূপ :

পরিবেশ অবনয়ন ও দূষণের বিভিন্ন ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করা;

পরিবেশ সংরক্ষণ উন্নতি ও দূষণের কারণ অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা;

মানব জীবন যাত্রা ব্যাহত করে বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন কর্মকান্ড রহিত করার ক্ষমতা

দূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে পরিবেশজনিত নাজুক এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা আইনের আওতায় শিল্প কারখানার পরিচালকগণ/প্রকল্পের পরিচালকগণ যে কোন দূষণের ঘটনা মহাপরিচালককে অবশ্যই অবহিত করবে। দূর্ঘটনা জনিত দূষণ ঘটলে মহাপরিচালক তা রোধে উপায় অবলম্বন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ও নিজ নিজ পরিচালকগণ সহায়তা প্রদাণে বাধ্য থাকবেন। পরিচালকগণ দুর্ঘটনার ব্যয়ভার নির্ধারণ ও সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিআর ১৯৯৭) পরিশোধিত ২০০৩

৪৫. এইগুলি হচ্ছে প্রাথমিক সেই সব বিধি যেগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর অধীনে জারী করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ সব বিধির মধ্যে রয়েছে (১) বদ্ধ বাতাস, বিভিন্ন ধরনের পানি, শিল্প, বর্জ্য, নিঃসরণ, শব্দ, যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিবেশ মান নির্ণয়, (২) পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য চাহিদা ও পদ্ধতি এবং (৩) আইইই/ইআইএ চাহিদা অনুসারে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যকলাপ শ্রেণিকরণ।

৪৬. তবে, আবেদন কারীকে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান বিধির আওতায় বিশেষ করণীয় থাকে। শিল্প স্থান/সাইট নির্বাচনে ছাড়পত্র প্রদানে ডিজির বিবেচনা সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

৪৭. বর্তমানে, "শিল্প কারখানার জন্য ইআইএ নির্দেশিকা" পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে ও "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭" পরিবেশ গত অবস্থা ও প্রভাব নিরূপণের জন্য যথারীতি দলিল হিসেবে নির্দেশনা দান করে। যে কোন শিল্পপ্রকল্প গঠন বা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন "পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ" পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ সংশোধিত ২০০২-এর আওতায় যা অর্জন করতে পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই)র দ্বারস্থ হতে হবে ।

৪৮. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর)-এর ৭ নং বিধি ৭ প্রকল্পসমূহকে বিভক্তি নীচের চারটি শ্রেণীতে বিভাজিত করেছে পরিস্থিতি ও পরিবেশগত প্রভাবের উপর ভিত্তি করে, (ক) সবুজ, (খ) কমলা-এ, (গ) কমলা-বি, (ঘ) লাল। বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রকল্পগুলো কোন শ্রেণীভূক্ত হবে তা সিডিউল-১ ইসিআর ১৯৯৭ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত হবে। বিধি অনুযায়ী, সকল বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পসমূহ সবুজ শ্রেণীতে হলে ইআইএ ছাড়াই পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ ইস্যু হবে । তবে, ক্যাটাগরী ক ও খ এবং লালের জন্য প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজন স্থান ছাড়পত্র সনদ ও তা ইস্যুর জন্য চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় দলিলাদি জমা দিতে হবে। সবুজ তালিকাভূক্ত শিল্প কারখানাসমূহ দূষণমুক্ত বলে বিবেচিত হবে, যার জন্য তাদের কোন পরিবেশ অধিদপ্তরের স্থান ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না। অপরদিকে, যারা লাল তালিকাভূক্ত শিল্প কারখানা তাদের বেলায় 'গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ' পরিবেশগত প্রভাবের কারণ দেখা দিতে পারে বিধায় ইআইএ রিপোর্ট জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই সমস্ত শিল্প প্রকল্প প্রারম্ভিক সাইট ছাড়পত্র নিতে পারে তবে আইইই ভিত্তিক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশিত ফরম্যাটে ও পরবর্তীকালে পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য ইআইএ রিপোর্ট প্রদান করবে।

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১

৪৯. বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ গ্রহণ করেছে। এ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:

ক্রমবর্ধিষ্ণু জন সংখ্যার চাহিদা পূরণে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আবাদি ভূমির ধারাবাহিকতা ও সুসংহত বিলুপ্তির চলমান প্রবণতা রোধ করা;

প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূলে ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা;

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় ভূমি সম্পদ ব্যবহার ও পরিপূরক অবদান রাখা;

প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রক্ষা করা, নদী ভাঙ্গন ও পাহাড় ধ্বংস বন্ধ করা;

ভূমি দূষণ রোধ করা; এবং

সরকারি ও বেসরকারি ভবন নির্মাণে ন্যূনতম ভূমি প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০

৫০. এ আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে আইনগত কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বাস্তবায়ন করা। এ আইনের আওতায় পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে (প্রতি বিভাগে এক বা একাধিক), আদালতসমূহের এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আদালতের ক্ষমতা ও কার্য পদ্ধতি, আইনগত তদন্তের অধিকার এবং আপীল সহ আপীল আদালত গঠনের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

৫১. এ আইনে রয়েছে কারখানার শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা এবং আরামদায়ক কর্ম পরিবেশ ও যুক্তি সঙ্গত কর্ম পরিস্থিতির সুবিধার বিষয়। এ আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্ফোরক পদার্থ অথবা দাহ্য ধূলিকণা/গ্যাস সম্পর্কে নিরাপত্তা সতর্কতা, চক্ষু সংরক্ষণ, অগ্নি প্রতিরোধ, কপিকল অথবা উত্তোলক যন্ত্রপাতি সহযোগে কাজ করা, অত্যাধিক ভার বহনের দায়িত্ব পালন করা বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদ নিরাপত্তা বিষয়ক সুবিধাদি যেমন, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, নিরাপত্তা রেকর্ড বহি রক্ষণাবেক্ষণ, শিশুদের ঘর, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা সেবা, গ্রুপ বীমা ইত্যাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি প্রকিউরমেন্ট বিধি (পিপিআর), ২০০৮

৫২. এ হচ্ছে বাংলাদেশের সরকারি প্রকিউরমেন্ট বিধি এবং এ বিধি সরকারি, আধা-সরকারি অথবা আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো বৈধ সংস্থা কর্তৃক মালামাল, কর্ম দায়িত্ব অথবা সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ বিধির আওতায় নির্মাণ কাজের জন্য "পরিবেশের রক্ষাকবচ, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার" পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি বর্ণিত হয়েছে। এ ধারায় প্রধানত বলা হয়েছে, ঠিকাদারগণ যাবতীয় যুক্তি সঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (১) সাইটে কর্মরত সকল শ্রমিকের এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গ যারা সাইটে যাতায়াতের অধিকার লাভ করবেন, তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাইটকে যথাযথ অবস্থায় রাখার লক্ষ্যে এবং (২) সাইটের ভিতরে ও বাইরে পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং ঠিকাদারদের কার্য প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত দূষণ, শব্দ অথবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তি বিশেষের অথবা সরকারি বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি রহিত করার লক্ষ্যে।

বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড

৫৩. এই কোড বা নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল ভবনের ডিজাইন নির্মাণ। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান, ব্যবহার ও ভোগস্বত্ব, অবস্থান ও রক্ষাণাবেক্ষণের ন্যূনতম মান রক্ষা করা যাতে করে ভবনসমূহে প্রাণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও জন কল্যাণের রক্ষাকবচ অর্জনীয় সীমারেখায় আবদ্ধ রাখা যায় ।

৫৪. কোডের অংশ-৭, অধ্যায়-৩ এ বর্ণিত হয়েছে নির্মাণকালে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়াদি এবং এ প্রসঙ্গে বিশেষ মানসম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদির বিস্তারিত বিবরণ। নির্মাণকালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সাইটে নির্মাণ চলাকালে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি যা ঘটে থাকে এবং একই সঙ্গে সেই সব স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধের বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ। শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত কর্মস্থলের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে দূষিত বায়ু নির্গমনের বাতায়ন, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এসব আয়োজন চাকুরীদাতা কর্তৃক গৃহীত হবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মস্থল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

৫৫. কোডের ৭ অংশের প্রথম অধ্যায়ের ১.৪.১ ধারা অনুযায়ী জানা যায় সাধারণ জনগণ ও শ্রমিকদের প্রতি চাকুরীদাতাদের সাধারণ কর্তব্যসমূহ। এ ধারায় বলা হয়েছে, "নির্মাণকাজের স্বার্থে নির্মিত সকল সরঞ্জামাদি ও নিরাপত্তামূলক উপকরণ যথার্থভাবে নির্মিত হতে হবে, যেমন, ক্ষণস্থায়ী সিঁড়ি, মই, ঢাল, মাচান, হোয়েস্ট, রানওয়ে, ব্যরিকেড, চ্যুট, লিফ্ট ইত্যাদি যাতে করে সেগুলো ব্যবহার করার সময় শ্রমিকদের অথবা সেগুলির উপর নীচ দিয়ে কিংবা সন্নিকটস্থ স্থান দিয়ে চলাফেরার সময় শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের জন্য অনিরাপদ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।"

৫৬. কোডের ৭ অংশের ১ অধ্যায়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু সতর্কমূলক পদক্ষেপ অবলম্বনের জন্য নির্মাণ কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোডের ৭ অংশের ১ অধ্যায়ের ১.২.১ ধারায় বলা হয়েছে, "নির্মাণ অথবা ভেঙ্গে ফেলার কাজে মালিক ও ঠিকাদারের মধ্যে এবং কনসালট্যান্ট ও মালিকের মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত হতে হবে। কোডের বিভিন্ন প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধিমালা ও উপবিধি সমূহ থেকে এসব শর্তাবলী মালিকপক্ষকে তার দায়িত্ব সমূহ থেকে নিস্কৃতি দেবে না। মালিক পক্ষ ও ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তির শর্তাবলীতে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি সমূহ যেমন,

নিয়োগকারীর দায় সম্পর্কিত আইন, ১৯৩৮, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ (বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সূচিত হওয়ার পর এসব আইন সংশোধিত হয়েছে) এর আলোকে উভয় পক্ষের দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত থাকবে।"

৫৭. উঁচু মঞ্চ থেকে শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ কল্পে কোডের ৭ অংশের ৩ অধ্যায়ের ৩.৭.১ থেকে ৩.৭.৬ পর্যন্ত ধারাসমূহে মাচান গঠন ও ব্যবহারের বিস্তারিত নিয়মাবলী বর্ণিত আছে। একই অধ্যায়ের ৩.৯.২ ধারায় বলা হয়েছে, "প্রতিটি ক্ষণস্থায়ী ফ্লোর ও পেনিং এ ৯০০ মিলিমিটার উচ্চতা সম্পন্ন রেলিং থাকতে হবে অথবা সার্বক্ষণিক পাহাড়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি ফ্লোর হোলের জন্য পাদানীসহ রেলিং এর ব্যবস্থা অথবা কব্জা লাগানো কভারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সার্বক্ষণিক বেড়ার ব্যবস্থা অথবা অপসারণযোগ্য রেলিং দিতে হবে। প্রতিটি গৃহতলার সিঁড়ির মুখে ৯০০ মিলিমিটার উচ্চতা সম্পন্ন রেলিং দিয়ে বেড়া দিতে হবে সিঁড়ির প্রবেশপথ ব্যতিরেকে সকল উন্মুক্ত অংশে। সকল ল্যাডার ওয়ে ফ্লোর ওপেনিং অথবা প্লাটফর্ম প্রবেশমুখ ব্যতিরেকে পাদানীসহ রেলিং দিয়ে বেড়া দিতে হবে। ভূমি থেকে ১.২ মিটার অথবা ততোধিক উচ্চতায় প্রতিটি উন্মুক্ত ফ্লোর অথবা মঞ্চ প্রবেশপথ ব্যতিরেকে সবদিকে রেলিং দিতে হবে। গৃহতলা ও ছাদের উন্মুক্ত প্রান্তর বরাবরও অনুরূপ সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।"

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫

৫৮. সমন্বিত নীতিমালা হিসেবে প্রবর্তিত উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ খাতওয়ারী উদ্দেশ্য বহির্ভূত। এ নীতিতে রয়েছে সাধারণ নির্দেশনা যা দিয়ে উপকূলীয় জনগণ নিরাপদ পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল পদ্ধতিতে তাদের জীবন ও জীবিকা অব্যাহত রাখতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। এ নীতির কাঠামোতে মৎস্য সম্পদ ও চিংড়ি, সামুদ্রিক মৎস্য, স্রোতজ ও অন্যান্য অরণ্য, ভূমি, পশু সম্পদ, লবণ, খনিজ দ্রব্য এবং জলস্রোত, বায়ু ও সৌর শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির মতো প্রাকৃতিক সম্পদরাজির স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সংকটজনক প্রতিবেশ ব্যবস্থার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রতিবেশ ব্যবস্থাসহ জলজ ও স্থলজ প্রজাতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে (ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর, জোয়ার ভাটা প্রবাহিত অববাহিকা, সামুদ্রিক তৃণ ভূমি, প্রতিবন্ধক দ্বীপ, খাড়ি, জলাশয় ইত্যাদি)।

৫৯. উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬

২০০৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতি (আইসিজেডএমপি) সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল অনুমোদন করে। এ কৌশল উপকূলীয় অঞ্চল নীতির আলোকে রচিত এবং বর্ধিষ্ণু নগরায়ন, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তিত ধারা, অপসৃয়মান ভূমি ও পানি সম্পদ, বেকারত্ব ও দৃশ্যমান জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিকাশমান প্রবণতাসমূহ নিয়ে আবর্তিত। এ কৌশলের আওতায় ৯টি অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয় রয়েছে যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৩টি বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক হস্তক্ষেপ প্রস্তাবিত হয়েছে:

মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিপত্তি থেকে নিরাপত্তাঃ (১) সামুদ্রিক বাঁধাসমূহের শক্তিশালীকরণ ও পূনর্বাসন এবং (২) কোপিং মেকানিজম সহ বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্যোগ হ্রাস করা।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা: (১) পরিবেশগত ও সামাজিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে চিংড়ি চাষ, (২) উপকূলীয় এলাকাসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রবর্তন; এবং (৩) সামুদ্রিক মৎস্য চাষ ও জীবিকা উন্নয়ন।

পরিবেশ সংরক্ষণ: (১) সামুদ্রিক ও উপকূলীয় পরিবেশ উন্নয়ন; এবং (২) উপকূলীয় প্রহরা ও নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি কোস্টাল গার্ড শক্তিশালীকরণ।

দুর্যোগ সংক্রান্ড় স্থায়ী আদেশ, ১৯৯৯

৬০. দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ প্রণীত হয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলা ও উদ্ধারকল্পে সরকারি প্রশাসন ও সামাজিক সংস্থাসমূহের সকল স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। এ আদেশে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার প্রসঙ্গে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক মানব বসতি, যোগাযোগ সুবিধা, নিকটতম আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ইত্যাদি বিবেচনা সাপেক্ষে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান বাছাইয়ের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পর্যায়ে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (জিআইএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

৬১. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের জন্য সহজসাধ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় যাতে করে দুর্যোগের সময় মানুষ অনতিবিলম্বে আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সড়ক যোগাযোগ কেবল শহর ও প্রধান সড়কের সঙ্গে হলে চলবে না বরং তা পাশ্ববর্তী পল্লী এলাকাসমূহে বিস্তারিত হওয়া আবশ্যক। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের সময় জরুরী পানি, খাদ্য, স্যানিটেশন এবং পশু সম্পদের জন্য আশ্রয়স্থলের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ড় বাংলাদেশ সরকারের আইনসমূহ।

৬২. বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান আইনগত ব্যবস্থা হচ্ছে অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ (১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সংশোধনীসমূহ সহ ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স-২) এবং বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য ভূমি আইন ও প্রশাসনিক ম্যানুয়েল। উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার যখন মনে করবে যে কোনো স্থানীয় এলাকার কোনো সম্পত্তি জনগণের জন্য অথবা জনস্বার্থে প্রয়োজন হচ্ছে বা প্রয়োজন হতে পারে, তখন সকরার সেই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারবে যদি সেই সম্পত্তি ধর্মীয় উপাসনা, মরদেহ দাফন অথবা শবদাহের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে। ১৯৮২ অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে (১) ভূমি ও সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ করা হলে (জমির ফসল, গাছ পালা, বাড়ি ঘর); এবং (২) অধিগ্রহণের কারণে অন্য যে কোন ধরনের ক্ষতি হলে জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করবেন (ক) অধিগ্রহণের নোটিশ জারীর দিন থেকে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির বাজারদর (বিগত ১২ মাসে উক্ত এলাকায় অনুরূপ সম্পত্তির ক্রয় এবং বিক্রয় বাবদ রেজিস্ট্রিকৃত মূল্যের ভিত্তিতে) এবং (খ) বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারণকৃত মূল্যের উপর ৫০% প্রিমিয়াম (শস্যকণা ব্যতিরেকে)। ১৯৯৪ সালে সংশোধনীতে বর্গাচাষীদের শস্যকণার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। সাধারণত মানুষেরা জমি ক্রয়-বিক্রয়ে কর প্রদান হ্রাসকরণের লক্ষ্যে জমির মূল্য হ্রাস করে থাকে, সেই প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ প্রিমিয়ামসহ প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম হয়ে থাকে।

বিশ্ব ব্যাংক পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ নীতিমালা

৬৩. এ নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট জনগণ ও তাদের পরিবেশের জন্য অসমীচীন ক্ষতি প্রতিরোধ ও নিরসন করা। রক্ষাকবচ নীতিমালা প্রকল্প ডিজাইনে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মালিকানার চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নীতিমালার প্রতি মনঃসংযোগের পরিণতিতে ব্যাংক কর্তৃক সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের কার্যকারিতা ও উন্নয়ন প্রতিক্রিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ১০টি পরিবেশগত, সামাজিক ও রক্ষাকবচ নীতি নীচে উল্লেখ করা হলো:

পরিবেশগত নীতিমালা:

ওপি/বিপি ৪.০১ পরিবেশ নিরূপণ
ওপি/বিপি ৪.০৪ প্রাকৃতিক আবাস স্থল
ওপি/বিপি ৪.০৯ কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা
ওপি/বিপি ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ
ওপি/বিপি ৪.৩৬ বন

ওপি/বিপি ৪.৩৭ বাঁধসমূহের নিরাপত্তা

সামাজিক নীতিমালা

ওপি/বিপি ৪.১০ আদিবাসী জনগোষ্ঠি

ওপি/বিপি ৪.১২ অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপন

আইনগত নীতিমালা

ওপি/বিপি ৭.৫০ আন্তর্জাতিক নৌপথ

ওপি/বিপি ৭.৬০ বিবাদমান এলাকাসমূহ

৬৪. অপারেশনাল নীতিমালা (ওপি) হচ্ছে ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের ভূমিকা ও বাধ্যবাধকতাসহ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ ও পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিবরণ, অপরদিকে ব্যাংক পদ্ধতিসমূহ (বিপি) হচ্ছে ঋণগ্রহিতা ও ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় আদেশমূলক পদ্ধতিসমূহ। এগুলি ছাড়া পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইএফসি নির্দেশিকা বিশ্বব্যাংক গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা পরিবেশ রক্ষা ও মনিটরিং-এর জন্যও প্রাসঙ্গিক। এসব ছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত নীতি পরিবেশ রক্ষাকবচের সহায়ক। পরিবেশ রক্ষাকবচ ও তথ্যপ্রাপ্তি নীতি এবং আইএফসি নির্দেশিকা নিম্নে বর্ণিত হলো:

ওপি/বিপি ৪.০১ পরিবেশ নিরূপণ

৬৫. এ নীতি ছত্র রক্ষাকবচ নীতি হিসেবে বিবেচিত যার মাধ্যমে ব্যাংক ঋণদান পরিচালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ সনাক্ত করা, পরিহার করা ও নিরসন করা যায়। বিশ্বব্যাংক পরিচালনে পরিবেশ নিরূপণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নয়ন করা, প্রকল্পের বিবেচনাধীন বিকল্প পদক্ষেপসমূহ যথাযথ ও স্থিতিশীল কিনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। ইএ পরিচালনার জন্য ঋণগ্রহীতা দায়ী থাকবেন এবং ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের ইএ চাহিদা সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন। ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পকে তিনটি মুখ্য ক্যাটাগরিতে শ্রেণিভূক্ত করেছে প্রকল্পের ধরন, অবস্থান, সংবেদনশীলতা ও মাত্রা এবং গুরচত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রভাবসমূহের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে।

ক্যাটাগরি ‘ক’ ঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে যেগুলি সংবেদনশীল, বৈচিত্র্যপূর্ণ, অথবা অভূতপূর্ব। এসব প্রভাব সাইট অপেক্ষা বৃহত্তর এলাকায় এবং ভৌত কার্যকলাপ সাপেক্ষে সুবিধাদির ক্ষতি করতে পারে।

ক্যাটাগরি ‘খ’ ঃ মানবকুল অথবা পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ যেমন, জলাভূমি, বনাঞ্চল, তৃণভূমি অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক আবাসস্থলসমূহের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবসমূহ ক্যাটাগরি ‘ক’ শ্রেণিভূক্ত প্রকল্পসমূহের তুলনায় কম ক্ষতিকর। ক্যাটাগরি ‘খ’-এর প্রভাবসমূহ সাইট কেন্দ্রিক; তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি আবার অপরিবর্তনীয়; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরসনমূলক পদক্ষেপসমূহ ক্যাটাগরি ‘ক’ শ্রেণিভূক্ত প্রকল্পের তুলনায় অধিকতর তাৎক্ষণিকভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে।

ক্যাটাগরি ‘গ’ ঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কোনো বিরূপ প্রভাব থাকবেনা, থাকলেও তা হবে যৎসামান্য।

ওপি/বিপি ৪.০৪ প্রাকৃতিক আবাস স্থল

৬৬. দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক আবাসস্থলের সংরক্ষণ আবশ্যক। সেইজন্য ব্যাংক প্রাকৃতিক আবাস স্থলসমূহের প্রতিরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনে এবং ব্যাংকের অর্থনৈতিক ও সেক্টর কাজে, প্রকল্প অর্থায়ণে এবং নীতিগত সংলাপে সেসবের কার্যকারিতায় সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহিতারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সতর্কতামূলক প্রয়াস প্রয়োগ করবে এমন প্রত্যাশা ব্যাংকের। ব্যাংক ঐ সমস্ত প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করে না যারা সংকটজনক প্রাকৃতিক আবাসস্থলের পরিবর্তন ও অবনয়ন করে থাকে।

ওপি/বিপি ৪.০৯ কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা

৬৭. কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা নীতির লক্ষ্য হচ্ছে কীটনাশক প্রয়োগজণিত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করা এবং ব্যবস্থাপনা করা, এবং একই সঙ্গে নিরাপদ, ফলপ্রসূ ও পরিবেশগতভাবে যথোপযুক্ত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অর্থায়ন করা। ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নপুষ্ট কোনো প্রকল্পের কীটনাশক সংগ্রহ প্রস্তাবিত প্রয়োগ ও আগ্রহী ব্যবহারকারীকে বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহের

প্রকৃত ও মাত্রা নিরপণের উপর নির্ভরশীল। কৃষি অথবা জনস্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংক সেই কৌশলকে সহায়তা প্রদান করে যা জৈব অথবা পরিবেশগত নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির প্রয়োগ উন্নয়ন করে এবং সংশ্লেষী রসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। ব্যাংক কর্তৃক অর্থপুষ্ট প্রকল্পসমূহে ঋণগ্রহীতা প্রকল্পের পরিবেশ নিরূপণের আলোকে কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা মোকাবেলা করে থাকে। কীট পতঙ্গ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কোনো প্রকল্পের মূল্যায়নে ব্যাংক দেশের আইনগত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা নির্ধারণ করবে নিরাপদ, ফলপ্রসূ ও পরিবেশগতভাবে যথোপযুক্ত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য।

ওপি/বিপি ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ

৬৮. ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ বলতে ঐ সমস্ত স্থাবর অথবা অস্থাবর বস্তু, সাইট, স্থাপনা, স্থাপনাগুচ্ছ এবং প্রাকৃতিক অবয়ব ও ভূ-দৃশ্যকে বুঝায় যেগুলির প্রত্মতাত্ত্বিক, জীবাশ্মতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্যিক, ধর্মীয় নন্দনতাত্তিক অথবা অপরাপর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসেবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূলধন হিসেবে এবং জনগণের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও আচরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গুরচত্বপূর্ণ। ব্যাংক তাদের অর্থপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহের বিরূপ প্রভাব পরিহার অথবা নিরসনের জন্য বিভিন্ন দেশকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। নিরসন পদক্ষেপসমূহ সহ প্রকল্প উৎসাহিত প্রভাবসমূহ যা ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহের উপর প্রতিফলিত হয় তা প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি ও সমঝোতার আলোকে ঋণগ্রহতির জাতীয় বিধিসমূহ অথবা সেগুলির বাধ্যবাধকতা পরিপন্থি নয়। পরিবেশগত নিরূপণ প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঋণগ্রহতি ব্যাংক অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পে ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর প্রভাবসমূহের নিস্পত্তি করবেন।

ওপি/বিপি ৪.৩৬ বন

৬৯. বনাঞ্চল বলতে বুঝায় এমন একটি এলাকা যা ১.০ হেক্টরের কম নয় এবং যার ১০ শতাংশ এলাকা গাছপালায় আবৃত। গাছগুলির পরিণত বয়সে ন্যূনতম দুই মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকা বাঞ্ছনীয়। বনাঞ্চল হতে পারে বদ্ধ বনভূমি অথবা উন্মুক্ত বনভূমি। বদ্ধ বনভূমিতে বিভিন্ন উচ্চতার গাছপালার তলদেশে বিভিন্ন প্রজাতির লতা গুল্ম থাকে। বনাঞ্চলের সংজ্ঞার মধ্যে বনজ উৎপন্ন। বন রক্ষা, বনের বহুমুখী ব্যবহার ও সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি থাকুক বা না থাকুক। বনাঞ্চলের সংজ্ঞার মধ্যে সেই সব এলাকার কথা উল্লেখ করা হয়নি যা ঘনীভূত বৃক্ষাচ্ছাদিত নয়, যেমন-কৃষিক্ষেত্র, চারণভূমি কিংবা ঘরবসতি। যেসব বনাঞ্চলের পরিমাণ কম, সেখানে সংজ্ঞা শিথিল করা হয়। বৃক্ষের ঘনত্ব ১০ শতাংশের নীচে হলেও সেখানে স্থানীয় পরিস্থিতির নিরীখে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকাকে বনাঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংকের বন সংক্রান্ত নীতিতে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বনাঞ্চলের গুরুত্বের কথা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনের কার্যকর সমন্বয়ের কথা, অবনায়ন হ্রাসকরণের লক্ষ্য, বনায়ন উন্নয়ন, বনাঞ্চলসমূহের পরিবেশগত অবদান বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনাঞ্চলের সামগ্রী ও সেবার বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পরিবেশগতভাবে যথাযথ, সামাজিকভাবে কল্যাণকর ও অর্থনৈতিকভাবে বাস্তববধর্মী বনায়ন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের সহায়তা প্রদান করে।

ওপি/বিপি ৪.৩৭ বাঁধসমূহের নিরাপত্তা

৭০. বিশ্বব্যাংক যখন নতুন বাঁধের জন্য অর্থায়ন করে, তখন বাঁধ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নীতি অনুযায়ী প্রয়োজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য পেশাজীবিদের যারা নির্মাণ কাজের ডিজাইন ও তদারকি করবেন। এছাড়া, প্রকল্প চক্রের মাধ্যমে বাঁধের নিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ ঋণগ্রহীতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। এ নীতি বিদ্যমান বাঁধগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে তারা প্রকল্প পারফর্মেন্সের জন্য অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে বাঁধ নিরাপত্তা নিরূপন করা এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বাঁধ নিরাপত্তা পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

ওপি/বিপি ৪.১২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

৭১. এ নীতি প্রয়োগ করা হয় অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং বৈধভাবে নির্ধারিত পার্ক ও সংরক্ষিত এলাকাসমূহে অনুপ্রবেশের উপর অনৈচ্ছিক নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে। এ নীতির লক্ষ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন পরিহার করা, অথবা তার বিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস করা ও নিরসন করা। এ নীতি পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অপসারিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে এবং এর প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে অপসারিত ব্যক্তিদের উন্নয়নের প্রয়াসে অথবা নিদেনপক্ষে অপসারণ পরবর্তীকালে তাদের উপার্জন ও জীবন যাপনের মান পুনরুদ্ধার করা। এ নীতি লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য পুনর্বাসন সংক্রান্ত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যাংক মূল্যায়নের পূর্বে ঋণগ্রহীতাগণকে পর্যাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী করতে আজ্ঞা দান করে।

ওপি/বিপি ৪.১০ আদিবাসী জনগোষ্ঠি

৭২. "আদিবাসী জনগোষ্ঠি" কথাটি জাতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে একটি স্বতন্ত্র, দুর্দশাগ্রস্থ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির মানুষদের, যাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কমবেশি বিদ্যমান।

একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সদস্য হিসেবে আত্ম-পরিচিতি এবং সেই পরিচিতির সামাজিক স্বীকৃতি;

প্রকল্প এলাকায় ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট একটি আবাসস্থলে অথবা পূর্ব পুরুষের ভূখন্ডে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস এবং এসব আবাসস্থল ও ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ;

প্রথাগত সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাদের থাকবে যা বৃহত্তর জন গোষ্ঠির সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর; এবং তাদের নিজস্ব আদিবাসী ভাষা থাকবে যা দেশের/অঞ্চলের দাপ্তরিক ভাষা থেকে ভিন্ন।

৭৩. ব্যাংক প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে কেবল সেই ক্ষেত্রে যখন ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী মানুষেরা মুক্ত, পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের কাছে কম্যুনিটি সহায়তার আবেদন জানায়। এ জাতীয় ব্যাংক অর্থায়ন পুষ্ট প্রকল্পসমূহ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হচ্ছে (ক) আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপর গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব পরিহার করা; অথবা (খ) পরিহার করা সম্ভব না হলে প্রভাব সমূহ লাঘব করা; নিরসন করা অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়ন পুষ্ট প্রকল্পসমূহকে নিশ্চিত করতে হয় যে আদিবাসী জনগোষ্ঠি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে যা সংস্কৃতিগতভাবে যথাযথ এবং জেন্ডার ও আন্ত-প্রজন্ম কেন্দ্রিক।

আইএফসি পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা

৭৪. বিশ্ব ব্যাংক গোষ্ঠি (ডব্লুবিজি) আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ২০০৮-এর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা হচ্ছে শিল্পায়ন অথবা অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশিকা। এ নির্দেশিকার মধ্যে নিহিত আছে কর্ম সম্প্রদায়ের মাত্রা ও পদক্ষেপসমূহ যেগুলি বিদ্যমান প্রযুক্তি সহযোগে সহনীয় ব্যয়ে নতুন সুযোগ সুবিধায় অর্জনীয় বলে বিবেচিত। ইএইএস নির্দেশিকায় বর্ণিত মাত্রা ও পদক্ষেপসমূহ যখন স্বাগতিক দেশের বিধিমালা বহির্ভূত হয়, তখন প্রকল্পসমূহ কর্তৃক যেগুলি অধিকতর আবশ্যিক সেগুলি অনুসরণ করা হবে বলে আশা করা হয়। ইএইচএস নির্দেশিকায় বর্ণিত মাত্রা ও পদক্ষেপসমূহের তুলনায় যদি অনুসৃত মাত্রা ও পদক্ষেপসমূহ যথাযথ হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিস্থিতির বিবেচনায় সাইটভিত্তিক পরিবেশ গত অবস্থা নিরূপনের অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত বিকল্প ব্যবস্থার জন্য বিস্তারিত যৌক্তিকতা আবশ্যক হবে। যৌক্তিকতায় বলতে হবে যে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার আনুকূল্যে কর্মসম্পাদনের বিকল্প মাত্রা বেছে নেওয়া হয়েছে ।

৭৫. নির্মাণ ও ডিকমিশনিং সংক্রান্ত ইএইচ নির্দেশিকা ৪নং ধারায় কম্যুনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রভাবসমূহের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যেগুলি নতুন প্রকল্প উন্নয়নকালে প্রকল্পের জীবন চক্রের শেষে অথবা প্রকল্প সুবিধাদির সম্প্রসারণ অথবা সংস্কার সাধনের কারণে ঘটতে পারে।

প্রকল্পের পরিবেশ নীতিমালার তাৎপর্য

৭৬. বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একইপ্রাঙ্গণে সড়ক সংলগ্ন নতুন আশ্রয় কেন্দ্র/স্কুল ভবন নির্মাণ করা হবে ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। সাধারণত প্রকল্প কর্তৃক বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন মানব ও গবাদিপশুর নিরাপদ আশ্রয়কে বৃদ্ধি করবে। প্রকল্প যে কোনো পরিবেশ/সামাজিক প্রভাবের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনা করবে না। সাইট ভিত্তিক ও প্রকল্প সীমানার মধ্যে আবর্তিত প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবসমূহ বহুলাংশে নির্মাণ সম্পর্কিত। যথাযথ পরিবেশগত আচরণবিধি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রভাব নিরসণ করা যেতে পারে।

৭৭. ইসিআর-এ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ স্পষ্টরূপে শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বহুতল ভবন নির্মাণকে কমলা খ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (আইইই) /পরিবেশ নিরূপণ আবশ্যক বোধ করে। নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণকে কমলা খ পর্যায়ে শ্রেণিভূক্ত। পরিবেশ নিরূপণ/আইই নতুন ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের পুনর্বাসন ও সড়ক সংযোগ কাজ পরিচালনা করবে। যদি আইইইতে প্রভাব আছে তাহলে বাস্তবায়ন সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশিকা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র মোতাবেক ইআইএ কার্যপরিচালনা করবে। সকল সংযোগ সড়ক এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য সাইট ছাড়পত্রের দরকার হবে।

৭৮. নির্মাণ কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্যে বিএনবিসি, পিপিআর ২০০৮, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ এমডি এসপি সরাসরি বাস্তবায়ন করতে পারে। কর্মক্ষেত্র পরিবেশে এই সমস্ত নির্দেশনা নিশ্চয়তা প্রদানে ঠিকাদারদের (এলজিইডির তদারকি) দায়িত্বশীল হতে হবে।

৭৯. বিশ্ব ব্যাংক রক্ষাকবচ নীতির আওতায় উপ-প্রকল্পের প্রকৃত অনুযায়ী প্রকল্পকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নে বিরূপ প্রভাব হ্রাস ও ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা নিশ্চিত করবে তা ফোকাস করার জন্যে ওপি/বিপি ৪-১০ বলবৎ করা হয়েছে। যথাযথ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কাঠামোগত প্রয়াস অবলম্বন করা হবে।

৮০. নির্বাচিত বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সীমানাভূক্তির মধ্যে নতুন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র কাম স্কুল ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের কার্য্যাবলীতে কোন রকমের সংক্রামক প্রয়োগ চলবে না। এই প্রকল্পের আওতায় বন এলাকার কার্যাবলী বা প্রাকৃতিক জন্তুর বাসস্থান বা বাঁধরক্ষা সম্পর্কিত সাহায্য চলবে না। অবশ্যই এটা অনভিপ্রেত যে, যে কোনো নির্ধারিত ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ উপ-প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেইজন্যে ওপি/বিপি ৪.০৯, ওপি/রিপি ৪.০৪, ওপি/বিপি ৪.১১, ওপি/বিপি ৪.৩৬ এবং ওপি/বিপি ৪.৩৭ এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবেনা।

৮১. বাছাই করা, নিরসন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নির্মাণ ও পরিচালন রক্ষণাবেক্ষণ উভয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ করা সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব।

পরিবেশগত ছাড়পত্র পদ্ধতি

৮২. বাংলাদেশে ইআইএ আইনি ভিত্তি হলো পরিবেশ সংরক্ষণ এ্যাকট ১৯৯৫ (ইসিএ' ৯৫) ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ (ইসিআর ৯৭)। ইসিএ'৯৫ ও ইসিআর ৯৭ কার্যকরণের জন্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্বগ্রস্ত। পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ ইস্যুর উদ্দেশ্যে ইআইএ পর্যবেক্ষণ ইআইএ উন্নয়ন প্রস্তাবনা পরিচালনা দায়িত্ব ডিওইর উপর নির্ভর করে।

৮৩. পরিবেশগত ছাড়পত্র অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পরিচালক/উপপরিচালক ডিওই বিভাগীয় কার্য্যালয় বরাবর চিঠি সমেত নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করা। আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট, আইই/পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উপর ইএ রিপোর্ট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আপত্তিহীন ছাড়পত্র (এনওসি) এবং যথা পরিমাণ ট্রেজারী চালান (বর্তমানের জন্যে বাংলাদেশ টাকায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্যে পৃথক এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট বেইজলাইন তথ্য, পরিবেশ বিশ্লেষন এবং ইএমপি সম্বলিত ইএ রিপোর্ট থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্যে পরিবেশ

অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ বৈকল্পিক তথ্য, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা অন্যান্য বৈকল্পিক উপকরণাদি চাওয়ায় অধিকার সংরক্ষণ করে। পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ এর নির্দিষ্ট শর্ত মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত জমা দেওয়ার ৬০ দিন কার্য দিবসের মধ্যে পরিবেশগত সাইট ছাড়পত্র সনদ অবশ্যই ইস্যু করবে অথবা প্রত্যাখানের যথাযথ কারণ দর্শিয়ে প্রত্যাখান পত্র ইস্যু করবে। এই ছাড়পত্র ইস্যুর মেয়াদ এক বছরকালীন বৈধ থাকবে এবং প্রয়োজনে মেয়াদকাল সমাপ্তির ৩০ দিন পূর্বে নবায়ন করতে হবে।

৮৪. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে জমা দেয়া পরিবেশ ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত হতে হবে।

এমডিএসপি-র ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ড় আইনী কাঠামোর তাৎপর্য

৮৫. ১৯৮২ ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অস্থাবর সম্পত্তি রিকুইজিশন অধ্যাদেশ হচ্ছে সরকারি উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্যে চলতি আইনী দলিল। এই বাংলা ভূ-খন্ডে বৃটিশ রাজত্বকাল থেকে শুরু করে পাকিস্তান শাসনামল হয়ে অদ্যাবধি পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও এ্যাকটস্ বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন পদ্ধতিকে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। তদানীন্তন বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট (বিটি) ১৮৮৫ ঘোষিত হয়েছিল বৃটিশ উপনিবেশকালীন রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বার্থ সংরক্ষণে। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ জারী করা হয়েছিল।

৮৬. ১৯৪৭ সনের ১৪ই জুলাই পূর্ববঙ্গ জরুরী সম্পত্তি রিকুইজিশন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে বঙ্গ বিভাগের পর বাংলা ভূখন্ডের পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সরকারি অফিস নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) স্থাপনা হাসপাতাল ও রেলওয়ে ষ্টেশন নির্মাণের জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকালেবায় একটি নতুন আইন করা হয়। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ভূমি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট ১৮৯৪ ও অধিগ্রহণ আইন পরিবর্ধন ও সংশোধন করে 'অধ্যাদেশ ১৯৪৭' শিরোনামে অধ্যাদেশ আকারে বিধিবদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক নতুন আইন জারী করা হয়। (জরুরী) সম্পত্তি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট ১৯৪৮ সময়ে ত্রিবার্ষিক ভিত্তিতে ১৯৮১ সনের শেষ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিলো। জরুরী সম্পত্তি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট ১৯৪৮-এ কিছু বৈরীতা ছিলো যেগুলি হলো ১) বলপূর্বক সম্পত্তি অধিগ্রহণ, ২) অধিগৃহিত জমির অপ ব্যবহার, ৩) অন্যান্য ক্ষতিপূরণ প্রদান ও ৪) ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা।

৮৭. হুসেইন পরিচালিত সমীক্ষায় (১৯৬৫) জানা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট ১৮৯৪-এর আওতায় শর্তাদিতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পরিমাণ নির্ধারণে ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিলম্বিত হতো। সেইজন্যে উপরে বর্ণিত বিলম্ব নিরসণের জন্যে ১৮৯৪ সনের মূল এ্যাক্টকে ১৯৮৪ সনের অধ্যাদেশ জারী দ্বারা ফলদায়ক পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপারে নিশ্চিত রক্ষাকবচ হিসেবে এবং অধিগৃহীত জমির অপব্যবহার নিরসনে কতিপয় শর্তাদি অর্ডিন্যান্সে রাখা হয়। এখন পর্যন্ত ঐ সমস্ত রক্ষাকবচ প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কোন উপকার করতে পারে নাই। ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশটির উৎস হচ্ছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভূমি অধিগ্রহণ এ্যাক্ট ১৮৯৪-র যা ঔপনিবেশিক ও পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূমি অধিগ্রহণ প্র্যাকটিসের ভিত্তি। পিটালুগার বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৮২-র অধ্যাদেশটির প্রয়োগে কতিপয় প্রয়োজনীয় চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হয়, যেগুলি হলো : ১) অধিগৃহিত জমি, বসতবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতিপূরণে যথাযথ বাজার মূল্য প্রদাণ না করা, ২) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা যারা অধিগৃহীত জমির নথিপত্রের প্রদর্শনে ব্যর্থতায় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, ৩) ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ণয়ে বাজার দরে বদলী মূল্য অনুসৃত হয় না, ৪) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কিস্তিভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বদলী জমি ক্রয়ে বা ব্যবসায় বিনিয়োগে প্রচন্ড প্রভাব ফেলে এবং ৫) জামান পরিচালিত সমীক্ষায় জানা যায় যে, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া খুবই জটিল, এতে রয়েছে ২২টি ধাপ, অসংখ্য সরকারি ঘাট ও সংস্থা এবং অনিয়ন্ত্রিত দূর্নীতি।

৮৮. জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে চলমান আইনী কাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এর শর্তাদি অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ যা অধিগৃহীত জমির বিরূপ প্রভাব নিরূপণ, নিরসন এবং পর্যবেক্ষণে সম্পূরক।

সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ নীতিমালা : বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতিমালা

৮৯. বিশ্বব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ নীতিমালা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কারণে উদ্ভব মানব ও পরিবেশের অসমীচীন ক্ষতি প্রতিরোধ ও নিরসনের মাধ্যমে স্থিতিশীল দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের ও আশ্রয়কেন্দ্র বরাবর সংযোগ সড়ক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন)। এ উদ্যোগে প্রকল্প ডিজাইনে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সহায়ক এবং স্থানীয় জনগণের মাঝে মালিকানাবোধ সচেতনতা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিশ্বব্যাংকের প্রধান প্রধান সামাজিক রক্ষাকবচ বিষয়ক পরিচালন নীতিমালা (ওপি) ব্যাংক পদ্ধতিসমূহ (বিপি) এর মধ্যে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওপি/বিপি ৪-১২ এবং আদিবাসী সংক্রান্ত ওপি/বিপি ৪-১০অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকের পরিচালননীতি ৪-১২ অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় যখন ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রতিস্থাপনের প্রশ্ন ওঠে। এ নীতির লক্ষ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন স্থাপন এড়িয়ে চলা অথবা তার বিরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব লাঘব ও নিরসন করা। স্থানচুত লোকজনকে সহায়তা প্রদান করা হয় পুনর্বাসন বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং এর প্রধান অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি স্থাপনের পর তাদের জীবিকা ও জীবন যাপনের মান উন্নয়নে অথবা কর্ম পক্ষে পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে সহায়তা দান করা।

৯০. উপপ্রকল্প সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের প্রয়াস রয়েছে বিধায়, প্রকল্পের আওতায় কোনো অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন অথবা ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়। উদ্যোগ পোষণকারী স্থানীয় শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জমি ব্যবহার করা হয় নয়টি উপজেলা নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের আনুভূমিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে। প্রাতিষ্ঠানিক জমির দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেএে ঐছিক সম্প্রদান প্রত্যক্ষ ক্রয় অথবা উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিনিময়ের আশ্রয়গ্রহণ করা হবে। তবে যে ক্ষেত্রে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কোন জমি নেই, তেমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে জনগণের স্থানচ্যুতি প্রয়োজন হতে পারে। এখনও হতে পারে, চরম চাহিদার কারণে অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডিও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি সংগ্রহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। এ কারণেই প্রকল্পগুলি পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওপির ৪-১২ চালু করেছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি হলেও নিরসন ও জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনবে। পুনর্বাসন/পুনস্থাপন দীর্ঘ মেয়াদী কষ্ট, দারিদ্র্য ও ক্ষতির প্রকট কারণ হবে যদি না সঠিক মানের যত্নসহকারে পরিকল্পনা ও কার্য পরিচালনা করা হয়। এলজিইডি প্রতিষ্ঠানের পোষণকৃত নিজস্ব জমি ব্যবহার অনুসন্ধান করবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন বিবেচিত হবে তখনই যখন পৃষ্ঠপোষণকারী কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহার করবে অথবা দায়হীনদের কাছ থেকে নিজস্ব জমি খালি করবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এলজিইডি সামগ্রিক নীতিমালা প্রণয়ন নিম্নে বর্ণিত :

স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে এবং বোধগম্য ভাষায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে তথ্য প্রাপ্তিতে গ্রহীতা ও ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প মূল্যায়নের আগেই উপপ্রকল্পসমূহ সমেত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রণীত পদ্ধতিসমূহ প্রাসঙ্গিক প্রকল্প সম্পৃক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক রক্ষাকবচ কাগজপত্র যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ও স্থানীয় ভাষায় নীতির প্রকাশনা আবশ্যক এবং তা যেন বিশ্বব্যাংকের মান সম্পন্ন হয়।

তথ্য অধিকার সংক্রান্ড় বিশ্বব্যাংক নীতি

৯১. রক্ষাকবচ নীতিমালার অতিরিক্ত হিসেবে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত নীতিও রক্ষাকবচের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বচ্ছতা উন্নয়ন ও জবাবদিহিতার সহায়তায় ব্যাংকের তথ্যনীতি ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুবিধাজনক স্থানেও বোধগম্য ভাষায় প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে। ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চয়তা চায় যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্প মূল্যায়নের আগেই উপপ্রকল্পসমূহ সমেত প্রকল্পসমূহের জন্য প্রণীত পদ্ধতিসমূহসহ প্রাসঙ্গিক প্রকল্প সম্পৃক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক রক্ষাকবচ কাগজপত্র যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী ও স্থানীয় ভাষায় নীতির প্রকাশনা আবশ্যক এবং তা যেন বিশ্বব্যাংকের মান সম্মত হয়।

খন্ড ‘খ’ - পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদি নিরূপণ

পরিবেশ গত বিষয়াদি নিরূপণ

নিরূপণের ভিত্তি

৯২. এমডিএসপি-র "সামগ্রিক পরিবেশ নিরূপণ" পরিচালনার জন্যে মাঠ ইআইএ সমীক্ষা, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) চলমান ইসিআরআরপি-র ইএএ রিপোর্টের পর্যালোচনা করা হয়েছে। দু'টি প্রস্তাবিত প্রাথমিক প্রকল্প সাইটের (নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের সঠিক অবস্থান এখনও সনাক্ত করা হয় নি) মাঠ পরিদর্শন বিবেচিত ছিলো ও তিনটি ইসিআরআরপি-র আওতায় প্রকল্প সাইট-এর নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছিল। পরিদর্শিত সাইটগুলির নাম সারণী ৪-১ এ দ্রষ্টব্য।

সারণী ৪-১ পরিদর্শিত সাইট সমূহ

সাইটের নাম	উপজেলা/সাবডিস্টিক্ট	জেলা
এমডিএসপি-র প্রস্তাবিত প্রাথমিক প্রকল্প সাইটসমূহ		
শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর
চর পার্বতী রহিমমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কোম্পানীগঞ্জ	নোয়াখালী
ইসিআরআরপি-র আওতায় সমাপ্তকৃত প্রকল্প সাইটসমূহ		
ভরসাকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	উজিরপুর	বরিশাল
দক্ষিণ মুরাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দুমকি	পটুয়াখালী
চর কালাইয়া মাদ্রাসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাউফল	পটুয়াখালী

৯৩. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মাঠ পরিদর্শনকালে ইসিআরআরপি-র আওতায় সাম্প্রতিককালে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পসমূহ নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল; প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্য্যাবলী আলোচনা করা হয়েছিল। এই সমস্ত মাঠ পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল বৃদ্ধির বিষয়াদি ও সংকটসমূহের সনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য ও সুযোগগুলির সামর্থে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হয়েছিল। এলজিইডি কর্মকর্তাগণের সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিশেষ করে, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্যে বর্তমান কর্মদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছেল।

৯৪. এমডিএসপি-র উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (ইএমএফ) জন্যে এই সমস্ত পরিদর্শিত সাইটগুলির ভিতরের ও চতূর্পাশ্বের এলাকাসমূহের পরিবেশগত বেইজলাইন সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিলো। বেইজ লাইন সমীক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ছিলো বিদ্যমান ভৌত ও প্রতিবেশ সমীক্ষা এবং অন্যান্য সমীক্ষার যেমন, ভৌত অবকাঠামোসমূহ, পানি সরবরাহ ও পয়:প্রণালী, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগতমান ও শব্দ মাত্রা নির্ণয়, প্রকল্পের ভিতর ও চতুর্পাশ্বের তথ্য লাভ এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনগণের অনুভূতি নিরূপণ করার প্রসঙ্গ। বেইজ লাইন সমীক্ষা চলাকালে প্রকল্প এলাকার ভিতর ও চতূর্পাশ্বের ভৌত ও জৈবিক পরিবেশগত বর্তমান অবস্থা ও তথ্যের বিস্তারিত বিরবণ সংগ্রহ করা হয়। এমডিএসপি-র আওতায় উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এই সমস্ত বেইজলাইন পরিবেশ পরিস্থিতির বিপরীতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নব প্রস্তাবিত জেলা হতে প্রাপ্ত নমুনা সাইটের বেজলাইন (সিডর মুক্ত এলাকা)

৯৫. এমডিএসপি-র আওতায় উপ-প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য বাস্তবায়ন চিহ্নিতকরণে এলডিইডি প্রক্রিয়াধীনে এমডিএসপি-এর সম্ভাব্য বাস্তবায়নের জন্যে উপ-প্রকল্পগুলির কার্যক্ষমতা আরও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে উপ-প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাছাই তালিকা প্রস্তুতির লক্ষ্যে। প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সামগ্রিক বেইজলাইন অবস্থা ও সম্ভাব্য পরিবেশ প্রভাব বুঝার জন্য। নির্মাণ ও পুণঃ নির্মাণের নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা পর্যন্ত দু'টি স্কুলকে বেছে নেওয়া হবে নমুনা স্বরূপ এই সমস্ত সাইটগুলিতে দুইটি উদ্বুদ্ধকরণ ও এফজিডি সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এপ্রিল ০৫ ২০১৪ ও এপ্রিল ০৬, ২০১৪-এ সাইটগুলি পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং ইএ-র উপর প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

৯৬. লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষীপুরসদর উপজেলাধীন শাকচর ইউনিয়নের শাকচর গ্রামে শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। সাইটের সীমার উত্তর দিকে শাকচর জব্বার মাষ্টার উচ্চ বিদ্যালয়, পূর্বদিকে শাকচর বাজার মসজিদ, দক্ষিণদিকে সড়ক এবং অন্য আরেকটি সড়ক পশ্চিম দিকে।

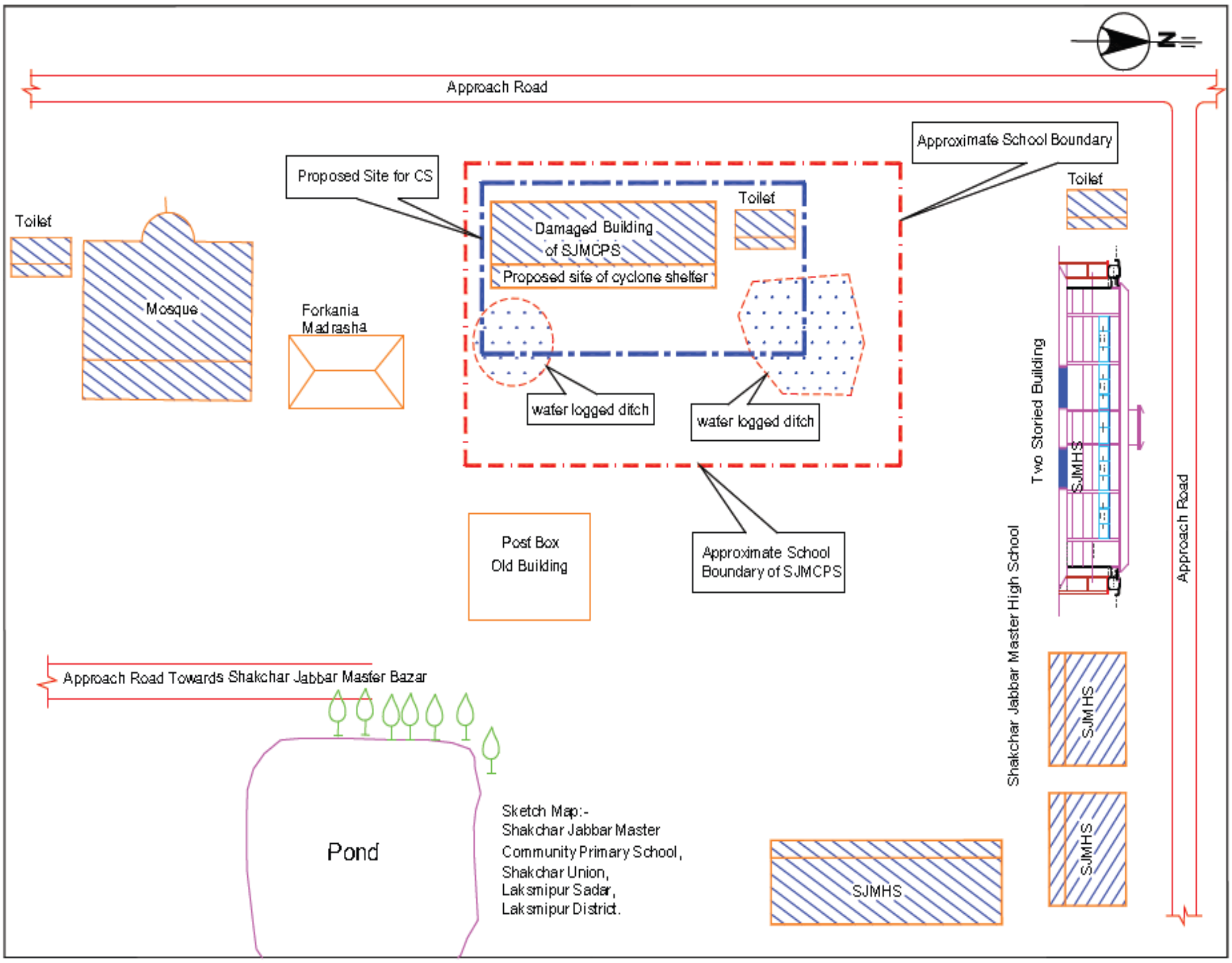

চিত্র ৪-১ : প্রস্তাবিত শাকচর গ্রামে অবস্থিত শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়- কাম দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র

৯৭. নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় অন্তর্ভূক্ত চরপূর্বানী ইউনিয়নের চরপূর্বানী ওয়ার্ডে চরপার্বতী রহিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। এই সাইটের উত্তর দিকে রয়েছে কৃষি ভূমি, পূর্বদিকে বসত বাড়িসমূহ দক্ষিণ দিকে আছে বসতবাড়ি, পুকুর ও মসজিদ, পশ্চিম দিকে বসতবাড়ি ও দোকান পাট।

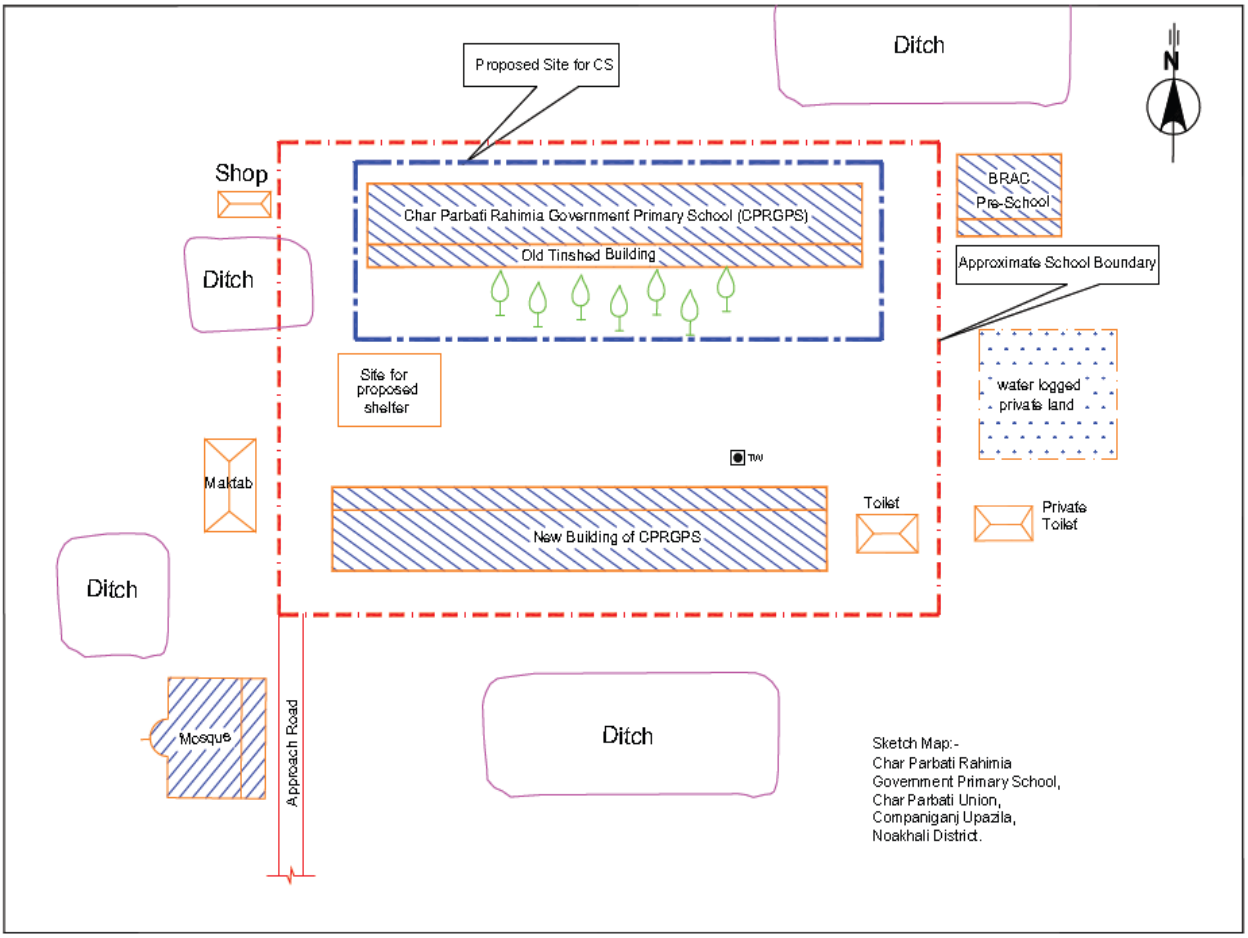

চিত্র ৪-২ : প্রস্তাবিত চরপার্বতী রহিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় - কাম দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র।

৯৮. উপরে বর্ণিত দু'টি সাইটের বেইজলাইনের সারকথা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

৯৯. জলবায়ু- বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের আবহাওয়া পরিস্থিতি কমবেশি একই রকম তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ও বায়ু নিরীখে (গতি ও দিক) । এটা উল্লেখিত যে, বার্ষিক গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ১২° সেন্টিগ্রেড; এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৩২০০ মিলিমিটার। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে চলতি দশকের বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একই কারণে আর্দ্রতাও (গড় মাত্রা ৮০-৯০%) যৎসামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে চলতি দশকে বৃষ্টিপাত হ্রাস পেয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বাতাসের গতি ও গতিপথ (দক্ষিণ পূর্ব বায়ু প্রতিঘন্টায় ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটার সাধারণত) ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে।

১০০. পানির গুণগত মান (ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি)- সেখানে তিনটি গভীর নলকূপ রয়েছে, একটি শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরেকটি নলকূপ উচ্চ বিদ্যালয়ে আর তৃতীয়টি সংলগ্ন বাজারে । এটা জানা গেছে যে, পানি আর্সেনিক মুক্ত (<০.০১ এমজি/১); তবে নলকূপের পানিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ লোহার সংমিশ্রন রয়েছে। এই বাজার মসজিদের পূর্বদিকে একটি পুকুর আছে। পুকুরটির পানি গোসল ও ওজুর কাজে ব্যবহৃত হয়।

১০১. চরপার্বতী রহিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ রয়েছে। এই নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরিক্ষা করা হয় এবং আর্সেনিক পরীক্ষার ফলাফলে জানা যায় যে এই নলকূপের পানি আর্সেনিক মুক্ত। তবে নলকূপের পানিতে নগন্য মাত্রায় লৌহকণা (০.৯ এমজি/১) পাওয়া যায়। পুকুরের পানি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।

১০২. মৎস্য সম্পদ ঃ মৎস্য চাষ হয় পুকুরে যদিও মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বর্ষার আগে বেশ কিছু সংখ্যক পুকুর শুকিয়ে যায়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মৎস্য প্রজাতির মধ্যে আছে কাতলা, বাগদা চিংড়ি, লোনা পানির প্রজাতি ও স্থানীয় দেশজ প্রজাতি। খাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রজাতির মধ্যে আছে কাতলা, চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি, মাগুর জাতীয় মাছ ও অন্যান্য স্থানীয় মাছ এলাকায় সংকটাপন্ন কোনো মৎস্য প্রজাতির অস্তিত্ব আছে বলে উল্লেখ নাই। নদীর পানি ব্যবহার করে চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়।

১০৩. উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল প্রকল্প এলাকায় কিছু বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ রয়েছে। এলাকায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে রয়েছে মেহগনি, সুপারী, রেইন ট্রি এবং (বাংলা ও চলতি ভাষায়) শিমূল, শিশু, অর্জুন, কুল, মিঞ্জিরী, জারুল, হিজল, শেওড়া, খয়ের ও শিরিশ ইত্যাদি। সংকটাপন্ন কোনো উদ্ভিদের অস্তিত্ব নেই। প্রধান ফলজ বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে আম, কাঁঠাল, কলা ও নারিকেল ইত্যাদি।

১০৪. এছাড়া গৃহপালিত পশু, বন্য কুকুর, বনবিড়াল, শিয়াল, বানর, কাঠবিড়ালী, বেজি, ইদুর, পিঁপড়া ও সাপ রয়েছে। পাখির মধ্যে রয়েছে, চড়ুই, দোয়েল, শালিক, চিল, পেঁচা, কাক, টুনটুনি, বুলবুলি ও কোকিল ইত্যাদি। সংকটাপন্ন কোনো পাখির অস্তিত্ব নেই।

১০৫. প্লাবন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা- ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বলা হয় যে, বেশিরভাগ নির্বাচিত এলাকা হতে হবে মাঝারি উচ্চ ভূমি সম্পন্ন, বন্যামুক্ত এবং স্বাভাবিক উচ্চতা স্থানীয় বন্যা রেখা উর্ধ্বে যেখানে বিরামহীন বৃষ্টি সাময়িক জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে পানি নেমে যায়। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জলাদ্ধতা ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ও জনদুর্ভোগের কারণ হয়।

১০৬. ভূমি/মৃত্তিকার ধরনঃ ভূমি/মৃত্তিকা বালুময় এবং শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রবাহক্ষেত্রে দোআঁশ বেলে মাটি। মৃত্তিকার ধরন (১) কর্দমাক্ত, (২) কর্দময় বেলে মাটি (৩) চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের প্রবাহ ক্ষেত্রে বেলে মাটি।

১০৭. শব্দ/ধূলিকনা দূষণ- উপ প্রকল্পে চলাচলকারী যানবাহন যেমন, মোটর সাইকেল, টেম্পো, ট্রাক্টর ইত্যাদি শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে তবে তা সহনীয় মাত্রার শব্দ দূষণকারীর প্রত্যক্ষ উৎস যেমন কলকারখানা, ইটভাটা, শিল্প ইত্যাদি উপ-প্রকল্পের নিকট পাওয়া যায় নি। উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত শব্দ ও বায়ু দূষণের বেইজ লাইন সহনীয় মাত্রার।

১০৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন- শাকচর ও চরপার্বতী এলাকার পাকা ও কাঁচা সড়ক সেগুলি অত্র এলাকায় সড়ক পরিবহন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। বিদ্যমান পাকা সড়ক উপজেলা সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত। চরপার্বতী এলাকায় জনগণের দ্বারা ব্যবহৃত যানবাহনের মধ্যে (১) সিএনজি চালিত ত্রিচক্র যান (২) অটোরিক্সা (৩) রিক্সা (৪) বাইসাইকেল ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। চরপার্বতীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

১০৯. কৃষি উন্নয়ন- শাকচর ইউনিয়নের প্রধান ফসলের মধ্যে ইরি, আউশ ও আমন, বাদাম, সয়াবিন, গম, শাক-সব্জি, মিষ্টি কুমড়া ও লাউ ইত্যাদি রয়েছে। অপর দিকে, চর পার্বতী ইউনিয়নের প্রধান ফসলের মধ্যে আমন, আউশ ও ইরি ধান বিভিন্ন ধরনের ডাল (মশুর, খেশারি), বাদাম, গম, ও রসুন ইত্যাদি রয়েছে।

১১০. ভূমি ব্যবহার- শাকচর ইউনিয়নে ভূমি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যেমন বসতবাড়ি (মোট ভূমির ১৫%) কৃষি (মোট ভূমির ৮০%) মৎস্য চাষ (মোট ভূমির ৩%) হাঁস মুরগীর খামার (মোট ভূমির ১%) এবং গবাদি ফার্ম (মোট ভূমির ১%)। অপর দিকে, চরপার্বতী ইউনিয়নে ভূমি ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে মানব বসতি (মোট ভূমির ২০%), কৃষি (মোট ভূমির ৭৫%) এবং মৎস্য ও অন্যান্য খামার (মোট ভূমির ৫%)

ইসিআরআরপি-এর চলমান ফেইজের প্রভাব নিরূপন (সিডর উপদ্রুতএলাকা সমূহ)

১১১. ইসিআরআরপি এলাকা মূলত বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, খুলনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত। ইসিআরআরপি এর আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পের সামগ্রিক পরিবেশ নিরূপণ সংকলিত হয়েছে জরিপ, বেইজলাইন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ, উপপ্রকল্পের নির্দিষ্ট ইএ রিপোর্ট, পরামর্শকদের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ইসিআরআরপি-এর জন্য মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন পরামর্শকদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং মাঠ পরিদর্শনের ভিত্তিতে। ইসিআরআরপি-র উপাংশ খ এর মধ্যে ২৩০টি নতুন বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ২৫০টি বিদ্যমান স্কুল কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও উন্নয়ন এবং ১৩০ কিমি সংযোগ সড়ক নির্মাণ। প্রত্যন্ত চর এলাকাসমূহে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মাণ স্থানীয় জনগণের ও পশু সম্পদের নিরাপত্তা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে বাড়িয়ে তুলেছে। সাইটসমূহ নির্বাচিত করা হয়েছে জনগণের ঐকমত্যে। তবে, ভবনের অবস্থান, ডিজাইন নির্ধারণ ও ডিজাইনের লে-আউট চূড়ান্ত করা হয় প্রকৃত মাঠ পরিস্থিতি ও ব্যাংকের পরিবেশ টিম থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে। ডিজাইন সংক্রান্ত সুপারিশমালার মধ্যে প্রধানতঃ থাকে, (১) নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বাথরুম নির্মাণ (২) পানি পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে গভীর নলকূপ নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, (৩) বৃষ্টির পানিতে ফসল ফলানোর সুবিধা। আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের ডিজাইন প্রণীত হয় ঘন্টায় ২৬০ কিমি গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এবং প্রতিস্থাপিত হয় প্রত্যাশিত জলোচ্ছাস মাত্রার উর্ধ্বে। এসব আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য সংযোগ সড়ক, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা থাকে।

১১২. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) অনুযায়ী ইসিআরআরপি-র আওতায় নির্মাণ কাজের প্রতিটি কার্যকলাপ পরিবেশগতভাবে নিরূপণ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি উপপ্রকল্পের বেইজলাইন সমীক্ষা করা হয় এবং সাইট কেন্দ্রিক ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী অথবা উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং পরামর্শক টিমের মাঠ রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মূলতঃ বাছাই কর্ম পরিচালনা করেন এবং ডিজাইন, তত্ত্বাবধায়ক ও মেনেজমেন্ট পরামর্শক (ডিএসএম) অনুমোদন করেন। অধিকাংশ যাচাই তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে উপ-প্রকল্প সমূহ এলাকার ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণকালীন ও নির্মাণ শেষে কোনো প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে নাই।

১১৩. ইসিআরআরপি উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাসঙ্গিকতায় সাইট ভিত্তিক নির্মাণ সম্পর্কিত প্রধান প্রধান পরিবেশগত সংকটগুলো হচ্ছে মূলত ধূলিকণা, শব্দ, বর্জ্য ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, মজুতকরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নির্মাণ সামগ্রীর মজুত পরিবহন ও সাইটের বর্জ্য। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ব্যয়ভার নির্ধারণ ও অন্তর্গত করা হয়েছে নিলাম দলিলের ভিতর পরিমানের বর্ণনায়। মাঠ কর্মীদের ঘন ঘন মাঠ পরিদর্শন ও নিবিড় তত্ত্বাবধান ইএমপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। উপরন্তু প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিসিএমইউ)-এর অধীনে মনিটরিং মূল্যায়ন (এমএন্ডই) পরামর্শক ইএ পর্যালোচনা ও সামগ্রিক ইএমএফ এর বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী হবে।

১১৪. এইসব দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় পরিবেশ গত প্রভাব নিরসন ও উন্নয়ন এবং জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্যে বৃক্ষরোপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গৃহিত হয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর, সেইজন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি) বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১৫. তিনটি আশ্রয়কেন্দ্রের বিস্তারিত নিরূপণ প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে (১) ভরসাকাঠি জিপিএস/সিএস, উপজেলা-উজিরপুর, জেলা-বরিশাল (২) দক্ষিণ মুরাদিয়া জিপিএস/সিএস, উপজেলা-ডুমকি, জেলা-পটুয়াখালী এবং (৩) চর কালাইয়া মাদ্রাসা সিএস, উপজেলা-বাউফল, জেলা-পটুয়াখালীর ইসিআরআরপি-এর আওতায় বিভিন্ন বিকল্প ডিজাইন পরিশিষ্ট-১ এ দ্রষ্টব্য।

পাঠ গ্রহণ

১১৬. মূল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো বড় ধরনের সমস্যার কথা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। এমএন্ডই পরামর্শকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত কয়েকটি ইআইএর রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ শুরুর আগে পাওয়া

যায় নাই। যথা সময়ে ইএ রিপোর্ট প্রণয়ন ও পর্যালোচনা-এর ইএমপি বাস্তবায়ন মনিটর করার ব্যাপারে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন।

১১৭. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)-এর বাস্তবায়ন তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের কারিগরি জ্ঞান আছে কিনা অথবা তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে কিন তা সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত হবে পরিবেশগত প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে।

এমডিএসপি প্রকল্প সামগ্রিক বেইজলাইন (সিডর বিধ্বস্ড় ও সিডর বিধবস্ড় নয় এমন এলাকা সমূহ)

১১৮. সিডর বিধবস্ড় প্রকল্প এলাকার মধ্যে ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর ও পটুয়াখালী সহ ৯টি উপকূলীয় জেলা এব্ং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর ও নোয়াখালীসহ ৫টি অন্যান্য উপকূলীয় জেলা রয়েছে। প্রকল্প এলাকার বেইজলাইন গঠিত হয়েছে মূলতঃ ইসিআরআরপি-এর আওতায় উপ-প্রকল্পগুলির আইইইএ/ইআইএ রিপোর্ট, মাঠ পর্যবেক্ষণ ও তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)-এর মাধ্যমে। সামগ্রিক প্রকল্প এলাকার বেইজলাইনের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

জলবায়ু

১১৯. বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতি তাপমাত্রা, বৃষ্টি পাত, আদ্রতা ও বায়ু (গতিবেগ ও গতিপথ) নির্বিশেষে কমবেশি একই রকমের। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ থেকে ৪০০ সেন্টিমিটার। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন (মার্চ থেকে অক্টোবর) তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করে এবং শীতকালীন শুস্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী) ১২ থেকে ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসড় পর্যন্ত ওঠানামা করে। বর্ষাকালে (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর) বাতাসে সর্বোচ্চ আদ্রতা থাকে ৯০% এবং তা শুষ্ক মৌসুমে ৬০ শতাংশে নেমে আসে । বাতাসের গতিবেগ বর্ষাকালে প্রতি ঘন্টায় ১৫ থেকে ২৫ কিলোমিটার এবং শুস্ক মৌসুমে প্রতিঘন্টায় ৭ থেকে ১২ কিলোমিটার থাকে। এসব এলাকা ঘূর্ণিঝড় প্রবল এবং ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা ঘটে সাধারণতঃ বছরে ২ থেকে ৩ বার এপ্রিল-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসগুলোতে।

ভূতত্ত্ব

১২০. প্রকল্প এলাকার ভূমি প্রধানত সমতল, তবে কোথাও কিছুটা উঁচু এবং কোথাও কিছুটা নীচু। খন্ড খন্ড উঁচু ও নীচু ভূমি লক্ষ্যণীয়। ধূসর প্লাবন ভূমির মাটি নিয়েই গঠিত এ মৃত্তিকা। এমডিএসপি-এর এলাকা গ্রামে ও শহর এলাকাসমূহে বিস্তৃত ।

শব্দ ও বায়ু

১২১. বেশিরভাগ উপ-প্রকল্প এলাকায় শব্দের মাত্রা ও বায়ু দূষণের বেইজলাইনে দেখা গেছে যে সেগুলি সহনীয় মাত্রার মধ্যে সীমিত (শব্দের ক্ষেত্রে ৪০ ডিবিএ)।

জলাবদ্ধতা ও পয়ঃ নিষ্কাশন

১২২. ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সূত্রে বলা যায় যে অধিকাংশ নির্বাচিত এলাকা বন্যামুক্ত এবং এসব এলাকার উচ্চতা স্বাভাবিক স্থানীয় বন্যামাত্রার উর্ধে। এসব এলাকা স্বাভাবিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কখনো কখনো অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এলাকা প্লাবিত হয়; কিন্তু নিষ্কাশন ব্যবস্থা যেহেতু ভাল পানি দ্রুত নেমে যায় এবং কোনো প্রকার জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না। লক্ষ্যণীয় যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা সাধারণত সংলগ্ন জলাশয় নিকটস্থ নদীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যার ফলে উৎকৃষ্ট নিষ্কাশন ব্যবস্তা নিশ্চিত করা যায় । সাধারণত এসব এলাকার বেশির ভাগই কাঁচা সড়ক এবং কিছু অংশ পাকা সড়ক দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মান

১২৩. প্রস্তাবিত প্রকল্পধীন উপকূলীয় এলাকা ও নদীসমূহে স্বাভাবিক জোয়ার ভাটা লক্ষ্যণীয়। এসব এলাকার ছোট ও মাঝারি আকৃতির পুকুরগুলো বহুমুখী উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয়। জনগণ গভীর নলকূপের পানি পান করে। অনেক উপ-প্রকল্প সাইটে

নলকূপের সংখ্যা অল্প হওয়ার কারণে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকট দেখা দেয়। পুকুরের পানি সাধারণত মিঠা পানি। নদীর পানি কমবেশি লবণাক্ত হয়ে থাকে।

১২৪. প্রকল্প এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানি শূণ্য থেকে মাঝারি ধরনের লবণাক্ত, বেশির ভাগ এলাকার পানি আর্সেনিক মুক্ত (লিটার প্রতি ০.০১ মিলিগ্রাম), কিন্তু লৌহযুক্ত (লিটার প্রতি ০.৭-১.৩ মিলিগ্রাম)। অগভীর পানির (সুপেয় নয়) গভীরতা ২.০ থেকে ৫.৫ মিটার পর্যন্ত কিন্তু সুপেয় পানির জন্য গভীরতার প্রয়োজন হয় ৫০ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। পান ও গৃহস্থালী কাজের জন্য মানুষেরা সাধারণত গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার করে। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে অসুবিধা থাকলে কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টির পানি কাজে লাগানো হয়। এলাকায় ছোট ও মাঝারি আকৃতির পুকুর আছে যেগুলি বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সেখানে প্রধান উৎস থেকে প্রাপ্ত পানি লবণাক্ত, সেখানে পুকুরটি মিঠা পানি/বৃষ্টির পানির আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। জনগণের অনেকেই পুকুরের পানি পান করে থাকে। উপরন্তু লবণাক্ত পানি যেহেতু নির্মাণ কাজের জন্য উপযোগী নয়; সেজন্য নির্মাণ কাজ বর্ষাকালেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বেশির ভাগ স্কুলেই গভীর নলকূপ দেয়া হয়ে থাকে সুপেয় পানির জন্য।

জৈব/প্রতিবেশগত সম্পদ

১২৫. প্রকল্প এলাকায় বানিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের অস্তিত্ব রয়েছে।সংকটাপন্ন বিশেষ কোনো প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি এবং সাধারণ প্রাণীকূল নির্মাণ কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

জলজ প্রজাতি

১২৬. এসব এলাকার মানুষের অন্যতম পেশা হচ্ছে মাছ ও কাঁকড়া ধরা। প্রকল্প এলাকার নদীতে ও প্রায় সব ধরনের জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা রয়েছে বলে জানা গেছে। শিকারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা রয়েছে পোনা আকারের কাতল জাতীয় মাছের, কিছু স্থানীয় মাছ ও চিংড়ির।মাছ পুকুরে চাষ করা হয়। সমীক্ষাকৃত এলাকায় সংকটাপন্ন কোনো মৎস্য প্রজাতির খোঁজ পাওয়া যায় নি।নদীর পানি ব্যবহার করে চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়।

১২৭. প্রকল্প এলাকার সব জলধারে এবং নদীতে মাছ আছে বলে জানা গেছে। বর্ষা মৌসুমে মাছ চাষ জনপ্রিয়। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মৎস্য প্রজাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে সাধারণত কাতল জাতীয় মাছ, চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি, অন্যান্য নোনা পানির মাছ এবং বিশেষ ধরনের স্থানীয় মাছ। চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রজাতির মধ্যে কাতল, চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি, মাগুর জাতীয় মাছ এবং কিছু স্থানীয় মাছ অন্যতম। এলাকা সংকটাপন্ন কোনো প্রজাতির খোঁজ পাওয়া যায় নি। চিংড়ি ও বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে নদীর পানি ব্যবহার করে। জলজ পরিবেশের মধ্যে নদী, খাল, জলাশয় ও পুকুর অন্তর্ভূক্ত। কৃষি ভূমির বিস্তৃর্ণ এলাকা বর্ষা মৌসুমে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায় প্রতি বছর। উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে বেশিরভাগ প্রকল্প এলাকা জলোচ্ছাসের কারণে প্লাবিত হয় এবং লবণাক্ত পানি এলাকায় ঢুকে পড়ে। জৈব বৈশিষ্ট্যসমূহ মাঝারি বৈচিত্র্যের প্রজাতি ও জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেখা দেয়। নীল, সবুজ শৈবাল ও শেওলা দেখা যায় পুকুরে, জলাশয় ও খাল বিলে। প্রকল্প এলাকায় আর্দ্র ভূমির যে সব উদ্ভিদ পাওয়া তার মধ্যে রয়েছে হেলেঞ্চা হিজল, কুদিপানা, কচুরী পানা, শাপলা, শালুক, পদ্ম, নল, শোলা ও কলমি ইত্যাদি। এলাকায় জলজ প্রাণী মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, ঝিনুক/কড়ি।

স্থলজ প্রজাতি

১২৮. প্রকল্প এলাকায় উল্লেখযোগ্য বন্য প্রাণীর বসতি নেই। আছে কিছু পরিজায়ী ও স্থানীয় পাখি; বন্য শুকুর, জাতীয় প্রাণী, বন্য বিড়াল, শিয়াল, বানর, কাঠবিড়াল, নেউল, ইঁদুর ও সাপ। বনগরু, বনমহিষ, নীল গাই, নাকাতা হাঁস, ময়ুরী ইত্যাদি জাতীয় সংকটাপন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই বলে জানা গেছে।

১২৯. উপ-কূলীয় এলাকায় সংরক্ষিত কোন বনাঞ্চল নেই। যেসব উল্লেখ যোগ্য প্রজাতি বৃক্ষ এলাকায় পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে শিমুল, শিশু, অর্জুন, কুল, মিনজিরি, জারুল, হিজল, শেওড়া, খয়ের শিরিস ইত্যাদি। সংকটাপন্ন কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রধান প্রধান ফলদ বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে আম, কাঁঠাল, কলা ও নারিকেল। গৃহপালিত পশু

ব্যতিরেকে বন্য কুকুর, বন্যবিড়াল, শিয়াল, বানর, কাঠ বিড়ালী, নেউল, পিঁপড়া ও সাপ আছে বলে যায়। বনগরু, বনমহিষ, ময়ুর, কুমির ইত্যাদি জাতীয় সংকটাপন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। পাখিদের মধ্যে চড়ুই, দোয়েল, শালিক, চিল, প্যাঁচা, কাক, টুনটুনি, বুলবুলি ও কোকিল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

ভূমি ব্যবহার

১৩০. ভূমি মৃত্তিকার প্রকার ভেদ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এলাকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। (১) কর্দম্যক্ত (২) কর্দমক্ত দোআঁশ (৩) বেলে মাটি, ভূমি সমতল এবং ভূমি ধরন সমতল ভূমি দ্বারা গঠিত। উপাত্ত ও অংশগ্রহণকারীদের তথ্যানুযায়ী আশেপাশের বেশির ভাগ ভূমিতে মাছ চাষ ও শস্য আবাদ করা হচ্ছে।

সামগ্রিক পরিবেশ প্রভাব

১৩১. এই উপাংশের উপর বিনিয়োগ স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য নিট ইতিবাচক সুফল বয়ে আনে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি নির্মিত হয় এমনভাবে যে দুর্যোগ না ঘটলে সেগুলি যেন প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো হয় নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র বাথরুম নির্মাণ করা । নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়, বৃষ্টির পানি থেকে ফসল ফলানোর সুবিধা রাখা হয় এবং সৌর প্যানেল প্রদান করা হয়। উপরন্ত, প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান সড়কগুলোর সঙ্গে সংযোগ সড়ক নির্মাণ নিশ্চিত হয়। প্রথমতলা নির্মাণ করা হয় গবাদি পশু ও প্রাণি সম্পদের জন্য এবং উপরতলা নির্মাণ করা হয় মানব আশ্রয়ের জন্য। অক্ষম ব্যক্তি ও প্রাণীর সহজ চলাচলের জন্য ঢালু সিড়ি তৈরী করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে ডিজাইন করা হয়েছে ঘন্টায় ২৬০ কিমি বেগের বাতাসের গতি মোকাবেলা করে এবং উচ্চতা হতে হবে প্রত্যাশিত প্লাবনাস্তরের উর্ধ্বে। নির্মাণ সম্পর্কিত কর্মকান্ড হতে নেতিবাচক পরিবেশ প্রভাব প্রতিফলিত হবে। এসব প্রভাবের বেশির ভাগই সামজিক ও সীমিত এবং প্রকল্প সীমানার মধ্যে পূর্ব ধারণ কৃত প্রভাবসমূহ হলো নির্মাণকালীন নর্দমা ও জলাবদ্ধতা, ক্ষণস্থায়ী ভূ-পরিস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ, নির্মাণ সম্পর্কিত ধূলা, বায়ু ও শব্দ দুষণ ইত্যাদি। প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ চলাকালীন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, কর্মীদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপদ চলাচল ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৩২. উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে মন্তব্য প্রভাবসমূহ উপর মন্তব্য নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

নির্মাণ শিবির

১৩৩. নির্মাণ শিবিরের অবিবেচিত নির্বাচন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত অথবা প্রাকৃতিক জলভূমির ড্রেনেজ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, সৃষ্ট আবর্জনা ও কঠিন বর্জ্যের অবিবেচিত অপসারণের কারণে পানি/পরিবেশ দূষিত হতে পারে। মানুষ ও তাদের পরিবর্তিত আচরণ স্থানীয় অধিবাসী ও স্থাপনাসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক এলাকার সাময়িক শিবিরে বসবাস করবে যার ফলে স্থানীয় অবকাঠামোর উপর চাপ পড়ে এবং বিরূপ সামাজিক প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ

১৩৪. পানি দূষণ ঘটতে পারে বর্জ্য পানির নির্গমন থেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেবার সেট থেকে নির্গত তরল বর্জ্য নিকটস্থ জলাশয়ে যেমন ড্রেন, পুকুর, খাল-নদী উপচে পড়া ও চুইয়ে পড়া তেল/রাসায়নিক থেকে। উপ-প্রকল্পের সাইটের চারপার্শ্বের জলাশয়ের উপস্থিতি ও চলমান ব্যবহার নির্ধারণ করবে প্রভাবের মাত্রা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উপ-প্রকল্পের কাছাকাছি কোন পুকুরে যদি কোন কাপড় ধোলাই/গোসল অথবা মাছ চাষ করা হয় তাহলে উপ-প্রকল্প কার্য কলাপ থেকে উদ্ভূত দুষণ গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে। উপ-কল্পসমূহ ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণ সৃষ্টি করতে পারে। এলাকার শ্রমিক শিবির থেকে অবিবেচিতভাবে নির্গত গৃহস্থালি বর্জ্য অথবা নির্মাণ বর্জ্যের কারণে। এছাড়া অবিবেচিত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও শোষক নলকূপ নির্মাণের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ হতে পারে ।

কঠিন/নির্মাণ বর্জ্য থেকে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণ:

১৩৫. উপ-প্রকল্পের নির্মাণ হতে রাবিশ সৃষ্টি হতে পারে বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের কার্যকলাপ থেকে। কঠিন বর্জ্য ও উদ্ভূত হবে শ্রমিক ছাউনি থেকে। নির্মাণ রাবিশের ও কঠিন বর্জ্যের অবিবেচিত ব্যবস্থাপনা ড্রেনেজ লাইন/পথে বদ্ধতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ দূষণ করতে পারে।

ড্রেনেজ ও জলাবদ্ধতা

১৩৬. প্রকল্পসমূহের পুর প্রকৌশলগত কাজ চলাকালে ক্ষণস্থায়ী ড্রেনেজ ও জলাবদ্ধতা প্রাশই ঘটে থাকে। ড্রেনের মধ্যে জমাপড়া মাটি, খননকৃত পদার্থ মাটি এবং কাজের স্থান শুকনো রাখার জন্য সাময়িক নির্মিত বাঁধ নির্মাণের কারণে ড্রেনের পানি স্বাভাবিক প্রভাব বিঘ্নিত হতে পারে। এ ধরনের বদ্ধতা নিম্নাঞ্চল সংলগ্ন প্রকল্প সাইটসমূহে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ড্রেনেজ বদ্ধতা প্রকল্প পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বসাবাসকারী লোকজনের জন্য দূর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে। নির্মাণ সামগ্রী অথবা বর্জ্যের অবিবেচিত স্তুপকরণ অথবা আশ্রয়কেন্দ্রের ত্রুটিপূর্ণ সাইট নির্বাচনের কারণে উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকায় ড্রেনেজ সমস্যা ও জলাবদ্ধতার সংকট সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য যে কোন ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে ।

শব্দ/বায়ু/ধূলিকনা দূষণ

১৩৭. যান চলাচল (সাইট থেকে নির্মাণ সামগ্রী আনা নেওয়ার জন্য), নির্মাণ সরঞ্জামাদি ও জেনারেটর চালানোসহ ব্যাপক ভিত্তিক নির্মাণ কার্যকলাপের কারণে শব্দ/বায়ু দূষণ ঘটতে পারে। পাইল ড্রাইভার, বুলডোজার, ডাম্পট্রাক, কম্প্যাক্টর, মিক্সিং মেশিন ও জেনারেটর চালু রাখলে পর্যাপ্ত শব্দ সৃষ্টি হবে।

১৩৮. শব্দ/বায়ু/ধূলিকনা দূষণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয় স্কুল-কাম-আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে র্নিমাণ ও প্রাক নির্মাণকালে । নির্মাণ কাজ শুরুর আগে এবং নির্মাণ কাজ চলাকালে যন্ত্রপাতি থেকে নির্গত ধোঁয়া অথবা নির্মাণ সামগ্রীসমূহ নিবারনকালে নিঃসৃত ধূলিকণা স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনায় আনতে ঠিকাদারদের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। নির্মাণ কাজ বিশেষ করে পাইলিং এর কাজ ছুটির দিনে সম্পন্ন করার জন্যে এবং স্কুলের সময় পুনঃনির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া ঠিকাদারগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্মাণ সাইটের চারপার্শ্বে বেষ্টনী নির্মাণের জন্য যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে যেতে এবং দৌড়াদৌড়ি করতে না পারে।

প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও জীব বৈচিত্র বিপন্নতাঃ

১৩৯. বন্য প্রাণীর বসতি, সংখ্যা, চারণক্ষেত্র ও চলাচলের জৈব পরিবেশ ব্যবস্থায় উপ- প্রকল্পসমূহের কোন ক্ষতি করবে না এবং বিরল, হুমকির সম্মুখীন অথবা সংকটাপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণির আবাস স্থলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

বৃক্ষরাজিঃ

১৪০. নতুন নির্মাণ ও পুন বাসন কাজের কারণে কোনে কোনো ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র সাইটে বেশ কিছু সংখ্যক গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে। ঘূর্নিঝড় আশ্রায় কেন্দ্রের সাথে স্কুল কমিটি ও ঠিকাদারের দায়িত্ব হবে নির্মাণ কাজ শেষে স্কুল প্রাঙ্গণে ফল ও টিম্বার প্রজাতির গাছ লাগানো।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাঃ

১৪১. শ্রমিকরা যখন কাজ করবে তখন তারা কিছু স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখোমুখি হবে। যথোপযুক্ত সেনিটেশন সুবিধা ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ব্যাক্তিগত আত্মরক্ষা সরঞ্জামাদি (পিপিই) শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে ছাত্র- ছাত্রীদের নিরাপদ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় এবং ঠিকাদারদের নির্দেশ দেওয়া হবে নির্মাণ সাইটের চারপার্শ্বে বেষ্টণী নির্মাণের জন্য।

আর্থ- সামাজিক প্রভাবঃ

১৪২. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর সাম্ভব্য প্রভাব ভূমি অধিগ্রহণ ও পুর্নস্থাপনা একটি গুরুত্বপুর্ণ বিবেচ্য প্রসঙ্গ। অন্যান্য সম্ভব্য আর্থ- সামাজিক প্রভাবসমূহ নিম্নে অন্তর্ভুক্ত করা হলঃ

১. যানজট

২. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

৩. কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

৪. প্রত্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা (পিসিআর)

সামাজিক বিষয়াদি এবং সম্ভাব্য প্রভাবসমূহঃ

১. নির্বাচিত প্রকল্প জেলাসমূহে বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশনা পর্যালোচনা ও সুফল ভোগী স্থানীয় অধিবাসিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এলজিইডি এমডিএসপি- এর সামাজিক প্রসঙ্গাদি ও সম্ভাব্য প্রভাবসমূহের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় প্রকল্পের সুফল ভোগী, ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি, গোষ্টীসমূহ সহ স্টোকহোল্ডারদের সমন্বয়ে। সামাজিক প্রভাবনিরূপণ উপ- প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের সহায়তা প্রদান করা এই মর্মে সম্ভবনা বৃদ্ধি করে যে নির্ধারিত সুফলভোক্তারা কোন রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন। সমীক্ষাটি প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়নের পরিনতি ও প্রভাবসমূহ সুস্পষ্ট করে তোলে এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাষন বিষয়ে ওপি ৪.১২ এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে ওপি ৪.১০ সহ সামাজিক রক্ষাকবজ সম্পর্কে পরিচালনা নীতিমালা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সমীক্ষা সামাজিক উন্নয়ণের অভিজ্ঞতার আলোকে হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় উপ প্রকল্প কার্যকলামসমূহের জন্য বিরূপ প্রভাবসমূহ এড়িয়ে চলা, হ্রাস করা, নিরসণে করা এবং ক্ষতিপূরণের পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করেছে। প্রকল্প উদ্যেশ্যসমূহের আলোকে এ সমীক্ষায় নির্ধারিত জনগোষ্টীর দুর্যোগজনিত দূর্ভোগ উপলদ্ধি করা এবং দূর্যোগ আশ্রায়কেন্দ্রের আবশ্যকতা প্রসঙ্গে তাদের আর্থ- সামাজিক রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার আর্থ- সামাজিক বেইজলাইন সুফলভোক্তা জনসংখ্যাঃ

১. বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ এবং আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ বরাবর সংযোগ সড়কসমূহের পুনর্বাসন ও নির্মাণ ৯টি উপকুলীয় জেলায় ৭৪২০ টি পল্লীগ্রামের অধিবাসিদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। ৩৫ লাখ পল্লী পরিবারের প্রায় ১ কোটি ৭ লাখ মানুষ দূর্যোগের সময় পর্যায়ক্রমে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে। প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ২৯ লাখ, যার মধ্যে ১ কোটি ১৬ লাখ নারী পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৮ এবং কক্সবাজারে তা সর্বোচ্চ এবং পিরোজপুরে সর্বনিম্ন। জণসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৯৫১ জন, যা জাতীয় গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১০১৫ জনের কাছাকাছি। তবে চট্টগ্রাম, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব জাতীয় পরিসংখ্যানের উর্দ্ধে এবং বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার জনসংখ্যা ঘনত্ব জাতীয় পরিসংখ্যাণের নিচে। প্রকল্প এলাকায় নারী পুরুষের গড় আনুপাতিক হার ৯৭ যার মধ্যে সর্বনিম্ন (৯২) হচ্ছে লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী জেলা এবং সর্বোচ্চ (১০৪) কক্স বাজার জেলায়, চট্টগ্রামে (১০২), ভোলায় (৯৯), বরিশাল ও পটুয়াখালীতে (৯৬) ও ফেনীতে (৯৩)।

সারনী ৫-১ঃ প্রকল্পের সুফলভোক্তা জনসংখ্যা

জেলা	মোট জন সংখ্যা	পলী এলাকায় বসবাস কারী জনসংখ্যা	নারী/ পুরুষ অনুপাত	পরিবারের আকৃতি	ঘনত্ব
বরিশাল	২,৩২৪,৩১০	১,৮০৫,২৯৪	৯৬	৪.৫	৮৩৫
ভোলা	১,৭৭৬,৭৯৫	১,৫৩৩,৪৭৮	৯৯	৪.৮	৫২২
পটুয়াখালী	১,৫৩৫,৮৫৪	১,৩৩৩,৯৭২	৯৬	৪.৪	৪৭৭
পিরোজপুর	১,১১৩,২৫৭	৯৩০,৬২৬	৯৭	৪.৩	৮৭১
চট্টগ্রাম	৭,৬১৬,৩৫২	৪,৪৬৩,৭২৩	১০২	৪.৯	১৪৪২
কক্সবাজার	২,২৮৯,৯৯০	১,৭৯০,৯৭৯	১০৪	৫.৫	৯১৯
ফেনী	১,৪৩৭,৩৭১	১,১৪৩,৬২৯	৯৩	৫.১	১৪৫১

লক্ষ্মীপুর	১,৭২৯,১৮৮	১,৪৬৬,১৯১	৯২	৪.৭	১২০০
নোয়াখালী	৩,১০৮,০৮৩	২,৬১১,৩৮৩	৯২	৫.২	০০
প্রকল্প এলাকা	২২,৯৩১,২০০	১৭,০৭৯,২৭৫	৯৭	৪.৮	৯৫১

সূত্রঃ বিবিএস জনসংখ্যা ও আবাসন জরীপ- ২০১১

বয়সের ভিত্তিতে বিভাজন

৩. প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার মধ্যে ৪ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশু ৫-৯ বছর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ৬৪ বছরের উর্দ্ধে বয়সী মানুষের রয়েছে প্রায় ৩০%। অবশিষ্টরা ১০ থেকে ৬৪ বছর পর্যন্ত তিনটি গ্রুপে বিভক্ত ১০ থেকে ২৪ বছর, ২৫ থেকে ৪৯ বছর এবং ৫০ থেকে ৬৪ বছর। প্রকল্প এলাকায় শিশুর সংখ্যা ১১%, তার মধ্যে পিরোজপুরে ৯.৬% থেকে কক্সবাজারে ১৩.৩.%। মোট জনসংখ্যার ৫% হচ্ছে বয়স্ক লোকজন (৬৫+), এ পরিসংখ্যান ভোলায় ৪.৮%, ফেনীতে ৪.৫%, লক্ষ্মীপুরে ৫.২% এবং নোয়াখালীতে ৪.৯%। বয়োবৃদ্ধ মানুষের সমানুপাতিক হার গড় হার অপেক্ষা অনেক নীচে রয়েছে চট্টগ্রামে (৩.৮), কক্সবাজারে (৩.১) এবং উর্দ্ধে রয়েছে বরিশালে (৫.৮), পটুয়াখালী (৫.৬) এবং পিরোজপুর (৬.৫)। সারণী ৫-২ তে বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যার বিভাজন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মেয়ে ও নারীসহ শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা দূর্যোগ কালে সর্বোচ্চ ঝুঁকির সম্মূখীন হয়ে থাকে। আশ্রয়কেন্দ্রেসমূহের ব্যবস্থ্পনা কমিটিগুলো এ ধরনের জনসংখ্যার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক অধিকার ও সুযোগের ব্যবস্থা করে থাকে।

সারণী ৫-২ঃ বয়সের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা

জেলা	জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক শতকরা হার (বছর)					
	০-৪	৫-৯	১০-২৪	২৫-৪৯	৫০-৬৪	৬৫+
বরিশাল	৯.৮	১২.৯	৩০.০	৩১.২	১০.২	৫.৮
ভোলা	১২.১	১৫.২	২৯.৯	২৯.৫	৮.৬	৪.৮
পটুয়াখালী	১০.৪	১৩.৪	২৭.৮	৩২.৫	১০.২	৫.৬
পিরোজপুর	৯.৬	১২.২	২৮.৫	৩২.৫	১০.৬	৬.৫
চট্টগ্রাম	১০.০	১১.৯	৩৩.৭	৩২.৬	৮.০	৩.৮
কক্সবাজার	১৩.৩	১৫.৮	৩৩.৫	২৭.৮	৬.৬	৩.১
ফেনী	১০.৬	১২.৪	৩৩.৩	২৯.৪	১২.০	৫.৪
লক্ষ্মীপুর	১১.৯	১৪.৬	৩১.১	২৮.৮	৮.৫	৫.২
নোয়াখালী	১২.৩	১৪.৯	৩২.২	২৭.৭	৮.১	৪.৯
প্রকল্প এলাকা	১১.১	১৩.৭	৩১.১	৩০.২	৯.২	৫.০

সূত্রঃ বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন জরীপ ২০১১

প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা

৪. শিক্ষা মানুষের আর্থ- সামাজিক আচরণে ও দারিদ্র্য বিমোচনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র মনিটারিং ২০০৪ অনুযায়ী জানা যায় যে, নিরক্ষরদের তুলনায় সাক্ষরদের মাঝে দারিদ্রের প্রকোপ কম। মান যাইহোক না কেন, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নতুন প্রজম্ম বিভিন্ন ধরনের কুশলতা ও কারিগরি দক্ষতার বাজার চাহিদা মোতাবেক তাদের শিক্ষাগত কার্যক্রম বেছে নিচ্ছে জেন্ডার প্রসঙ্গ নির্বিশেষে। প্রকল্প এলাকায় সাক্ষর জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫৩.৫৮%, যা জাতীয় গড় ৫১.৮% এর উর্দ্ধে। জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারী ২০১১ অনুযায়ী সাক্ষরতার হার সর্বোচ্চ পিরোজপুর জেলায় ৬৪.৯%। এর পর আছে বরিশাল ৬১.২%, ফেনী ৫৯.৬%, চট্টগ্রাম ৫৪.১% এবং নোয়াখালী ৫১.৩%। সাক্ষরতার হার কর্মসূচির মাধ্যমে নারী শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে, তবুও শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য এখনও বিদ্যমান। সারণী ৫-৩ এ প্রকল্প এলাকায় সাক্ষরতার পরিস্থিতির বিস্তারিত তথ্য দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫-৩ঃ প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার স্বাক্ষরতাঃ

জেলা	স্বাক্ষরতার হার (%)		
	মোট	পুরচ্ষ	নারী

জেলা	স্বাক্ষরতার হার (%)		
বরিশাল	৬১.২	৬১.৯	৬০.৬
ভোলা	৪৩.২	৪৩.৬	৪২.৯
পটুয়াখালী	৫৪.১	৫৬.২	৫২.০
পিরোজপুর	৬৪.৯	৬৫.০	৬৪.৭
চট্টগ্রাম	৫৮.৯	৬১.১	৫৬.৭
কক্সবাজার	৩৯.৩	৪০.৩	৩৮.২
ফেনী	৫৯.৬	৬১.১	৫৮.৩
লক্ষ্মীপুর	৪৯.৪	৪৮.৯	৪৯.৮
নোয়াখালী	৫১.৩	৫১.৪	৫১.২
মোট	৫৩.৫	৫৪.৪	৫২.৭
জাতীয়	৫১.৮	৫৪.১	৪৯.৪

সূত্রঃ বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন জরীপ- ২০১১

ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিভাজন

৫. বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম ইসলাম এবং এদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০% মুসলমান। হিন্দু ধর্ম হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্টির ধর্ম এবং মোট জনসংখ্যার ৮.৩৯%। অবশিষ্ট ধর্মীয় সম্পদায়ের মধ্যে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে। জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় প্রকল্প এলাকায় হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক হার অভিন্ন, তবে বৌদ্ধদের হার বেশী, কারণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বেশি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আনুপাতিক হার এলাকায় জাতীয় গড়ের তুলনায় কম। সারণী ৫-৪ এ দেখানো হয়েছে প্রকল্প এলাকায় ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিভাজন। চলমান ইসিআরআরপি সূত্রে জানা গেছে যে, সেখানে ধর্মীয় সম্প্রীতি রয়েছে এবং ঘুর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে প্রবেশের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমূলক ঘটনার নজির নেই।

সারণী ৫-৪ এ ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা

জেলা	ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব				
	মুসলিম	হিন্দু	খ্রীষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য
বরিশাল	৮৭.৭৭২	১১.৬৯০	০.৫২৬	০.০১০	০.০০৩
ভোলা	৯৬.৫৫০	৩.৪৪২	০.০০৪	০.০০২	০.০০২
পটুয়াখালী	৯৩.০১৭	৬.৮৬৯	০.০২২	০.০৮৮	০.০০৪
পিরোজপুর	৮৩.১৭০	১৬.৭৮৫	০.০১৯	০.০১৯	০.০০৬
চট্টগ্রাম	৮৬.৯০১	১১.৩১১	০.০৯৮	১.৫৯১	০.০৯৯
কক্সবাজার	৯৩.৯৭২	৪.২৬৪	০.০৬৬	১.৬৫২	০.০৪৬
ফেনী	৯৪.১২১	৫.৮২৮	০.০১৩	০.০২৮	০.০১০
লক্ষ্মীপুর	৯৬.৫৪৮	৩.৪৩৬	০.০০৬	০.০০৭	০.০০৩
নোয়াখালী	৯৫.৪২৭	৪.৫২২	০.০৩০	০.০১৮	০.০০৩
মোট	৯১.০০৭	৮.১৪৭	০.১০১	০.৭০৬	০.০৪০
জাতীয়	৯০.৪৩	৮.৩৯	০.৫৬	০.৩৭	০.২৫

সূত্রঃ বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারী- ২০১১(কম্পিউটার হিসাব)

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী

৬. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার (১৪.৪০ কোটি) মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ মানুষ ৪৫ ধরনের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি গোষ্টির অর্ন্তগত যারা সরকারী ভাবে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠি, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি ও প্রান্তিক সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত, উপজাতীয় জনগোষ্ঠি হিসাবে বহুল পরিচিত। এসব মানুষেরা উত্তরাঞ্চলে এবং দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পার্বত্যচট্রগ্রামে কেন্দ্রীভূত এবং তারা সাধারনভাবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠি হিসাবে বিবেচিত। তবে উপজাতীয়রা বাংলাদেশে স্বল্পানুপাতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে । প্রকল্পভুক্ত ৯ টি জেলায় মোট জনসংখ্যার ৮.৭% যার মধ্যে ৬৮% পল্লীঅঞ্চলে বসবাস করে। বরিশাল জেলায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির ৫০%, ভোলা জেলায় ৬৮%, পটুয়াখালী ৮১%, পিরোজপুর ৮৯%, চট্টগ্রামে ৬৭%, কক্সবাজারে ৭২%, ফেনী ৫৬%, লক্ষ্মীপুরে ১৬% এবং নোয়াখালী ২০% পল্লীঅঞ্চলে বসবাস করে। সারণী ৫-৫-এ দেখানো হয়েছে প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির

বিভাজন। প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে বসবাসকারী প্রধান উপজাতীসমূহ হচ্ছে চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, খুমি, রাখাইন, মালপাহাড়ী, ডালু, মারমা, তনচঙ্গা ও বর্মণ। অন্যান্য জেলার তুলনায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সমাবেশ অধিকতর।

সারণী ৫-৫ঃ প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় জনসংখ্যা

জেলা	উপজাতীয় জনগোষ্ঠি সংখ্যা	পল্লী এলাকায় বসবাসকারীর সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার তুলনায় গ্রামীন উপজাতীয় জনগোষ্ঠির শতকরা হার	ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি সমূহ
বরিশাল	৭৬	৫০	০.০০২	চাকমা, গারো, ত্রিপুরা ও অন্যান্য
ভোলা	৫৭	৬৮	০.০০৩	চাকমা, খুমি, গারো ও অন্যান্য
পটুয়াখালী	১,৩৯৯	৮১	০.০৮৫	রাখাইন, চাকমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য
পিরোজপুর	৫৩	৮৯	০.০০৫	মালপাহাড়ী, ডালু, চাকমা ও অন্যান্য
চট্টগ্রাম	৩২,১৬৫	৬৭	০.৪৮১	ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা ও অন্যান্য
কক্সবাজার	১৪,৫৫১	৭২	০.৫৮৩	রাখাইন, তানচেঙ্গা, চাকমা ও অন্যান্য
ফেনী	৬৩৯	৫৬	০.০৩২	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা ও অন্যান্য
লক্ষীপুর	২৪৪	১৬	০.০০৩	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা ও অন্যান্য
নোয়াখালী	৩৪৭	২০	০.০০৩	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা ও অন্যান্য
মোট	৪৯,৩৩১	৬৮	০.১৯৭	

সূত্রঃ বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন সুমারী- ২০১১

৭. স্বতন্ত্র অধিবাসী সংস্কৃতিগোষ্ঠি হিসাবে সনাক্ত করণঃ প্রকল্প এলাকার ৯টি জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি (চাকমা , গারো, ত্রিপুরা, খুমি, রাখাইন, মালপাহাড়ী, ঢালু, মারমা, তনচঙ্গা, বর্মন ও অন্যান্য যেমনটি সারণী ৫-৫-এ বর্ণিত)। তাদের আদি উৎস এবং জাতিগত পরিচিতি অনুযায়ী উপজাতীয় জনগোষ্ঠি। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে তাদেরকে" ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি সম্প্রদায়" বলা হয়েছে এবং তারা পশ্চাদগামী জনগোষ্ঠি হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত। আদম ও আবাসন শুমারী ২০১১ অনুযায়ী উপজাতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাধারণ জনগন ও তাদেরকে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি বলে জানে।

৮. পূর্বপুরুষের আবাসভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সমষ্টিগত অনুরাগ ঃ প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মানুষেরা তাদের পূর্বপুরচষের আবাসভূমিতে ভূমিহীন অবস্থায় রয়েছে এবং তারা বর্তমানে আর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা জনসংখ্যার মূল স্রোতের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে মিশে গেছে এবং ক্রমশ তারা শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা, কৃষি ও চাকুরীজীবি জাতীয় মূল স্রোতের জীবিকা অবলম্বন করছে।

৯. প্রচলিত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতি্ষ্ঠানসমূহঃ প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠির নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্য রয়েছে। যা সমাজের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাদের কোন স্বতন্ত্র সনাতনী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই যেমনটি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে। তারা মূলস্রোতের জাতীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অর্ন্তগত।

১০. আদিবাসী ভাষার ব্যবহারঃ এই সব ক্ষুদ্র উপজাতির নিজস্ব স্বকীয় ভাষা রয়েছে এবং সেই ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। আবার যেহেতু তারা বিক্ষিপ্তভাবে মূলস্রোতের সঙ্গে মিশেআছে, সেইহেতু তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সঙ্গে বাংলাভষাতেও কথা বলে তারা বাংলা ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারে এবং তাদের ছেলে মেয়েরা জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী লেখাপড়া শিখছে।

১১. আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপর প্রতিটি উপপ্রকল্পের প্রভাব জানা যাবে যখন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সাইট এবং সড়কসমূহের অবস্থান সনাক্ত ও বাছাই করা হবে। এলজিইডির চলমান ইসিআরআরপি-এর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, উপকূলীয় জেলাসমূহে ৩০০টিরও বেশী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান/ উন্নয়নের প্রভাব ক্ষেত্রে কোন উপজাতীয় মানুষ নেই এবং উপ প্রকল্পের সাইটসমূহ থেকে কোন উপজাতীয় মানুষকে এখন পর্যন্ত অপসারণ করা হয় নি। চলমান ইসিআরআরপি-এর আওতায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির উপস্থিতিসহ প্রবাহক্ষেত্রের জনগণের সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির উপস্থিতি সহ প্রবাহ ক্ষেত্রের জনগণের সামাজিক দুর্ভোগ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, দূর্যোগ কালে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রয় গ্রহণে

গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় নি তবে এমডিএসপি-এর আওতায় নতুন প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠি থাকতে পারে যারা প্রকল্প থেকে সুফল ভোগ করবে এ কারণেই একটি টিডিএফ গঠন করা হয়েছে (ধারা ১২ দ্রষ্টব্য)।

প্রকল্প এলাকার অর্থনৈতিক রূপরেখাঃ

১২. বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও অধিক জনসংখ্যার দেশ (প্রতি বর্গমাইলে ১০১৫ জন) এবং এর মোট জনসংখ্যার ৩২.৫% দরিদ্র বিভিন্ন প্রতিকূলতা শর্তেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১৯৯৬ সাল থেকে ৫-৬% এর মধ্যে থাকছে যদিও মোট জিডিপি-এর অর্ধেকের বেশি আসে সেবামূলক খাত থেকে, দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫% কৃষি খাতে নিয়োজিত সেখানে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ফসল ধান উৎপন্ন হয়। প্রকল্প এলাকা দেশকে বহুলাংশে প্রতিনিধিত্ব করে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি নির্ভর উৎপাদন খাত। প্রকল্প এলাকার কর্মজীবির জনসংখ্যার প্রায় ৫২% কৃষি কাজে নিয়োজিত এবং অর্ধাংশের নিজস্ব কৃষি জমি রয়েছে। প্রকল্প এলাকার ৫০ শতাংশ শস্য আবাদ করা হয়। জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের পাকা আবাসিক স্থাপনা রয়েছে। এরা প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার বিত্তবান অংশের প্রতিনিধিত্বকারী।

কৃষি ভূমির মালিকানাঃ

১৩. বাংলাদেশের মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ হেক্টর (ভূমি মন্ত্রণালয় ও বিআরসি ২০০১) এবং মাথাপিছু মোট ভূমি ২৭% এবং চাষাবাদযোগ্য ভূমি ১৭%। বাংলাদেশে গড়ে মোট পরিবার সংখ্যার ৫৩ শতাংশের নিজস্ব কৃষি রয়েছে এবং এসব চাষী পরিবারের ১১ শতাংশ প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছে। প্রকল্প এলাকার মোট পরিবার ৫৬ শতাংশ হচ্ছে চাষী পরিবার। জেলাসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় চাষী পরিবারের সংখ্যা কম, কারণ চট্টগ্রাম হচ্ছে বন্দরনগরী আর কক্সবাজার পর্যটন জেলা এবং দু'টি জেলাতেই মহানগরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যামান। প্রকল্প এলাকার চাষী পরিবারসমূহের অধিকাংশই (৮৮%) স্বল্প পরিমান ভূমির মালিক ০.০৫ একর থেকে ২.৪৯ একর পর্যন্ত। চাষী পরিবারসমূহের মধ্যে ১ শতাংশের কিছু বেশি (১-১৬%) বিস্তৃত জমির যাদের ভূমির পরিমান ৭-৫০ একর অথবা কিছু বেশি এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ ১১% পরিবারের রয়েছে মাঝারী আকৃতির জমি, ২-৫০ থেকে ৭-৫০ একর। সারণী ৫-৬-এ প্রকল্প এলাকার ভূমি মালিকানা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫-৬ঃ প্রকল্প এলাকার কৃষি ভূমির মালিকানা

জেলা	মোট পরিবার	কৃষি পরিবারসমূহ		ছোট (০.০৫-২.৪৯ একর)	মাঝারী (২.৫০-৭.৪৯ একর)	বড় (৭.৫০+ একর)
	সংখ্যা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
বরিশাল	৪২৩৫৩৫	৩১১৫৩৭	৭৩.৫৬	২৮০২৮৩	২৯৫২৪	১৭৩০
ভোলা	৩৩৯৫৯৫	২১৯৮৯৭	৬৪.৭৫	১৮৬৯৩৫	২৯৬৯২	৩২৭০
পটুয়াখালী	৩১২০৯২	২১০৫৩৫	৬৭.৬৭	১৬৪৫৯৯	৩৮৭৫৮	৭০৭৮
পিরোজপুর	২৩১৬৭৩	১৭০৭৮৬	৭৩.৭২	১৪৮০৬২	২১১৬৮	১৫৫৬
চট্টগ্রাম	৮৭০৪৩৫	৩৪৭৩৪১	৩৯.৯০	৩১৫১৩৯	৩০০৬৭	২১৩৫
ফেনী	২১৮৩১৬	১২৫৯৮৮	৫৭.৭১	১১৫৮১৪	৯৭৩৫	৪৩.৯
লক্ষ্মীপুর	৫২১৪৯	৩২৭৮৭	৬২.৮৭	২৮৬২৫	৩৭৫৪	৪০৮
নোয়াখালী	৮৭২০৯	৪৭৬৫৯	৫৪.৬৫	৪১২৭০	৫৭০৭	৬৮২
প্রকল্প এলাকা	২৮৬১৮১৮	১৬১৪২৯৪	৫৬.৪১	১৪১৩৭৮	১৮২২২২	১৮৬৯৪
% হার জাতীয় জনসংখ্যার	৯.৯৭	১০.৬৩		১১.০৩	৮.৫৩	৭.৯৮
প্রকল্প এলাকা পর্যায়ে কৃষিপরিবা				৮৭.৫৫	১১.২৯	১.১৬
বাংলাদেশ	২৮৬৯৫৭৬৩	১৫১৮৩১৮৫৩	৫২.৯১	১২৮১২৩৭২	২১৩৬৪১৫	২৩৪৩৯৬
জাতীয় পর্যায় কৃষি পরিবার সমূহের শতকরা হার				৮৪.৩৯	১৪.০৭	১.৫৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি জরীপ- ২০০৮

জমির ভোগস্বত্ব এবং চাষী পরিবারসমূহঃ

১৪. প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী মোট ২.৮৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৪৩% অচাষী পরিবার রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট বসবাসকারীর ৩৫% হচ্ছে মালিকানা পরিবার, ২০% মালিকানা কাম ভোগস্বত্বাধিকারী পরিবার ও প্রায় ২% ভোগস্বত্বাধিকারী পরিবার এবং ১৭% রয়েছে চাষী পরিবারসমূহ। সারণী ৫-৭-এ প্রকল্প এলাকায় ভোগস্বত্ব ও চাষীপরিবারসমূহের বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫-৭ জমির ভোগস্বত্ব ও চাষী পরিবার সমূহ

জেলা	মোট পরিবার	ভোগস্বত্ব ও আসল মালিকানা পরিবারসমূহের আনুপাতিক হার			
বরিশাল	৪২৩,৫৩৫	৪৭.৯৫	২৪.৩৬	১.২৫	২৩.০৬
ভোলা	৩৩৯,৫৯৫	৩৬.২৬	২৬.৫১	১.৯৮	২২.৬৬
পটুয়াখালী	৩১২,০৯২	৪৮.৩২	১৮.২৬	০.৮৮	০.৫৯
পিরোজপুর	২৩১,২৭৩	৫৩.৬৫	১৯.৩৪	০.৭২	২১.৪১
চট্টগ্রাম	৮৭০,৪৩৫	২২.৬৫	১৫.৭৩	১.৫৩	১১.৩৯
কক্সবাজার	৩২৬,৮১৪	২৩.৩৯	১৮.৭৩	৩.১০	১৭.৫০
ফেনী	২১৮,৩১৬	৩৬.৫১	২০.৮০	০.৩৯	১৪.৪৩
লক্ষ্মীপুর	৫২,১৪৯	৩৮.৪৩	১৭.৬৫	৬.৭৯	২৫.৪৮
নোয়াখালী	৮৭,২০৯	৩৫.০৩	১৮.৩৪	১.২৪	২৪.৭৬
প্রকল্পএলাকা	২,৮৬১,৮১৮	৩৫.১২	১৯.৭০	১.৫৮	১৭.৩২

সুত্রঃ বিবিএস, বাংলাদেশ কৃষি জরীপ ২০০৮

আবাসন পরিস্থিতিঃ

১৫. জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের আবাসন নমুনা কাঠামোকে পাকা, সেমিপাকা ও ঝুপড়ি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। ইট ও চুনা বালির আস্তরে পাকা ঘর বাড়ী নির্মিত হয়ে থাকে এবং তা শুধুমাত্র জনগোষ্ঠির ধনী মানুষের রয়েছে। ঝুপড়ি ঘরবাড়ি খড়, বাঁশ ও অন্যান্য কম খরচের নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরী হয়, জনগোষ্ঠির হত দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা ঝুপড়ি স্থাপনা নির্মাণ করে থাকে। প্রকল্প এলাকায় মূল জনগোষ্ঠির অধিকাংশই ঢেউটিন, কাঠ ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত কাঁচা বাড়ির ঘর ব্যবহার করে এবং মধ্যম শ্রেণির লোকেরা ঢেউটিন ও ইট প্রাচির দ্বারা নির্মিত আধাপাকা ঘর বাড়ি ব্যবহার করে। বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীর প্রায় ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি ব্যবহার করে সেখানে চট্টগ্রামে মাত্র ৪৮%। প্রকল্প এলাকার গড়পরতা ৮.৭ % লোক পাকা নির্মাণ করে থাকে এবং অন্যান্য ১০.৮% আধাপাকা ঘর বাড়ী নির্মাণ করে থাকে। পাকা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ চট্টগ্রামে বেশি (২৫% পাকা ও ২০.৬% আধাপাকা) এবং ফেনিতে (১৬.৬% পাকা ও ১৭.৬% আধাপাকা। ঝুপড়ি ঘরবাড়ি নির্মাণ কক্সবাজারে সবচেয়ে বেছি ১৩.৩% এবং ফেনীতে সবচেয়ে কম ১.৪%। সারণী ৫-৮-এ প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠির আবাসন পরিস্থিতির বিস্তারিত বর্ণনা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫-৮ ঃ প্রকল্পের আবাসন নমুনা

জেলা	পাকা	আধাপাকা	কাঁচা	ঝুপড়ি
বরিশাল	৭.৩	১০.৯	৮০	১.৮
ভোলা	১.৬	৭.৬	৮৬.৩	৪.৫
পটুয়াখালী	২.৬	৫.৭	৮৬.৬	৫.১

জেলা	পাকা	আধাপাকা	কাঁচা	ঝুপড়ি
পিরোজপুর	৪	৮	৮৬.২	১.৮
চট্টগ্রাম	২৫	২০.৬	৪৮.৩	৬.১
কক্সবাজার	৬.২	১১.৬	৬৮.৯	১৩.৩
ফেনী	১৬.৬	১৭.৬	৬৪.৪	১.৪
লক্ষ্মীপুর	৭.৬	৭.৪	৮২.৬	২.৪
নোয়াখালী	৭.৬	৭.৬	৮০.৬	৪.২
প্রকল্প এলাকা	৮.৭	১০.৮	৭৬.০	৪.৫

সূত্র: বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন জরীপ ২০১১

কর্মজীবি জনসংখ্যা

১৬. প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখ এবং মোট জন সংখ্যার মাত্র ৮% বিভিন্ন খাতের কাজে নিয়োজিত যার মধ্যে কৃষিতে (৫৯%), শিল্প কারখানায় (১০%) ও চাকুরিতে (৩১%)। মোট জেলা জনসংখ্যা হিসেবে কর্মজীবি জনসংখ্যা কক্সবাজারে সর্বোচ্চ ও পিরোজপুরে সর্বনিম্ন। কর্মজীবি জনসংখ্যা কক্সবাজারে (প্রায় ১৩%), বরিশালে (৯.৩৪%), ভোলায় (৮.৬৫%) ও লক্ষ্মীপুরে (৮.৩৫)। কর্মজীবি জনসংখ্যার মাত্র ৭.৫৬% চট্টগ্রামে ৭.৪৭% পটুয়াখালীতে ৭.৩৯ নোয়াখালীতে ও ফেনীতে ৫.৬৭%। কর্মজীবিদের মধ্যে নারী পুরুষের বিভাজন সারণী ৫-৯-এ যেভাবে দেখানো হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে নারী কর্মজীবির মধ্যে ৫০% চাকুরীতে ২৬% কৃষিতে ও ২৫% শিল্প কারখানায় নিয়োজিত।

সারণী ৫.৯ ঃ প্রকল্প এলাকায় কর্মজীবি নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনগনের পেশা

জেলা	কর্মজীবি জনসংখ্যা %	কৃষি (%)			শিল্প (%)			চাকুরী (%)		
		মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
বরিশাল	৯.৩৪	৮১.৩৭	৮২.২৯	৬০.৬২	৪.৩৭	৪.২৪	৭.৪৩	১৪.২৬	১৩.৪৮	৩১.৯৫
ভোলা	৮.৬৫	৭২.৩১	৭৪.৮০	৩৬.১৫	৬.৪০	৬.১৬	৯.৮/২	২১.২৯	১৯.০৫	৫৩.২৩
পটুয়াখালী	৭.৪৭	৭৫.৩০	৭৭.৪৩	৪৫.২৫	৫.৬৭	৫.৪৮	৮.০৩	১৯.০৩	১৬.৭৯	৪৬.৭১
পিরোজপুর	৪.০৬	৬৭.৭১	৭০.১৯	৩৪.০২	৬.৮৩	৬.৫৭	১০.৪৮	২৫.৪৫	২৩.২৪	৫৫.৫০
চট্টগ্রাম	৭.৫৬	৩৪.৪৬	৩৯.২৬	১০.৬৫	১৮.৪০	১৪.৫৯	৩৭.৩৪	৪৭.১৪	৪৬.১৬	৫২.০১
কক্সবাজর	১২.৮২	৬৪.৫৬	৬৬.৪০	৪০.৪৭	৫.৪০	৫.৩৪	৬.১৪	৩০.০৪	২৮.২৬	৫৩.৩৯
ফেনী	৫.৬৭	৪৭.৬৮	৪৯.৪৩	১৮.৫০	৯.৩৭	৯.০০	১৫.৫২	৪২.৯৬	৪১.৫৭	৬৫.৯৭
লক্ষ্মীপুর	৮.৩৫	৭৩.০০	৭৪.৫১	৪৬.৮১	৬.১৯	৫.৯৯	৯.৬৪	২০.৮১	১৯.৫০	৪৩.৫৪
নোয়াখালী	৭.৩৯	৬৬.৫০	৬৭.৬৭	৪৯.২৮	৫.৫২	৫.৩০	৮.৬৫	২৭.৯৯	২৭.০২	৪২.০৬
মোট প্রকল্প এলাকা	৮.০৯	৫৮.৭২	৫২.২০	২৫.৪৭	৯.৭০	৮.১৭	২৪.৩৭	৩১.৫৮	২৯.৫৩	৫০.১৬

সূত্র ঃ বিবিএস, জনসংখ্যা ও আবাসন জরীপ ২০১১

পশুসম্পদ ও হাঁস মুরগী

১৭. উপকূলীয় এলাকাসমূহে ঘূর্নিঝড়ের মতো দূর্যোগের প্রথম শিকার গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী। ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে গরু- ছাগল ছাড়াও হাঁস মুরগীকে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে স্থান দেয়া কদাচিৎ সম্ভব হয়। প্রকল্প এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক পরিবারের গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী থাকে। ২০০৮ সালে পরিচালিত কৃষিশুমারী অনুযায়ী জানা যায়, ২০০৮ সালে প্রায় ৬০% পরিবারের মুরগী ছিলো এবং ৩৯% পরিবারের ছিলো হাঁস। মাত্র ১৩% পরিবারে ছাগল ছিলো এবং ৩২% পরিবারে গরু ছিলো। প্রকল্প এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারের হাঁস মুরগী ছিলো কিন্তু প্রকল্প এলাকায় ছাগল ছিলো কম পছন্দনীয়। লক্ষ্মীপুর ছাড়া অন্যত্র ৮ থেকে ২০ শতাংশ পরিবারের ছাগল ছিলো। প্রায় ৩০% পরিবারের গবাদিপশু ছিলো নোয়াখালী (সর্বনিম্ন ২০%) ও পটুয়াখালী (সর্বোচ্চ ৪৩%) ছাড়া।

জেলা	পরিবারের সংখ্যা			

	গবাদিপশু	ছাগল	মুরগী	হাঁস
বরিশাল	৩৭.৮৪	১৫.১৭	৬৭.৩৫	৪৯.৬০
ভোলা	৩০.৫২	১৯.১৭	৭০.৮১	৫৬.৯৯
পটুয়াখালী	৪২.৮২	১৭.৯১	৬৬.৩৪	৪৫.৫২
পিরোজপুর	২৫৯.৮০	১১.৪৭	৫৭.৭৭	৩৮.৩৪
চট্টগ্রাম	২৮.৩৬	৮.৭২	৪৬.০৭	২৫.০৪
কক্সবাজার	২৬.৯৩	১৩.০৫	৬১.৩৫	১২.০৬
ফেনী	৩১.১৭	৫.৬৩	৬৯.৭৯	৬০.৭০
লক্ষ্মীপুর	২৮.৬০	২০.৫৮	৭২.৪৩	৬৭.৬০
নোয়াখালী	২০.৪৯	৮.৭৫	৬৬.৭২	৫৫.৬০
প্রকল্প এলাকা	৩১.৫৪	১২.৫১	৫৯.৯৮	৩৮.৭২

সারনী ৫-১০ ঃ প্রকল্প এলাকায় গবাদীপশু হাঁসমুরগী পালনকারী পরিবার।

সূত্র ঃ বিবিএস, বাংলাদেশ কৃষি শুমারী ২০০৮

দারিদ্র , জেন্ডার ও দূর্দশা

দারিদ্র

১৮. দারিদ্র হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে কোন ব্যাক্তি জীবন যাপনের নূন্যতম মান রক্ষা করতে পারে না। দারিদ্র হচ্ছে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তত্বিক বঞ্চনা যার ফলে তারা জীবন যাপনের নূন্যতম মাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন অথবা অধিকার লাভ করে না। পরিবার বর্গের উপার্জন মাত্রা থেকে দারিদ্র চিহ্নিত করা হয়। চরম দরিদ্রাবস্থা হচ্ছে দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে উপার্জনের নুন্যতমমাত্রা। সেই জন্য দারিদ্র সীমা বলতে বুঝানো হয় পারিবারিক উপার্জনের সেই মাত্রা যা দিয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা যায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবাসমূহ ক্রয়ের মাধ্যমে। পরিবার ভিত্তিক আয় ও ব্যয় সমীক্ষা (এইচআইইএস) ২০১০ মৌলিক চাহিদাসমূহের ব্যয় (সিবিএল) পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেশের দারিদ্র সীমার পরিমাপ করে। এইচআইইএস ২০১০ দুই ধরনের দারিদ্র পরিমাপ করে মাঝারী দারিদ্র ও চরম দারিদ্র। চরম দারিদ্রসীমা হচ্ছে মৌলিক খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ের মুল্য নূন্যতম উপার্জন এবং মাঝারী দারিদ্র সীমা হচ্ছে মৌলিক খাদ্য দ্রব্য এবং খাদ্য দ্রব্য নয় এমন খরচের জন্য উপার্জন।

১৯. বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। এ দেশের সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্রের হার নিম্নমূখী হওয়া সত্বেও এখনো দেশের মানুষ দারিদ্রাবস্তা ও চরম দারিদ্রাবস্তার সঙ্গে লড়ছে। দারিদ্র দূরীকরণের প্রায়স অব্যাহত রয়েছে, বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ, দূর্দশাগ্রস্ত গোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিডি), দূর্দশাগ্রস্ত গোষ্ঠীর খাদ্য কর্মসূচী (ভিজিএফ), কর্মসংস্থান উন্নয়ন কর্মসূচী এবং অন্যান্য খাদ্য ও রসদ সাহায্য প্রদানের মতো একাধিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। দারিদ্র নিরাময় কর্মসূচী এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের মাত্রা এইচআইইএস ২০০৫ এর ৫ বছর পর ২০১০ সালে ৪০% থেকে ৩১.৫% এ নেমে আসে। সারণী ৫-১১ তে দেখানো হয়েছে যে বরিশাল বিভাগে দারিদ্রাবস্থা উচ্চতর। বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে দারিদ্রাবস্থা নগর ও পল্লীঅঞ্চলে বিদ্যমান। তবে নগর দারিদ্র চট্টগ্রাম বিভাগে বেশ কম।

বরিশাল বিভাগেও চরম দারিদ্রের নজির উচ্চতর, চট্টগ্রাম বিভাগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। প্রকল্প এলাকায় চরম দারিদ্রাবস্থা বরিশাল বিভাগে উচ্চতর, নজিরের কারণে জাতীয় গড়ের কাছাকাছি। অন্যান্য এলাকায় এ নজির জাতীয় গড়ের নীচে। প্রকল্প এলাকায় মাঝারী দারিদ্রাবস্থার নজির বরিশাল বিভাগের উচ্চতর দারিদ্রহারের কারণে ৩২.১%।

সারনী ৫-১১ ঃ প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যাবস্থার নজির

পি এ বিভাগ	চরম দারিদ্র্যাবস্থা			মাঝারী দারিদ্র্যাবস্থা		
	জাতীয়	পল-ী	নগর	জাতীয়	পল-ী	নগর
বরিশাল	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
চট্টগ্রাম	১৩.১	১৬.২	৪.০	২৬.২	৩১.০	১১.৮
বাংলাদেশ	১৭.৬	২১.১	৭.৭	৩১.৫	৩৫.২	২১.৩

সূত্রঃ বিবিএস এইচ আই ইএস ২০১০

২০. উপকূলীয় জেলাসমূহের দারিদ্রাবস্থা অনুধাবন করতে হলে তাদের সম্পদের বিন্যাস (সম্পদের ভিত্তিতে জনগণের শ্রেণি বিভাজন) আবশ্যক। উপার্জনের মাত্রার নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, জরিপকৃত এলাকায় চার শ্রেনীর মানুষ রয়েছে- ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও হতদরিদ্র। জনগণের শ্রেণি বিভাজন নির্ধারণ করা হয় তাদের আত্ম- নিরুপন অনুশীলনের মাধ্যমে। প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ নিরূপন করেছে যে, দারিদ্রের হার এখনও বেশি এবং বরিশাল বিভাগের জনগণের দারিদ্র প্রায় ৫৫%।

জেন্ডার ইস্যু

২১. বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও আচরণের সংস্কৃতি নির্ভর প্রত্যাশা। নারী ও পুরুষ হওয়ার মধ্যে সামাজিক রীতি ও জৈবিক পরিসীমার বিশিষ্টতা রচনা করে দেয় জেন্ডার। লিঙ্গের জৈবতত্ত্বের বৈপরীত্বে জেন্ডার ভূমিকা ও আচরণ কখনো কখনো অপেক্ষাকৃত দ্রুতলয়ে ঐতিহাসিকভাবে বদলে যেতে পারে লিঙ্গ ভিত্তিক জৈব তারতম্য থেকে এসব ভূমিকার উৎসমূল হওয়া সত্ত্বেও কারণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত সংজ্ঞায়ন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও আচরণ ন্যায়সঙ্গত মনে করা হয় এবং তদানুযায়ী নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণ ঈপ্সিত ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেন্ডার ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রায়শই বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

জেন্ডার বৈষম্য

২২. বাংলাদেশের নারীরা সমতা ও ক্ষমতায়নের নিরিখে সামাজিক ভাবে গতিশীল হওয়ার কারণে জাতীয় উন্নয়ণ প্রয়াসে ক্রমশ সম্পৃক্ত হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা অর্জনে নির্ভরযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও আয়গত দারিদ্রে উল্লেখযোগ্য জেন্ডার বৈষম্য এখনও রয়েছে। প্রথমত নারী নেতৃত্বাধীন, নারী পরিচালিত ও নারী কর্তৃক সহায়তাপুষ্ট পরিবারসমূহে চরম দারিদ্রবস্থা লক্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, নারী শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পায়। তৃতীয়ত, মারাত্মক অপুষ্টি, মৃত্যহার ও রুগ্নতা জনিত জেন্ডার অসমতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা গড় পড়তায় কম আহার করে। বাংলাদেশে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নারী পরিচালিত পরিবার রয়েছে এবং এসব পব্বিারের শতকরা ৯৫ ভাগই দারিদ্র্য সীমার নীচে।

২৩. নারীরা অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করে চলছে দারিদ্র্য ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে সংগ্রাম করছে অপুষ্টি, প্রসবকালীন উচ্চ মাতৃমৃত্যুর হার, সম্পদের অধিকারহীনতা, পরিবেশ অবনয়ণ, স্বাস্থ্য অধিকারের অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, বৈষম্যমূলক মজুরী, শ্রমের ক্ষেত্রে কঠোর জেন্ডার বিভাজন এবং রাজনৈতিক অধিকার চর্চার সুযোগের অভাবের বিরূদ্ধে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, অর্থনৈতিক সংকট, নিরক্ষতা, পরিবেশ অবনয়ণ এবং দূর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে দরিদ্র নারীদের দূর্ভোগ পুরুষদের তুলনায় (এবং স্বচ্ছল নারীদের তুলনায়) বেশি এবং তারা সহিংসতা ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়। তারা শোষণ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষালাভে বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

২৪. নারীদের ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার তুলনামূলক ভাবে কম থাকে, পুরুষের তুলনায় তাদের শিক্ষার হার কম। অনানুষ্ঠানিক খাতে তারা কাজ করে থাকে এবং সীমিত গতিশীলতা ভোগ করে। অব্যাহত ভূমি বিভাজন (জোতখন্ডি) করণের কারণে পারিবারিক নেটওয়ার্ক থেকে তারা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয় এবং পরিবার বর্হিভূত সামাজিক সহায়তা লাভের আদর্শনিষ্ট অধিকার তারা হারিয়ে ফেলে। সেজন্য নারীরা চরম দারিদ্র ও দুর বস্থার শিকার হয়। গৃহস্থের বাইরে মেয়েদের কাজের সুযোগ কমে গেছে। মাঠ

পর্যায়ে তাদের কাজের সুয়োগও হ্রাস পাচ্ছে কারণ এখন প্রযুক্তিগত ভাবে ধান ভানা ও অন্যান্য কাজ (ব্রীজ ১৯৯৪) সম্পাদিত হচ্ছে। সরকারীভাবে নারীদেও জন্য ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও নারীরা উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ণ খাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২৫. **প্রকল্প এলাকায় জেন্ডার পরিস্থিতি**। প্রকল্প এলাকাসমূহে জেন্ডার পরিস্থিতি ক্ষমতায়ণ এবং সেবা ও সম্পদের অধিকারের ভিত্তিতে সনাতনী অবস্থাতেই রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখার ৪৯ শতাংশ নারী। পুরুষদের তুলনায় সাক্ষরতা অর্জনে নারীরা ৪.৭ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে। তারা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯.৫% কর্মজীবি হিসেবে নিয়োজিত। ঐতিহ্যগত পুরুষ প্রধান সমাজে জীবিকার্জনে পুরুষদের সুযোগ বেশী। তবে বর্তমানে মেয়েরা পারিবারিক আয়বর্ধনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্রমশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার গ্যাপ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে, তবে উচ্চমাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ে এখনও নারী পুরুষেসের ব্যবধান রয়েছে। প্রভাব আরোপিত গ্রামসমূহের মেয়েরা স্থানীয় ও পারিবারিক পর্যায়ের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। বিগত বছরগুলিতে কিছু সংখ্যাক নারী স্থানীয় নেতৃত্বের অধিকার লাভ করেন এবং ইউনিয়ণ পরিষদ ও পৌরসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের পারিবারিক সম্পদের উপর কোনো অধিকার থাকে না যতক্ষণ না তারা পরিবারের কর্তৃত্ব লাভ অথবা ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্ত হচ্ছে।

২৬. উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় সূচকের ভিত্তিতে ইসিআরআরপি-এর আওতায় ৯টি প্রকল্প জেলার জেন্ডার পরিস্থিতি, বিশেষ করে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এতে দেখা গেছে যে, ইসিআরআরপি-এর আওতায় ৯টি উপকূলীয় জেলায় উপ-প্রকল্পসমূহের ক্যাচমেন্ট এলাকায় গ্রামগুলির ৩০% নারীর নারী অধিকার এবং ১২% নারীর ভূমি অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

এলজিইডির অতীত অনুরূপ অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা

সামাজিক ও পুনর্বাসন নীতি কাঠামো, ইসিআরআরপি

২৭. ইসিআরআরপি এর জন্য সামাজিক ও পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (এসআরপিএফ) এর মধ্যে প্রকল্পে ৬টি উপাংশের মধ্যে ৩টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে (১) উপাংশ 'ক' কৃষিখাতের পুনরচ্ধার ও উন্নয়ণ কর্মসূচি, (২) উপাংশ 'খ' বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ ও উন্নয়ন, (৩) উপাংশ 'গ' উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন। উপাংশ 'খ' এর প্রকৃতির এমপি হচ্ছে : আশ্রায়কেন্দ্র বরাবর সংযুক্ত সড়কের উন্নয়নসহ বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্র সমূহ নির্মাণ ও উন্নয়ন।

২৮. ইসিআরআরপি-এর উপাংশ 'খ' এর অধীনে উপ-প্রকল্পসমূহ হচ্ছে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ ও উন্নয়ন, আশ্রয় কেন্দ্র বরাবর সংযোগ সড়ক উন্নয়ন এবং কেল্লা নির্মাণ। এসআরপিএফ-এর বর্ণনানুযায়ী, বিদ্যমান আশ্রয় কেন্দ্র সমূহের পুনর্বাসন ও উন্নয়নের কারণে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য বিরূপ সামাজিক প্রভাব পড়বে না। তবে বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রগুলির আনুভূমিক সম্প্রসারণ এবং নতুন আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে, যে কারণে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সাময়িক ও স্থায়ী বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উপাংশ 'খ' এর আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক/পুনর্বাসন স্থাপন প্রভাবসমূহ নিরূপণ করতে হবে ইসিআরআরপি-এর এসআরপিএফ অনুযায়ী। এতে রয়েছে নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত নিরসন পদক্ষেপ উন্নয়নের জন্য নীতিমালা ও নির্দেশনা। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের পরিচালন নীতিমালা ওপি ৪.১২ এর আনুকূল্যে এসআরপিএফ প্রণীত হয়েছে। ইসিআরআরপি- এর আওতায় কার্যকলাপসমূহের অবস্থান ও প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যাংকের আদিবাসী জনগোষ্ঠি সংক্রান্ত ওপি ৪.১০ প্রকল্পের জন্য কার্যকর হবেনা। এসআরপিএফ এ বর্ণিত পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামোতে বাংলাদেশ অধিগ্রহণ ও অধিযাচন বিষয়ক অস্থাবর সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ (১৯৮২ এর অর্ডিন্যান্স-২) সহ দেশের আইনগত কাঠামো প্রতিফলিত হয়েছে।

২৯. এসআরপিএফ-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবার কেন্দ্রিক ও কম্যুনিটি পর্যায়ে ভূমি অধিগ্রহণজনিত অভাব অনটন ও দারিদ্র এড়ানো অথবা হ্রাস করা এবং ভূমি অধিগ্রহণের যে কোনো প্রকার বিরূপ প্রভাব নিরসন করা।

ইসিআরআরপি এর সামাজিক ব্যবস্থাপনা (উপাংশ 'শ')

৩০. চলমান ইসিআরআরপি-এর আওতায় এ যাবৎ বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয় নি এবং অবশিষ্ট উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো ভূমি অধিগ্রহণের সম্ভাবনা ও নেই। নতুন নতুন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ স্বাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব প্রাঙ্গনেই নির্মিত হচ্ছে। তবে সীমিত ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ সমূহের সম্প্রসারণ এবং নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ঐচ্ছিক সম্প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভূমি সংগ্রহ করা হচ্ছে। আশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে বিদ্যমান গ্রাম অথবা ইউনিয়ন সড়কের ভূমি ব্যবহার করে। এসব সড়কের জন্য ব্যবহৃত ভূমি স্থানীয় সরকারের মালিকানাধীন বলে জানা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ কম্যুনিটি অধিবাসীদের সংগঠিত করে এবং আশ্রয় কেন্দ্রমুখী গ্রাম/ইউনিয়ন সড়ক বরাবর ভূমি মালিকদেরকে সড়কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সড়ক বরাবর এক খন্ড জমি ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানায়। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে এবং উপ-প্রকল্পের সাবলীল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক আনুকূল্যের সনদ প্রদান করে থাকেন স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

৩১. সংযোগ সড়কসমূহের অন্তর্গত ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি মালিকরা কোনো ধরনের বিবাদ সৃষ্টি করেন নি বলে জানা যায়। সেইজন্য আশ্রয় কেন্দ্রমুখী সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত আপত্তিহীন ছাড়পত্র বিষয়ক দাপ্তরিক চিঠিকেই বৈধপত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার উপর ভিত্তি করে আশ্রয় কেন্দ্রের সড়কসমূহ নির্মাণ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

পল্লী পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা

৩২. এলজিইডির সঙ্গানুযায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের এসব সংযোগ সড়কই হচ্ছে ইউনিয়ন সড়ক অথবা গ্রাম সড়ক। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিশ্বব্যাংক অর্থপুষ্ট পল্লী পরিবহন উন্নয়ন প্রকল্পে (আরটিআইপি) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি কেবলই উপজেলা সড়ক নিয়ে আবর্তিত এবং গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সড়কগুলোর উন্নয়নে বিদ্যমান জমি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহার পরিহার করা হয়। বিশেষ সংকটজনিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় অধিবাসীরা ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব ছোট ছোট খন্ড জমি সম্প্রদান করে থাকে উচ্চতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুফলের প্রত্যাশায়। এ জাতীয় সড়কের জন্য ভূমির বেশির ভাগই খাস জমি (সরকারি জমি)। এসব সড়কের অভিভাবক ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনগণের চাহিদা মোতাবেক সাধারণত এগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে এলজিইডি।

৩৩. এসব গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকমত হয় না বলে মানুষ সড়কের উভয় পাশে অবৈধভাবে দখল করে সড়কের প্রস্থ হ্রাস করে ফেলে। ইউপি ও এলজিইডির উদ্যোগে এসব সড়কের উন্নয়নে স্থানীয় স্টেকহোল্ডার ও বৈধ মালিকদের সম্পৃক্ত করা হয়। মালিকরা সাধারণত উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক সংলগ্ন তাদের জমি থেকে সামান্য পরিমান অংশ ছেড়ে দিতে রাজি হন যোগাযোগ উন্নয়ন ও তাদের অবশিষ্ট জমির গুরুত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ও তাদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থে।

৩৪. চলমান ইসিআরআরপি এর অধীনে নতুন আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের সাইট নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে অংশগ্রহণমূলক দ্রুত সমীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্ক্রীনিং সম্পন্ন করা হয়েছে নতুন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সাইটে সামাজিক প্রভাব নিরূপনকালে (এসআইএ)। পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রাক্কালে বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত জরিপ ও পরামর্শ সভা চলাকালে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্ক্রীনিং সম্পন্ন করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন স্ক্রীনিং এর পর দেখা যায় যে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের আবশ্যকতা নেই। বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও উন্নয়নেরও আবশ্যকতা নেই। নতুন আশ্রয়কেন্দ্রগুলি নির্মিত হচ্ছে স্বগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জমিতে। তবে অত্যন্ত নগণ্য ক্ষেত্রে যৎসামান্য জমি সংগ্রহ করা হয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তিগত মালিকদের ঐচ্ছিক সম্প্রদানের মাধ্যমে। তাদের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ব্যতিরেকে নতুন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মনের জন্য সাইট নির্বাচন সম্ভব হতো না। জরিপকারীরা নতুন ও বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সাইটে এসআইএ জরিপ পরিচালনা করে এবং

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবসমূহের জন্য স্ক্রীনিং ফরম্যাট পূরণ করেন। জরিপকালে জরিপকারীরা নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ভূমি প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিশেষ করে নিবন্ধিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে) জমির মালিকানার বৈধতা প্রশ্নে সাক্ষ্যপ্রমান সংগ্রহের জন্য বিশদ প্রয়াস চালান। তারা দেখেন যে নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের জন্য দান করা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমিগুলির দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন।

৩৫. বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আবশ্যক হয় নি। স্কুল-কাম-আশ্রয়কেন্দ্র বরাবর বিদ্যামান গ্রাম ও ইউনিয়ন সড়কগুলির উন্নয়ণ করা হচ্ছে আশ্রয়কেন্দ্র বরাবর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার লক্ষ্যে।

৩৬. উন্নয়নকৃত আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়কসমূহের সুফল ভোক্তা হচ্ছে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণ। দুর্যোগকালে তারাই আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবেন সহজে। স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুরা, দ্রুততর যানবাহন ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের সুযোগ লাভ করবেন। উপরন্তু, আশ্রয় কেন্দ্রমূখী সংযোগ সড়কগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে কৃষিজাত পণ্য, মাছ, গবাদি পশু পালন, ইত্যাদির জন্য বাজার সুবিধাই উন্নয়ণ তৎপরতায় অবদান রাখবে।

সামাজিক প্রভাব ও নিরসন নিরূপণ

প্রকল্প সুফল

৩৭. প্রাকৃতিক দূর্যোগকালে মানুষ ও পশুসম্পদের প্রাণহানি হ্রাস করা এবং বহুমূখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের আওতায় আশ্রয়প্রার্থী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির লক্ষ্য। বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের প্রকল্প সুবিধার মধ্যে রয়েছে (১) ঘূর্নিঝড়সহ যে কোন দূর্যোগকালে প্রকল্প সুফল ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা, (২) বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে উপযুক্ত শিক্ষা পরিবেশ এবং শ্রেণিকক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান রাখা, (৩) বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে সামগ্রিকভাবে উন্নত সুযোগ সুবিধা এবং শিশুতোষ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, এবং (৪) যে কোন দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন তাদের গবাদি পশুগুলিকে যেন নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র সরিয়ে নিতে পারে। অধিকতর সুযোগ সুবিধাসহ নবনির্মিত স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। নব নির্মিত সড়কগুলি উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ও জরুরী নেটওয়ার্ক গঠনের সহায়ক হবে। এর ফলে জীবিকা বৃদ্ধিসহ আয়বর্ধন কার্যকলাপের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩৮. উপকুলীয় অঞ্চলে প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমান বিস্তৃত প্রভাব (ব্যাপক অর্থেনৈতিক) পড়বে। ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ নির্মান করা হয়েছে বহুমুখী ব্যবহারের জন্য। স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি ২০০৯ সিইজিআইএস মাঠ তদন্ত থেকে দেখা গেছে যে, ২৫৮৩ টি আশ্রয়কেন্দ্রের ৮২% ব্যবহৃত হয়েছে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে, ৮% হয়েছে দপ্তর হিসেবে ১% কমিউনিটি সেন্টার, ১% স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে, এবং ৬% অব্যবহৃত থেকে গেছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আশ্রয়কেন্দ্রগুলি পল্লী অঞ্চলসমূহে অবকাঠামো উন্নয়নের স্বাক্ষ্য বহন করছে। নতুন নতুন স্কুলগুলি উন্নত মানের সুযোগ সুবিধাসহ শিক্ষায়তনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি উৎসাহিত করছে। নতুন সড়কগুলি পরিবহন ব্যবস্থা ও জরুরী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গঠনের সহায়ক হবে। পরিনামে আয়বর্ধক কার্যকলাপে সম্পৃক্ততার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং জীবিকার উন্নয়ন হবে।

৩৯. নগণ্য ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সামাজিক সংকট ও ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। সেগুলি হচ্ছে (১) ভূমি অধিগ্রহণের কারণে কৃষি জমির বিলুপ্তি, (২) ভূমি অধিগ্রহণ (পুরুষ সহ) উপার্জন ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে, (৩) জীবিকা হানি, (৪) অধিগ্রহণের জন্য জমির দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহের বিড়ম্বনা, (৫) ঐচ্ছিক সম্প্রদান অথবা সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে জমি খোয়ানো, (৬) স্কুল কার্যক্রমের বিরতি, (৭) জন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি, (৮) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব, ইত্যাদি

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

৪০. বিদ্যমান স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জমি ও প্রাঙ্গনকে আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টি বাংলাদেশে বহুমূখী সেবা প্রদান এর একটি উদ্যেগ। সাধারণত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরুরী অবস্থায় জনগণের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও

আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উচ্চতর প্রাঙ্গনে অবস্থিত হয়ে থাকে। সেই জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও ত্রাণ কেন্দ্রসমূহ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত স্কুলগুলির ভবন সম্প্রসারিত হলে তা শিশুকিশোরদের শিক্ষালাভ এবং দুর্যোগকালীন আশ্রয়দানে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করবে।

৪১. এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রাঙ্গনের জমি বেশিরভাগই সরকারী জমি এবং জমি অপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব বিকল্প সরকারী জমি ব্যবহার করা হবে। কেবল সংকটজনক পরিস্থিতিতে সাইটের জন্য ব্যক্তি মালিকানধীন জমি সংগ্রহ করা যেতে পারে ঐচ্ছিক সম্প্রদন, সরাসরি ক্রয় (আগ্রহী ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিত্তিতে), এবং উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে অথবা অবদানের মাধ্যমে। এ ধরনের উদ্যেগি এমডিএসপি-এর অধীনে উপ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নৈচ্ছিক পুনর্বাসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তা খুবই ক্ষীণ। তবে দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলি যেহেতু দূর্যোগ প্রবন উপকূলীয় এলাকাসমূহের মৌলিক অবকাঠামো, সেইজন্য নির্বাচিত উদ্যেগী শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ভূমিপ্রাপ্তির অভাব অথবা ঐচ্ছিক সম্প্রদানের বিষয়টি প্রতিবন্ধকতা হতে পাওে না আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের প্রশ্নে। তৎসত্ত্বেও শেষ অবলম্বন হিসেবে সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ব্যাংকর ওপি ৪.১২ এর অনুকূল্যে।

উপজাতি জনগোষ্ঠির উপর প্রভাব

৪২. ইতোপূর্বে সারনী ৫-৫-এ দেখানো হয়েছে যে প্রকল্প জেলাসমূহে চাকমা গারো, ত্রিপুরা, ডালু, মারমা, তানচৈঙ্গা ও বর্মন হচ্ছে প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠি। অন্যান্য প্রকল্প জেলাসমূহের তুলনায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে আদিবাসী জনগোষ্ঠির ঘনত্ব বেশি। এসব মানুষের স্বতন্ত্র নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে, তবে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সঙ্গে বসবাস করছে। প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্পের প্রভাব আদিবাসী জনগোষ্ঠির উপর কতোখানি পড়বে তা জানা যাবে যখন আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সাইট এবং সড়কের অবস্থান সনাক্ত ও নির্বাচিত করা হবে। এলজিইডি একটি উপজাতীয় উন্নয়ন কাঠামো তৈরী করেছে যা স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠির প্রশ্নে পদ্ধতিসমূহ ও নীতিমালা তুলে ধরে।

নির্মাণকালীন অন্যান্য প্রভাবসমূহ

৪৩. নতুন বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের সাইট পরিছন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির প্রয়োজন হতে পারে কিছু সংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/ নিবন্ধিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/উচ্চ বিদ্যালয়/কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিদ্যমান ভবনগুলি ভেঙ্গে ফেলার যেগুলি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছে। কিছুসংখ্যক বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হতে পারে। সাইটের এলাকা যদি জন অধ্যুষিত হয় আবাসিক স্থাপনা ও ভগ্নস্তুপ এলাকার অধিবাসীদের জন্য সাময়িক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

৪৪. আবর্জনা সমস্যা ছাড়াও নির্মাণকালে সাইটে বর্ধিত সংখ্যক বহিরাগতদের উপস্থিতির কারণে জনস্বাস্থ্যের হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এবং এইচ আইভি/ এইডস সহ যৌনবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। নির্মাণকালে জনগণের অংশগ্রহণ এবং অভিযোগ ব্যবস্থপনাসহ রক্ষাকবচহীন সামাজিক প্রভাবসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা আবশ্যক হবে।

পরামর্শ ও অংশগ্রহণ

৪৫. প্রকল্প ডিজাইন এ অংশগ্রহণ করা এবং প্রকল্প প্রক্রিয়ায় সুফলভোক্তা ও সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরামর্শ ও অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। নির্বাচিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সকল গুরুত্বপূর্ন সুফল ভোক্তার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরামর্শ আয়োজন করা এবং পরামর্শের ফলাফলসমূহ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের স্কীম ডিজাইনের মধ্যে অর্ন্তভূক্তির আবশ্যকতা ইএসএমএফ/ টিডিএফ এর রয়েছে। এ আবশ্যকতার অনুকূল্যে সাইট জরিপকালে ৫ জন নারীসহ মোট ৩৬ জনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। দু'টি প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রের সাইট জরিপকালে প্রতিটি পরামর্শ সভায় ১৪ থেকে ২২ জন অংশগ্রহণ করেছিলো। পরামর্শ সভায় সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণকে উৎসাহিত করা হয় প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের পূর্ব অনুমিত যাবতীয় উদ্বেগের প্রসঙ্গ তুলে ধরার জন্য। প্রকল্প ডিজাইনে

বিবেচনার জন্য তাদের প্রস্তাবসমূহ উত্থাপনেও তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী তালিকা ও ছবি পরিশিষ্ট- ২ এ দেখানো হয়েছে।

সুফলভোক্তাদের ফিডব্যাক

৪৬. এফজিডি নিশ্চিত করে যে উন্নয়কৃত নতুন আশ্রয়কেন্দ্রগুলির উপস্থিতি স্থানীয় জনগণের মাঝে নিরাপত্তাবোধ বর্ধিত হয়েছে, বিশেষ করে এই কারণে যে বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ স্থানীয় সরকার, দূর্যোগ ব্যবস্থপনার সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব আশ্রয়কেন্দ্র সাম্প্রতিক কালের ঘূর্ণিঝড় মহাসেন-এর সময় ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৭. পুরাতন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং নতুন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণের কারণে যেহেতু শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা যাবতীয় স্কুল সুবিধাদি ভোগ করছে, তাই জানা গেছে যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৮. এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি জানিয়েছেন যে তাদের গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের নির্মাণ সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল। অংশগ্রহণকারীদের ৫০% বলেছেন যে, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হবে বলে তারা জেনেছেন এবং ৮০% বলেছেন যে বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রগুলির পুনঃসংস্কার হবে। তবে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশেই বলেছেন যে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রধান উৎস হিসেবে স্থানীয় কর্মকর্তাগণ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা, স্থানীয় সরকারের সদস্যরা এবং এনজিও কাজ করছে বলে জানা গেছে।

৪৯. পুরাতন আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন প্রসঙ্গে অংশগ্রহণকারী দুই তৃতীয়াংশ নিম্ন বর্ণিত উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেনঃ জরুরী পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ (৬৬%)।

৫০. নবনির্মিত অথবা পুনর্বাসিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ (৭৫%) বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা সন্তুষ্ট। তাদের এ সন্তোষ নিম্নবর্ণিত কারণে ঃ সুগম্যতা (৭৫%), পর্যাপ্ত সুবিধাদি (৮০%), পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা (৬৪%) এবং নিরাপত্তা (৯১%)।

৫১. বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্বেও মোট অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকের বেশি জানিয়েছেন যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার সময় তারা নিজ বাড়িতেই অবস্থান করে থাকেন আশ্রয়কেন্দ্রে ভিড় জমা এবং অন্যান্য সামাজিক কারণে।

বিষয়াদি ও উদ্বেগসমূহ

৫২. এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীরা এবং সুফলভোক্তারা নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপনা করেন বিবেচনার জন্য:

১. প্রত্যন্ত চর এলাকাসমূহে আশ্রয়কেন্দ্রের প্রকট অভাব থাকায় ঐসব এলাকায় মানুষ ও পশু সম্পদের আশ্রয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও কেল্লা নির্মাণ করা দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পশু সম্পদের জন্য অধিক সংখ্যক বর্ধিত ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা দরকার।

২. এসব আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য বন্যা মাত্রার উর্ধে সংযোগ সড়ক, ভালো ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সুপেয় পানির সরবরাহ/উৎস, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনের সময় এসব সুবিধার নিশ্চয়তা এবং দুর্যোগ পূর্বাভাসকালে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন।

৩. সাইট নির্বাচনে জনগণের সম্মতি গ্রহণ। অধিকতর প্রতিরক্ষার স্বার্থে অবকাঠামোর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু কিছু ডিজাইন ও নির্মাণ প্রসঙ্গে পুনর্বিবেচনা করা। কোনো কোনো অংশগ্রহণকারী উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে প্রভাবশালী মহল কর্তৃক সুবিধাদি ভোগের আশংকা রয়েছে।

৪. ডিজাইন বিকল্পের প্রশ্নে পুন:সংস্কারের কথা উত্থাপিত ও গৃহীত হলেও কার্যত তা (পরিমার্জিত ডিজাইন) যথাযথভাবে মনিটরকৃত ও প্রতিফলিত হয় নি। ফলে বিভ্রান্তি ও বিলম্ব হয়েছে।

৫. কোনো কোনো এলাকায় সুপেয় পানির সংকট তীব্র। সেখানকার পানি লবণাক্ত এবং সীমিত সংখ্যক অগভীর নলকূপের পানি আর্সেনিকযুক্ত। মানুষ পানি বয়ে আনে দূরবর্তী দুর্গম স্থান থেকে। বৃষ্টির পানি থেকে ফসল ফলানোর সুবিধা এবং পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) অপর্যাপ্ত।

পরামর্শের ফলাফল ও পরিণাম

৫৩. কোম্পানীগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুরে আয়োজিত কম্যুনিটি সভায় অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় মনোযোগী ছিলেন এবং তাদের এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্যোগকালে সংকট মোকাবেলার প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরেন।

অংশগ্রহণকারীদের উদ্বেগ

৫৪. বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত দু'টি সাইটে আয়োজিত পরামর্শ সভায় সুলফভোক্তা অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক উত্থাপিত উদ্বেগসমূহ নিম্নরূপ :

১. তাদের স্থানীয় এলাকায় (শাকচর জব্বার মাস্টার কম্যুনিনিট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চরপার্বতী রহিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলির আশেপাশের এলাকায়) কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নেই।

২. রাতের বেলায় ঘূর্ণিঝড় অধিকতর হয়ে থাকে।

৩. রাতের বেলায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় আলোর অভাব হয়।

৪. নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চরপার্বতী ওয়ার্ডের অধীনে স্থানান্তরিত লোকজনের উপর অত্যাধিক নদী ভাঙ্গনের ফলে দূর্বিসহ বিরূপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

৫. তাৎক্ষণিক শুকনো খাদ্য দ্রব্যের অভাব।

৬. নিজ নিজ গৃহে ফেলে আসা সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা।

৭. বেঠিক পূর্বাভাস এবং ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত গুজব।

৮. নির্মাণ কাজের গুণগত মান মানসম্মত হয় না।

৯. প্রাঙ্গণে টয়লেটের সংখ্যা অপর্যাপ্ত।

১০.নির্মাণকাজ চলাকালে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া (চরপার্বতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭৫ জন ছাত্রী)।

অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবসমুহ :

৫৫. ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার অনেক আগেই ঘূর্ণিঝড়ের সঠিক সময়, তান্ডবের মাত্রা এবং ঘূর্ণিঝড়ের স্থায়ীত্বকাল সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে পূর্বাভাস ঘোষণার ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে। এর ফলে ঝুঁকির মুখে নিপতিত মানুষের বিভ্রান্তি হ্রাস পাবে এবং পরিণতিতে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি কম হবে। এলাকায় অবস্থিত বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের ধারণ ক্ষমতা সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে সৌরশক্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে নৈশকালীন দুর্যোগের সময় আলোর ব্যবস্থা করা যায়। অংশগ্রহণকারীদের অন্যান্য প্রস্তাবগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো:

প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের স্থান সংস্থাপন ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট এলাকার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে।

সড়ক থেকে আশ্রয় কেন্দ্রভিমুখে সংযোগ সড়ক রাখতে হবে।

নির্মাণকাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে স্কুল সময়ের আগে এবং পরে অথবা ছুটির দিনে।

আশ্রয়কেন্দ্রের উপরের তলায় পানি সরবরাহ সুবিধাসহ টয়লেট নির্মাণ করতে হবে ।

তাৎক্ষণিক ও শুকনো খাবার এবং কাপড় চোপড়ের বন্দোবস্ত রাখতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

মানসম্পন্ন কাজের জন্য নির্মাণ ব্যবস্থাপনায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্রকল্প ডিজাইনের সামাজিক সম্পৃক্ততা

৫৬. সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান, সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইউপি ওয়ার্ড সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যান) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্প ডিজাইন সম্পন্ন করতে হবে। কম্যুনিটি কর্তৃক উত্থাপিত উদ্বেগসমূহ এবং প্রস্তাবসমূহের আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে প্রকৌশল ডিজাইন তৈরী করতে হবে।

প্রকল্পের বিল অব কোয়ানটিটিতে (বিওকিউ) সৌর শক্তি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিদ্যমান টয়লেটগুলি যেক্ষেত্রে নিচতলায় দূরবর্তী অবস্থানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে উপরের তলায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ সুবিধাসহ টয়লেট নির্মাণ করতে হবে ।

সীমানা রেলিংসহ নীচতলাকে উচু করতে হবে ।

নিম্নবর্ণিত উপায় অবলম্বনে নির্মাণকাজ চলাকালে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে:

নির্মাণকাজ নৈশকালে ও ছুটির দিনে চালিয়ে যেতে হবে।

উপর তলায় যখন নির্মাণ কাজ চলবে, তখন নিচের তলায় শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়াও চলবে।

ক্লাসের সময় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নির্মাণ কাজের সময় বৃদ্ধি করতে হবে।

আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ বরাবর সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে হবে। নির্মাণ কাজ চলাকালে যেসব ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে থাকবে তাদের পরিবেশ নিরাপত্তার বিষয়টি প্রকল্পের পরিবেশ ব্যবস্থানা পরিকল্পনায় (ইএমপি) অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

খন্ড ‘গ’ পরিবেশগত ও সামাজিক নিরূপণ পদ্ধতি

পরিবেশ নিরূপণ প্রক্রিয়া

ভূমিকা

৫৭. আইইই/ইআইএ (ইএমপিসহ) এর জন্যে প্রধান কার্যকলাপসমূহ হচ্ছে:

(১) পরিবেশ স্ক্রীনিং (সম্ভাব্য প্রভাবসমূহের সনাক্তকরণ); (২) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিবরণ (বেইজ লাইন প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমূহ মূল্যায়িত হবে) (৩) বিকল্পসমূহের বিশ্লেষণ (৪) নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়কালে প্রধান উপ-প্রকল্প সনাক্ত করা (৫) পরিবেশের উপর প্রধান প্রকল্প কার্যকলাপসমূহের প্রভাবসমূহের নিরূপণ, পূর্বাভাস ও মূল্যায়ন করা (৬) জন পরামর্শ আয়োজন করা (৭) পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি) প্রণয়ন করা এবং (৮) মনিটরিং চাহিদাসমূহসহ নিরসন পদক্ষেপ সমূহের সনাক্তকরণ এবং বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে প্রভাব ভিত্তিক পরিবেগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি ।

পরিবেশ স্ক্রীনিং

৫৮.গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব বিস্তারকারী প্রকল্পসমূহের কার্যকারীতা রোধ করার লক্ষ্যে এমডিএসপি অর্থায়নপুষ্ট সকল উপ-প্রকল্প পরিবেশ স্ক্রীনিং এর মুখোমুখি হবে। পরিবেশগত প্রভাব হচ্ছে ভৌত, জৈব, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর পরিবেশগত প্রভাবের তাৎপর্য ও মূল্যমানের প্রাক্কলন ও অবধান। নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ মাত্রার প্রভাব অথবা কোনো উৎপাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বের মাত্রা। প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে স্থিতি, প্রত্যাবর্তন যোগ্যতা, ব্যাপকতা, উপকারীতা ও গুরুত্ব ইত্যাদির উপর।

৫৯.পরিবেশগত স্ক্রীনিং আইইইএর অংশ বিশেষ। পরিবেশগত স্ক্রীনিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের পরবর্তী ডিজাইনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংকট সমূহের সমাধান করা এবং পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নিরসন অথবা পরিবেশগত সুযোগ সমূহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা। এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ডিএস পরামর্শকের আবাসিক প্রকৌশলীর সমন্বয়সহ পরিবেশগত স্ক্রীনিং আয়োজনের জন্য দায়ী থাকবেন। পরিবেশগত স্ক্রীনিং এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে (১) উপ-প্রকল্প এলাকা এবং তার পরিপার্শ্বের জরীপ; (২) উপ-প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলীর সনাক্তকরণ এবং (৩) উপ-প্রকল্পের পারিপার্শ্বিক এলাকাসমূহের

প্রতিবেশগত, ভৌত-রাসায়নিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর এসব কার্যকলাপের প্রভাবসমূহের প্রাথমিক নিরূপন সম্পন্ন করা।

৬০. প্রকল্প কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ সনাক্ত করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রয়োজনীয়। স্ক্রীনিং চেকলিষ্টের একটি নমুন পরিশিষ্ট ৩-এ দেখানো হয়েছে।

৬১. যথোপযুক্ত পরিবেশ নিরূপণ (আইইই ও ইআইএ এর অংশ হিসেবে) এর জন্যে "পরিবেশগত বেইজলাইন" এর সংজ্ঞায়ন খুবই জরুরী, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যায়িত হবে। "পরিবেশগত বেইজলাইন এর বৈশিষ্ট্য সমূহ নির্ভর করবে:

উপ-প্রকল্প অবস্থান ও প্রকৃতির উপর,

উপ-প্রকল্পের প্রকৃতি/পরিসর এবং তার সম্ভাব্য প্রভাবের উপর,

পরিবেশগত নিরূপণের মাত্রার (যেমন, স্ক্রীনিং বনাম পুরো দস্তুর ইআইএ) এর উপর।

৬২. দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এমডিএসপি এর অওতায় উপ-প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজের জন্য বেইজলাইন দৃশ্যপট বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিমাত্রা হচ্ছে বৃক্ষ/উদ্ভিদ কর্তন, পানির গুণগত মান, ক্ষতিকর বায়ুর মান, ধূলাবালি এবং শব্দের মাত্রা। কারণ এসব পরিমাত্রা থেকে প্রকল্প কার্যকলাপ জনিত প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে।

৬৩.বেইজলাইন বিবরণ সংগ্রহের কাজে এলাকার বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন তৎপরতা বিবেচনা করা আবশ্যক। বেইজলাইন পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য মাঠ পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের সূত্র থেকে বেইজলাইন উপাত্ত সংগ্রহ করা আবশ্যক। পরিবেশগত বেইজলাইনের মধ্যে উন্নয়ন তৎপরতা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পাওে এমন ধরণের পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্যে সংগ্রহ ও ব্যাখা প্রদান অন্তর্ভূক্ত থাকা আবশ্যক।

৬৪.বেইজলাইন বিবরণ সংলগ্ন এলাকার বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নির্বাচিত সূচকসমূহের ভৌত পরিবেশ এবং প্রস্তাবিত উন্নয়নের বিবেচনায় সম্পন্ন করতে যাতে করে ক্রম সঞ্চিত প্রভাব সমূহ নিরূপন করা সম্ভব হয়। মাঠ পরিদর্শন সংক্রান্ত বেইজলাইন উপাত্ত দ্বিতীয় সূত্র (পরামর্শক এফআরই) এবং জন পরামর্শ (এফজিডি) থেকে সংগ্রহ করা আবশ্যক বেইজলাইন পরিস্থিতি বর্ণনা করার লক্ষ্যে। গুরচত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য/পরিমাত্রা সনাক্ত করা এবং উপ-প্রকল্প ভিত্তিক পরিবেশ বেইজলাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ধারাগুলি নির্দেশনা প্রদান করবে।

৬৫. **ভৌত পরিবেশ-**

জলবায়ু : তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুর গতিবেগ ও গতিপথ, বায়ুর গুণগত মান ইত্যাদি।

ভূতত্ব ও ভূমি/মৃত্তিকার প্রকৃতি

শব্দ ও ধূলি কণা

বন্যা ও ড্রেনেজ : যদি প্রকল্পের চারপার্শ্বে নদী আবর্তিত থাকে যা বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং যখন স্বাভাবিক বন্যা হয় তখন প্লাবিত হয়।

সংরক্ষিত এলাকা, ভৌত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

৬৬. প্রকাশনা সূত্র ও জন পরামর্শ উভয়ই হতে তথ্য আহরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যদি উপ-প্রকল্প সংরক্ষিত এলাকা অথবা ঐতিহ্যপূর্ণ এলাকার মধ্যে পড়ে।

৬৭.**পানির গুণগতমান ও পরিমাণ :** পানির অন্তর্গত গুণগত মান বেইজলাইন উপাত্তের জন্য প্রয়োজন। নদীর পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের কারণে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানির প্রাপ্যতা নিরূপন বেইজলাইন উপাত্ত সংগ্রহের অংশ। সাধারণ দৃশ্য ভূপরিস্থ পানি বিশেষ করে নদীর পানিতে লবণাক্ততা এবং নলকূপের দ্বারা অগভীর স্তর হতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে আর্সেনিক দূষণের তথ্য পাওয়া যায়।

৬৮. **জৈব/প্রতিবেশগত সম্পদঃ** মৎস্য সম্পদ : প্রকল্প সংলগ্ন নদী অববাহিকায় নির্মাণ বর্জ্য গ্রহণ ও অপসারণ মৎস্য শিকারের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এ কারনেই প্রকল্প এলাকার চর্তুপার্শ্বের মৎস্য শিকারীদেও ধরণ ও সংখ্যা নিরূপণের প্রয়োজন।

৬৯. **জলজ ও স্থলজ জীববিদ্যা (উদ্ভিদ ও প্রাণি):** যে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণি গুরুত্বপূর্ণ যা স্থলজ উদ্ভিদে (বন) অন্তর্ভূক্ত বিশেষ করে কোনো সংকটাপন্ন প্রজাতি, সংবেদনশীল নিবাস ও বাণিজ্যিক গুরচত্বের প্রজাতি, স্থলজ প্রাণি (সংবেদনশীল নিবাস/বন্যপশু ও উপকূলীয় সম্পদ)।

৭০. বৃক্ষ : প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্র সাইটসমূহে বিরাজিত বৃক্ষসমূহ ও উদ্ভিদেও সংখ্যা ও প্রজাতির তথ্যাদি থাকতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কারণে কর্তীত বৃক্ষসমূহের সংখ্যা ও প্রজাতির তথ্যাদির উল্লেখিত হবে।

৭১. **বন্যা ও ড্রেনেজ :** বন্যা প্রতিরোধকের নিশ্চয়তা লাভে ঐতিহাসিক জলবিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্ত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয় যদি কোনো নদী প্রকল্পের চর্তুপার্শ্বে আবর্তিত থাকে যা বন্যার জন্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সাইটের সমতা/ভরাটের ভিত মাত্রা ৫০ বছরের প্রকল্প বন্যামাত্রার আদর্শিক মাত্রা গ্রহণ করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্র সাইটের ভিতরে ও চতুর্থপার্শ্বের ড্রেনেজ অবস্থা পয়ঃ প্রণালী বা নদী ব্যবস্থার সাথে সংযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭২. **সামাজিক অর্থনৈতিক শর্ত :** ২০০৭ সালে সিডর এ সম্পদের ক্ষতি আবাসন স্থিতাবস্থা ও শিক্ষা, পেশাভিত্তিক উপার্জন বিভাজন, বার্ষিক আয় ও জেন্ডার ইস্যুতে সুফলভোক্তা জনগণ অন্তর্ভূক্ত হবে। এটা সংকলিত হবে এসআরআইএ রিপোর্ট হতে ও আংশিকভাবে এফজিডি'র সাথে আলোচনার সার-সংক্ষেপ হতে।

৭৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** তথ্য আহরণে অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে অবকাঠামো সুবিধাদি সমূহ যেমন পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎস ইত্যাদি, পরিবহন যেমন সড়কের ধরণ, নেটওয়ার্ক ও সুগম ইত্যাদি; কুটির শিল্প ও পর্যটন সুবিধাদি সমূহ।

৭৪. **কৃষি উন্নয়ন :** প্রধান শস্য ফলন বৃদ্ধি, শস্যের ধরণ, শস্য উৎপাদন মাত্রা ও ভূমি ব্যবহার নমুনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

৭৫. **"বিকল্প সমূহের বিশ্লেষণ"** এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের জন্যে অবস্থান/ডিজাইন/কারিগরী দিককে চিহ্নিত করা যা সর্বনিম্ন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি ও ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করবে।

৭৬. প্রকল্পের বিকল্প তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন প্রকল্প এলাকার প্রভাবসমূহের পরিবেশ উপাংশসমূহ ও প্রসঙ্গাদিও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং যদি আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়কসমূহের নির্মাণ অথবা পুনর্বাসনের কারিগরী ও নির্মাণ সামগ্রীর নির্বাচনের সাথে বিকল্প উপযোগী করণ ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক পার্থক্য থাকে। প্রকল্পের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অথবা শূন্য মনোনয়নে প্রথম বিকল্প নেওয়া হয় না। শূন্য বিক্লপ পরিস্থিতিকে অধিকতর খারাপ করে তুলে এজন্যই যে, তা দুর্যোগকালীণ ও দুর্যোগোত্তর ক্ষতি গ্রস্তদের জীবন ও জীবিকার বাঁচা ও রক্ষায় কোন কার্যকলাপ করে না। সেজন্যেই এই বিক্লপ বিবেচ্য হয় না।

৭৭.দ্বিতীয় বিকল্প হচ্ছে বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলসমূহের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অথবা পুনর্বাসন করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে এটা বিজড়িত করে। সে কারণেই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সাইট সমূহের নির্বাচনে উপযুক্ত পদ্ধতিতে কতিপয় মানদন্ড ও ডিজাইনে অন্তর্ভূক্ত পরিবেশগত মাত্রা মনোনয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়:

১. আশ্রয় কেন্দ্র স্থান নির্বাচনে এলাকার স্থানীয় স্টেক হোল্ডারগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে স্থানীয় সরকারি অঙ্গ সংস্থা (ইউপি/ডব-ুসি)'র সাথে ধারাবাহিক পরামর্শ সভার আয়োজন করতে হবে।

২. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমন্ত্রণ এবং জনগণের প্রত্যাশা প্রতিফলনের জন্য পরামর্শের প্রয়োজন সমীক্ষা যেমন ভৌত অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, যোগাযোগ ও পরিবেশ ইত্যাদি নিতে হবে।

৭৮.স্কুল নির্বাচনের পর বিদ্যমান স্কুলগুলি থেকে প্রাপ্ত জমি ও ডিজাইনের ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের ডিজাইন ও আকৃতির জন্য ৫টি বিকল্প থাকবে। এ সমস্ত বিকল্প ব্যবস্থা ইসিআরআরপিতে বিবেচিত হয়েছে এবং এমডিএসপি এর জন্য অবলম্বন করা হবে। বিকল্প ডিজাইনগুলি পরিশিষ্ট ৪-এ দেখানো হয়েছে।

প্রধান প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ

৭৯. পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে, নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায় কালে প্রধান প্রধান উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ চিহ্নিত করা খুবই গুরচত্বপূর্ণ। দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণকালীন চিহ্নিত প্রধান প্রধান কার্যকলাপগুলি নীচে বর্ণিত হলো:

৩. সাইট নির্বাচন সড়ক সংলগ্ন নতুন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল ভবন নির্মিত হতে হবে বিদ্যমান স্কুলের একই জায়গায়, যেগুলি বাস্তবায়ন পর্যায়ে কালে চিহ্নিত করা হবে। এই নির্মাণ কাজে কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না।

৪. সামগ্রী ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং শ্রমিক শিবির প্রতিষ্ঠা।

৫. ভিত খননের কাজ।

৬. পানি অপসারণ

৭. মজবুত করণ, ফুটিং অথবা ফাইল ক্যাপের জন্য কংক্রিটের ঢালাই

৮. ফর্ম ওয়ার্ক, অধিকতর শক্তিশালী করণ, মূল স্থাপনার জন্য কংক্রিটের ঢালাই, বিম, কলাম ও স্-াব।

৯. পুনর্বাসন/নির্মাণ কাঠামো

১০. সমাপনী কাজ যেমন দেওয়াল পার্টিশন, রঙের কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

১১. সাইট পরিচ্ছন্ন ও সকল নির্মাণ বর্জ্যের অপসারণ ব্যবস্থা।

প্রভাব সমূহের নিরূপন ও পূর্বাভাস

৮০. উপ-প্রকল্প কার্যাবলীর চিহ্নিতকরণের পর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো আইইই/ইআইএ কে বেইজলাইন পরিবেশ কার্যাবলীর প্রভাবসমূহের নিরূপন ও পূর্বাভাসে যুক্ত করা। বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে প্রকল্পকে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশগত ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। সাধারণত নির্মাণ কর্মকান্ডকে ভিত্তি করে পরিবেশগত ইস্যুগুলি জেগে উঠবে।

১. ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ

২. বায়ু দূষণ

৩. ভাঙ্গন

৪. শব্দ দূষণ

৫. প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিঘ্নতা

৬. গাছ পালা ও উদ্ভিদের ক্ষয়-ক্ষতি

৮১. প্রভাব সমূহকে প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে উপ-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। নীচের সেকশনসমূহে উপ-প্রকল্প কার্যাবলীতে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব সমূহ বর্ণিত হলো।

৮২. **জমি হারানো :** বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের জন্য কোন ধরণের জমি অধিগ্রহণ অথবা কোনো কৃষি জমির ক্ষতির প্রয়োজন পড়েনা। ডিজাইন কালীন সময় যথোপযুক্ত জমির চিহ্নিতকরণে বিকল্প মনোনয়নের অনুসন্ধান অবশ্যই করতে হবে যা কৃষি উৎপাদনে মৃদু প্রভাব ফেলতে পারে।

৮৩. **শ্রমিক শিবির প্রতিষ্ঠা :** শ্রমিক শিবিরের জন্য অনুপযুক্ত সাইট নির্বাচন পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। পরিশিষ্ট ৫-এ ইসিওপির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো।

৮৪. **ভূ-পরিস্থ পানি দূষণ :** শ্রমিক শিবির হতে পরিত্যাগকৃত নির্মাণ বর্জ্য অথবা বর্জ্য সমুহ সন্নিকটস্থ জলাধারকে দূষিত করে থাকে।

৮৫. **ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ :** সেপটিক ট্যাঙ্ক ও শোষক কূপ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যন্ত পৌছায় যা পানি দূষনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং পানি বাহিত রোগের ও কারণ হতে পারে।

৮৬. **বায়ু দূষণ :** বৃহৎ এলাকা জুড়ে নির্মাণ কর্মকান্ডে নিযুক্ত যানবাহন চলাচল, নির্মাণ সরঞ্জামাদির পরিচালনা ও জেনারেটর ব্যবহার বায়ু দূষণের কারণ হতে পারে।

৮৭. **ড্রেনেজ ও জলা বদ্ধতা :** সাময়িক ড্রেনেজ ও জলা বদ্ধতা প্রায়শই ঘটে ড্রেনেজ পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে। এ বিঘ্নতার সৃষ্টি হয় নির্মাণ সামগ্রীর মজুত, খননকৃত সামগ্রী/মাটির স্তুপ কর্ম এলাকাকে শুস্ক রাখার জন্য সাময়িকভাবে নির্মিত বাঁধের কারণে। এছাড়া অনুপযুক্ত স্থানে আবর্জনা ফেলা স্বাভাবিক ড্রেনেজ ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে।

৮৮. **ভূমি ভাঙ্গন-** নির্মাণ সাইটে ভূমি ভাঙ্গন বৃদ্ধি পায় সাইট থেকে অবিবেচিতভাবে ঘাস ও ঘাসের চাপড়া তুলে ফেলা এবং স্তরে স্তরে সংহত করণ না কওে সাইটের উপর মাটির স্তুপ গড়ে তোলার কারণে।

৮৯. **শব্দ দূষণ ও বর্ধিত হারে যান চলাচল :** নির্মাণ কালে ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতি থেকে, বিশেষ করে পাইলিং এর কাজের সময় এবং যান চলাচল নির্মাণ সরঞ্জামাদির পরিচালন ও জেনারেটর চলার কারণে এ জাতীয় প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে।

৯০. **প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি** : আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এলাকার বিদ্যমান প্রতিবেশের উপর এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। শিয়াল, খেকশিয়াল, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদির মতো বন্যপ্রাণীদের স্থান ছেড়ে চলে যেতে হয়।

৯১. **বৃক্ষরাজি ও উদ্ভিদ :** ভবন নির্মাণের জন্য সাইট পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে গাছ কাটার প্রয়োজন হয়। জীবন্ত উদ্ভিদের ক্ষতি হয়। জলাশয় সমূহ কখনো কখনো ভরাট করা হয়, যার ফলে জলমগ্ন উদ্ভিদের ক্ষতি হয়।

৯২. **প্রতিবেশগত প্রভাব :** প্রকৃতির প্রাথমিক নিরূপন এবং প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের মাত্রা প্রকল্পের অবস্থানের নিরূপনে (মাঠ পরিদর্শনের ভিত্তিতে) এটা প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প সমূহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবেশগত প্রভাব তেমন প্রকট হবে না। তবে প্রতিবেশগত প্রভাব আবর্তিত হবে :

১. উদ্ভিদের উপর প্রভাব (জলজ ও স্থলজ)

২. প্রাণির উপর প্রভাব (জলজ ও স্থলজ) মৎস্য সহ;

৯৩. **শ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :** নির্মাণ কাজ চলাকালে শ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা রাখতে হবে। ঠিকাদার অবশ্যই শ্রমিকদের সরবরাহ করবেন হেলমেট, হাত মোজা এবং ওয়েল্ডিং এর কাজের সময় চক্ষুরক্ষণমূলক সরঞ্জাম। সাইটে সর্বক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসার সরংজাম মজুত রাখতে হবে। পরিবেশগত আচরণবিধি ও ব্যবস্থাপনার নিরীখে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধূলিকনা, শব্দ, রড ও বালু থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯৪. **কঠিন/নির্মাণ বর্জ্য থেকে পরিবেশ দূষণ :** অনেকট উপ-প্রকল্প সমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণ নির্মাণ রাবিশ (যেমন, বিদ্যমান স্থাপনার ভগ্নাবশেষ) বিভিন্ন ধরণের উপ-প্রকল্পে কার্যকলাপ থেকে সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের ছাউনী থেকে কঠিন বর্জ্যও উৎপন্ন হবে, বিশেষ করে শ্রমঘন উপ-প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে। নির্মাণ আবর্জনা ও কঠিন বর্জ্যের অবিবেচিত ব্যবস্থাপনা থেকে ড্রেনেজ লাইন/পথের বদ্ধতা এবং পরিবেশ দূষণ হতে পারে।

৯৫. **আর্থ-সামাজিক প্রভাব :** উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব সমূহের মধ্যে রয়েছে : উপার্জনহানী ও অপসারণ, ট্রাফিক জট, উপরিভাগ মাটির উপর প্রভাব স্বাস্থ্যর নিরাপত্তা, প্রত্নতাত্ত্বিক/ঐতিহাসিক সাইট/ ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর এবং কর্মসংস্থান ও বাণিজ্যিক তৎপরতার উপর প্রভাব।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায় :

৯৬. জলাবদ্ধতা : অবিবেচিত পরিকল্পনা এবং স্টর্ম ওয়াটার নির্মাণের ফলে ড্রেনেজ বদ্ধতা/জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে বাজারে বাণিজ্যিক তৎপরতা বিঘ্নিত হতে পারে এবং জন স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। ক্ষতিকর প্রভাব বাজার এলাকায় পাকা রাস্তায় পড়তে পারে।

৯৭. সেবামূলক কার্যকলাপের উপর অতিরিক্ত চাপ : নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে বিশেষ করে বহু তলা বিশিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান সেবামূলক কার্যকলাপ যেমন, পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও রোড নেটওয়ার্কের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে পারে।

৯৮. পরিবেশগত সেবাভিত্তিক চাহিদার ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিবেশগত সেবা ভিত্তিক চাহিদার ও এন্ড এম এর অভাব পরিবেশের জন্য খুবই বিরক্তিকর এবং সেগুলির অপ্রাপ্যতা পরিবেশ নষ্ট করে থাকে। সেবার জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে সেবাদানকারী (যেমন ঝাড়ু দার) নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৯৯. সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার : আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ কাজের জন্য ভূমি, সামগ্রী (প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে সংগৃহিত বিরল প্রজাতির কাঠ) এবং পানি সম্পদ অপরাপর আগ্রহী ব্যবহারকীদের জন্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

১০০. জ্বালানীর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার : প্রকল্পের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে বহু লোকের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং পরিণামে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ এর চাহিদা বৃদ্ধি করে।

১০১. ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ : কখনো কখনো আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক ব্যবস্থার যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয় না, যার ফলে বহুতল ভবনের ভিতরে বস্তির চেয়েও খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। নোংরা জলের উপযুক্ত ড্রেনেজ এবং আশ্রয়কেন্দ্রে নির্গমন ও বর্হিগমনের যথোপযুক্ত ডিজাইন ও নিরাপদ অবশ্যই হতে হবে।

জন পরামর্শ :

১০২. এলজিইডি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান কর্তৃক সনাক্ত করা হবে স্থানীয় অধিবাসী ও নির্ধারিত সুফল ভোক্তাদের সঙ্গে পরামর্শের প্রেক্ষিতে। একটি উপ-প্রকল্প বাছাইয়ের পর স্থানীয় ভিত্তিক পরিবেশ স্ক্রীনিং হবে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা স্থানীয় অধিবাসীদের অগ্রাধিকার এবং কাজের পরিসর সম্পর্কে আলোচনার জন্য কম্যুনিটি সভা আয়োজনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ পরামর্শ হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনমত কামনা করা হয়। প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও পরিচালনে সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রয়াস সংযুক্ত করার লক্ষ্যে জন পরামর্শ সাধারণ অর্থেই একটি চলমান প্রক্রিয়া। পরামর্শ ও তথ্য অধিকারের লক্ষ্য হচ্ছে সময়মতো স্টেক হোল্ডাররকে, বিশেষ করে উপ-প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে উপ-প্রকল্প সম্পর্কে তর্থ প্রদান করে জন সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভিমত ও উদ্বেগ প্রকাশের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সুযোগ প্রদান করা। স্টেক হোল্ডারদের অভিমত ও পরামর্শ উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান করবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও সংগঠনসমূহের মধ্যে, যারা উপ-প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে, সমঝোতার পরিমন্ডল সৃষ্টিতে সিদ্ধান্তগ্রহণে এ উদ্যোগ সাহায্য করবে। আইইইএ/ইআইএ'র অংশ হিসেবে একটি কার্যকর জন পরামর্শ এবং তথ্য অধিকার পরিকল্পনা (পিসিএআইপি) গঠন করা আবশ্যক। পিসি-এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে :

১. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে স্টেক হোল্ডারদের তথ্য জ্ঞাপন করা,

২. পরিবেশগত ও সামাজিক উৎকন্ঠা/প্রভাব নিস্পত্তি করণে স্টেক হোল্ডারদের অভিমত/পরামর্শ বিবেচনা সাপেক্ষে নিরসনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা,

৩. উপ-প্রকল্পের জন্য ব্যাপক স্থানীয় সহায়তা গঠন ও প্রামাণ্যকরণ

৪. আগ্রহী পার্টিদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা ও উন্নতি করা, ও

৫. আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল/সিদ্ধান্ত কৌশল প্রতিষ্ঠা করা,

৬. বিগত বছরগুলোতে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস সম্পর্কে আলোচনা করা এবং উপরে বর্ণিত দুর্যোগগুলির সম্পর্কিত ইস্যু ও সেগুলির সমস্যাসমূহের প্রামাণ্য করা;

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা, তাদের পরামর্শগুলির আমন্ত্রণ জানানো এবং দুর্যোগ সম্বন্ধে স্থানীয় ধারণা প্রদান,

৮. অগ্রাধিকার ভিত্তিক নির্মিতব্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ (বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে সংকুলিত মানুষের সংখ্যা)।

পরামর্শ প্রক্রিয়া

১০৩. উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি পর্বকালীন আইইই/ইআইএ সমীক্ষা পরিচালনা কালে বিস্তৃত আলোচনার আয়োজন করা উচিত। এই ধরণের ধারাবাহিক আলোচনা প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়ন পর্যায়কালীন কাজকে আরও নিশ্চিত করবে। ইএমপি-র বিধিবদ্ধ করণ সময় উপ-প্রকল্প নির্বাচনে পরিবেশ স্ক্রীনিং ও নিরূপনের যৎসামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র প্রকল্প মেয়াদকালে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোর জন্যে কার্যকর ফিডব্যাক কৌশলসহ তথ্য প্রকাশ উন্নতি ও বাস্তবায়নে সকলের অংশ গ্রহণমূলক আলোচনার দরকার।

১০৪. ঈপ্সিত লক্ষ্যসমূহ মিটানোর অংশ গ্রহণমূলক ও পরামর্শমূলক কর্মসূচীর সম্পৃক্তকরণ একটি গুরচত্বপূর্ণ উপাদান। প্রকল্পের সময় ও সীমাবদ্ধতার গুরচত্ব বিবেচনায় ফলপ্রসু অংশ গ্রহণ ও পরামর্শ করণে নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করা আবশ্যক :

১. প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের তথ্য বিস্তার ও তথ্য বিনিময় পদ্ধতিতে ব্যক্তি পর্যায় যোগাযোগ প্রকল্প সম্পর্কিত সচেতনতার কাজে লাগানো কার্যকরী হয়।

২. ব্যক্তিগত স্কীমের মাধ্যমে তথ্যের পরিমানগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সংগ্রহ করতে হবে।

৩. আসন্ন প্রকল্পের বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত মতামত চাহিদা, অগ্রাধিকার বিবেচনা ফোকাস গ্রূপ আলোচনা (এফজিডি'র) বিভিন্ন উপাংশ প্রকল্পের স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

৪. প্রকল্প এলাকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও বয়স্ক লোকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ও ভিত্তিক মতামত ও পরামর্শের দ্বারা মুখ্য সমীক্ষা পরিচালিত হবে।

৫. স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জন প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তাগণ ও এনজিও লোকেদের তাদের অর্জিত বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক তাদের মতামত, পরামর্শ এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের স্কীমের সংকটাপূর্ণ অবস্থানে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা লোকে, বিরূপ প্রভাব নিরসনে এই হটস্পট পরামর্শ পরিচালিত হবে।

৬. বিভিন্ন ধরণের প্রতিনিধিত্বমূলক স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা পরিচালিত হওয়া উচিত।

১০৫. স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শ্রেনী যেমন, কৃষি, মৎস্য, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ব্যক্তি, শিক্ষক, সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকেরা, গৃহীকত্রী, নারীগোষ্ঠি, অরক্ষিত গোষ্ঠি, এনজিও, সিবিও এলজিইডি, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় থাকা উচিত। এফজিডি অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ জনের মধ্যে হওয়া উচিত।

১০৬. পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয়কারীদের পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগ করবে। স্টেকহোল্ডার ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ এফজিডি আয়োজন করবে। উপজেলা প্রকৌশলী, মাঠ বাসিন্দা প্রকৌশলী ও অন্যান্য মাঠকর্মীদের মাঠ কর্ম, সাইট পরিদর্শন এবং সরকারি পরামর্শকদের সভার সাথে এলজিইডি বিশেষজ্ঞগণ পারস্পারিক সলা পরামর্শ ও সমন্বয় করবে।

পরামর্শ থেকে প্রাপ্তিযোগ

১০৭. পরামর্শ হচ্ছে একটি দ্বিমাত্রিক প্রক্রিয়া দিয়ে পরিকল্পনা পর্যায়কালে যখন কারিগরী ডিজাইন উন্নয়ন করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় এবং প্রকল্প ডিজাইন প্রাথমিক সুফল ভোক্তাগণ ও সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিনিময় করা হয়। পরামর্শ প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ ও পদ্ধতি (যেমন, জনসভা, আনুষ্ঠানিক দলগত আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের জন্য আয়োজন করা হবে পরামর্শ নির্দেশিকা অবলম্বনে।

১০৮. পরামর্শের ফলাফল হচ্ছে (১) সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প ডিজাইন সম্পর্কে ভাল তথ্য সম্বলিত হতে হবে (২) সংগৃহিত বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে স্টেক হোল্ডারদের ধারণা ও জ্ঞান থাকতে হবে, (৩) সেগুলির সমস্যাসমূহের ও ইস্যুগুলির নথিকরণ করতে হবে,

(৪) দুর্যোগ মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের স্থানীয় লোকজ কৌশলাদি সম্পর্কে জানতে হবে (৫) প্রকল্প ডিজাইনের উন্নতির জন্যে পরামর্শ অংশ গ্রহণকারীতার মধ্যে সৃষ্ট মালিকানা চেতনাকে বিবেচনা করতে হবে (৬) বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র সমূহের ফলপ্রসু ও ব্যবহারোপযোগী নির্মাণ আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা ও সক্ষমতা দ্বারা সৃষ্ট হতে হবে।

১০৯. বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের ডিজাইন, আকৃতি ও অবস্থান নির্বাচনে নিরূপনের ফলাফলসমূহ চুড়ান্ত উপাদান। (সারণী ৭-১)

সারণী ৭-১ : কম্যুনিটি পরামর্শের সারাংশ

বর্ণনা/বিশেষজ্ঞ	বিস্তারিত বিবরণ	মুখ্য অর্ন্তদৃষ্টির ক্ষেত্র
দুর্যোগসমূহের ধারণা ও জ্ঞান : সমস্যাসমূহ ও ইস্যুসমূহ	সমকালীন দুর্যোগ (সিডর ও আইলা)'র বছরব্যাপী দুর্যোগসমূহের ঘটনা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতির প্রভাবসমূহের বর্ণনা করতে হবে।	
প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা	ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা মোকাবেলায় গৃহীত লোকজ ও স্থানীয় ব্যবস্থাদির প্রামাণ্য করণ।	সিডর ও আইলা মোকাবেলা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহনশীলতা।
উপযুক্ত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের অবস্থান, দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় জন অধ্যুষিত পূর্ণ গ্রাম, দুর্যোগ গ্রস্ড় অরক্ষিত জনসমষ্টি, বিদ্যমান সড়ক নেট ওয়ার্ক/প্রবেশযোগ্য, আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের নির্মাণ/উন্নতির চাহিদা, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসমূহ (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) এবং সামাজিক ও পরিবেশ রক্ষাকবচ আনুকূল্য হতে হবে। প্রকল্পের প্রভাব সম্বন্ধিয় ও এর কাঙ্খিত সুফল জন প্রত্যাশা ব্যবস্থাপনার সাহায্য কর।	ফল প্রদক আশ্রয় কেন্দ্র সমূহ
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা	এসএমসি ও ইউপি'র কর্মঠ অংশ গ্রহণকারীদের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে সভার অংশ গ্রহণকারী এবং গ্রূপ আলোচনাকারীদেরকে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সংযোগ সড়কসমূহের উন্নয়নে জন্যে ইউপি কর্তৃক কার্যকর দলিল, অনুমোদিত সনদ এবং ভূমি সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় ইউপি'র সাথে এসএমসির সমন্বয় আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের ফলদায়ক ব্যবহার নিশ্চিত করণ এবং সৌর প্যানেল ও তার ব্যবহার প্রণালী, পানি সরবরাহ ও পয়: নিস্কাশন প্রভৃতির উপযোগিতা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।	

১১০. সুপারিশমালা : কমুনিটি পরামর্শক সভায় আলোচনার শর্তাদি ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি মেযন সমস্যাসমূহ, ইস্যুসমূহ, সংশ্লিষ্টতা ও পরামর্শসমূহের উপর ভিত্তি করে সুপারিশমালা তৈরী করা হয়। নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা অনুমিত হতে পারে।

১. কম্যুনিটি পরামর্শক সভায় অংশগ্রহণকারীদের উপ-প্রকল্পের সাইট এর অবস্থানের প্রবেশযোগ্যতা বিবেচনা আশাপ্রদ ও ফিডব্যাকের উপযোগী হওয়া উচিত।

২. আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের রাস্তা হতে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন কাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৩. সিভিল কাজ চলাকালীন (নতুন নির্মাণ ও পুন: মেরামত এবং বর্ধিতকরণ কাজসমূহ) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কার্যক্রম বিকল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. জেন্ডার প্রসঙ্গ ও সংবেদনশীলতার বিবেচনায় পুরুষ ও মেয়েদের জন্য টয়লেট নির্মিত হতে হবে।

৫. যে কোনো দুর্যোগ ঘটনার জন্যে একটি নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরীর জন্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যদের মাঝে সমঝোতা পরিবেশ থাকা উচিত।

৬. যে কোনো ভবিষ্যৎ দুর্যোগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের আশ্রয়কেন্দ্র ও আরও কার্যকরী নির্গমন একটি কার্যকরী ও সময় মতো দুর্যোগ পূর্বাভাস ব্যবস্থায় সমকালীন দুর্যোগ, নির্গমন ঘোষণার ব্যর্থতা ও আশ্রয়কেন্দ্র অথবা যে কোনো নিরাপদ ভবনে আশ্রয়দান সম্পর্কিত উন্নত আলোচনা হওয়ার দরকার।

সামাজিক নিরূপণ পদ্ধতি

সামাজিক স্ক্রীনিং ও প্রভাব নিরসন

১১১. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওপি ৪.১২ এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওপি ৪.১০ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ আনুকূল্য প্রসঙ্গ এবং সামাজিক প্রভাবসমূহ সনাক্ত করার জন্য এলজিইড প্রতিটি উপ-প্রকল্প সাইট (আশ্রয় কেন্দ্র ও সড়ক) স্ক্রীনিং করবে। যে ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবসমূহ পুরোপুরি পরিহার করা যাবে না, সেক্ষেত্রে এলজিইডি নিম্নে বর্ণিত নির্দেশিকা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প বাছাই, ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করবেঃ

বর্জন শর্তাবলী

১১২. প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের নিশ্চিতকরণ ও জাতীয় আইনকানুন এবং ব্যাংকের রক্ষাকবচ চাহিদা সাধনে নিম্নলিখিত বিধিবদ্ধ নীতিগুলি প্রচলন অর্থায়ন হতে উপ-প্রকল্পের সাইটগুলিকে বহিঃস্করণ করবে :

- অনৈচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ চাহিদা এবং উপজাতীয় লোকেদের স্থানচ্যুতকরণ,
- ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট এবং অন্যান্য জায়গা/উদ্দেশ্যসমূহের ক্ষতিকরণ
- গ্রুপ ও কম্যুনিটিসমূহের সাধারণ সম্পদ সম্পত্তির ও জীবিকা তৎপরতার সুবিধাযোগে গুরুত্বপূর্ণভাবে বাঁধাগ্রস্তকরণ
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক/ঐতিহ্যগত জীবন প্রণালীতে অমঙ্গলকরণ, সাধারণ সম্পদ সম্পত্তির (বনাঞ্চল, জলাশয় ইত্যাদি) সীমিতকরণ ও জীবন যাত্রা কার্যাবলী এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্বকে (উপাসনালয়, পারিবারিক গোরস্থান ইত্যাদির) ক্ষতিসাধণকরণ
- কম্যুনিটি চুক্তি সাইটের উপরও পৌঁছাতে পারে না এবং এসএমএফ অবলম্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে জমি প্রাপ্ত হয় না।

সামাজিক স্ক্রীনিং

১১৩. নতুন আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য বা বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রের আনুভূমিক সম্প্রসারণ অথবা বিদ্যমান রাস্তা আশ্রয়কেন্দ্র সংযোগ সড়ক হিসেবে (উপ-প্রকল্প)-এর উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সাইটের বর্জন শর্তাবলী ও নিরূপণের সম্ভাবতা সামাজিক স্ক্রীনিং পরিচালনা করবে। সামাজিক স্ক্রীনিং আয়োজন করবে উপ-প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহের দ্রুত নিরূপণ, সুফল ভোগকারীতা, এলাকার আর্থ-সামাজিক মাত্রা ও এর প্রচ্ছন্ন প্রভাবসমূহ এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব (সামাজিক স্ক্রীনিং এর আকার পরিশিষ্ট-১৭ এ সংযোজিত করা হয়েছে)। এটা আরও চিহ্নিত করবে অতিরিক্ত জমির চাহিদা ও ঐ জমিগুলি অর্জনের পদ্ধতিসমূহ। সামাজিক স্ক্রীনিং-এর ফলাফলসমূহ নির্ধারণ করবে একটি ব্যক্তিগত উপ-প্রকল্প সাইটে প্রকল্প অর্থায়ন ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণের সবিস্তারিত চাহিদা যোগ্যতা আছে কিনা। একটি সামাজিক স্ক্রীনিং রিপোর্ট পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য অনুসন্ধান ও সুপারিশমালা প্রস্তুত করবে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সামাজিক ইস্যুর একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রস্তুত করবে এবং উপ-প্রকল্পের সামাজিক রক্ষাকবচের বিস্তারিত কমপ্লায়েন্স ইস্যু প্রস্তুতের বিবেচনা করবে।

এসএমপি-র বিষয়সূচি

১. নির্মাণ চুক্তির স্বার্থে উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রকল্প প্রেক্ষাপটের প্যাকেজ :

২. উপ-প্রকল্প এলাকার বর্ণনা, সুফল ভোক্তাদের পরিচিতি, দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় দুর্যোগের ব্যাপ্তি, জনসমষ্টির মিশ্রণ ও জেন্ডার বিশ্লেষণ;

৩. সাক্ষ্য প্রমাণসহ আশ্রয়কেন্দ্র অথবা সংযোগ রাস্তাসমূহের নির্মাণ অবকাঠামো প্রদর্শনের জন্যে সাইট নির্বাচন ও জমিগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ অনুসরণ;

৪. কম্যুনিটির সুফল ভোক্তাদের সংশ্রব মতামত পরামর্শ করণে বিবরণ প্রদান করতে হবে নিরসনমূলক পদক্ষেপসমূহ ও বাস্তবায়নের জন্য;

৫. সামাজিক স্ক্রীনিং ও রক্ষাকবচ আনুকূল্য প্রসঙ্গ;

৬. অন্তর্ভুক্তকরণ, অংশগ্রহণ ও অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;

৭. সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাজেট; এবং

৮. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।

সামাজিক প্রভাব নিরূপণ

১১৪. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের জন্যে প্রচ্ছন্ন সামাজিক রক্ষাকবচ চিহ্নিতকরণে সামাজিক স্ক্রীনিং পরিচালনা করবে এসআইএ। এসআইএ'র প্রধান সুবিধা প্রদান করে কার্যকরী বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে, সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাবসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিহ্নিতকরণে, স্থায়ী বা অস্থায়ী, ভৌত বা অর্থনৈতিকভাবে সেগুলির গুরুত্ব নিরূপণ স্বল্প ব্যয়ী ডিজাইনিং নিরসন মাত্রা ও পর্যবেক্ষণ চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের আয়োজন এবং অর্থবহ সরকারি পরামর্শকরণ ও তথ্য পদ্ধতির নিশ্চিতকরণ। সামাজিক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং সম্পদের শুমারী পরিচালিত হবে এলাকা সীমানা/বিন্যাসকরণ এবং যেখানে দরকার রিসেটলমেন্ট এ্যাকসন প্ল্যান (আরএপি) অনুসরণে এসএমএফ নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণের উপর। শুমারী জরিপকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ও তাদের সম্প্রদায় পরামর্শ করবে সামাজিক প্রভাবসমূহের নিরসনে কৌশলের ঝুঁকি ও অভিমত সম্পর্কে। প্রয়োজনীয় সামাজিক সংশ্রব নিশ্চয়তার নির্দিষ্ট সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যে থাকবে; (১) আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের (২) স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণ (৩) অনৈচ্ছিক পুন:স্থাপন (অস্থায়ী বা স্থায়ী পুন: অবস্থান ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ অন্তর্গত)। বিরূপ সামাজিক প্রভাবসমূহের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাপনা, নিরসন, লঘুকরণ পরিহারে প্রভাবসমূহ নির্ণয়, ঝুঁকি ও সুবিধা এবং পরামর্শ মাত্রা নিরূপণ চিহ্নিত করবে।

১১৫. উপ-প্রকল্পের জন্যে যখন জমি গ্রহণ করা হবে অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডির উদ্যোগে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে সম্মুখিত সময়ে যাতে সামাজিক প্রভাবসমূহ ও ঝুঁকি নিরূপণ করা যেতে পারে আরএপির প্রস্তুতি ও অনুমোদনের জন্য যা স্থানচ্যুত জনগণের জন্যে সিভিল ওয়ার্কস ও বাস্তবায়নের পুরস্কার স্বরূপ হতে পারে।

১১৬. এলাকার সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন দিক যেমন আর্থিক অবস্থা, কর্ম সংস্থান, শিক্ষা, বয়স, যোগ্যতা এবং আর্থ-সামাজিক দিকসমূহ আর্থ-সামাজিক জরিপ অন্তর্ভুক্ত যা এসআইএ সর্বাত্মক যোগাযোগ ও পরামর্শ কৌশল এবং জরিপ প্রণালীতত্ত্ব সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত করবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে।

১. প্রতিটি উপ-প্রকল্পের সামাজিক রক্ষাকবচ সমন্বয়ক ইস্যুগুলি সিভিল ওয়ার্ক সময়সূচি অনুযায়ী এসআইএ পরিচালনা করবে।

২. লোকেশনে বসবাসকারীদের সাথে কম্যুনিটি/স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শসমূহের প্রামাণ্য করণ।

৩. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হবে সুফল ভোক্তাকারীদের, মূখ্যক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ও তাদের কম্যুনিটির সাথে।

৪. প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি মালিকদের মধ্যে শুমারী ও আর্থ-সামাজিক জরিপ হতে হবে।

৫. প্রধান সমস্যাসমূহ সমাধানে এসএমএফ অনুসরণে, উপাত্ত বিশ্লেষণ ও তথ্য লাগবে।

৬. তথ্য সংগ্রহ রেকর্ডকৃত ও কমপিউটারাইজড হতে হবে, বিদ্যমান কাঠামো ও জমির হোল্ডিং-এর দলিলকরণের চিত্র ব্যবহৃত হতে হবে এবং করিডোর প্রভাবভূক্ত অন্যান্য প্রভাবসমূহের আলোকচিত্র থাকতে হবে।

৭. মৌজা ম্যাপের চূড়ান্ত একরৈখীকরণ/সাইটের আপডেটকরণ এবং জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ চূড়ান্তকরণ।

৮. জেন্ডার, বয়স এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের লোক বিবেচনায় সকল উপাত্ত বিভাজিত করতে হবে।

১১৭. ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স-২ অনুযায়ী এলজিইডির পক্ষে যেখানে সাইটের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন সেই জেলার ডিপুটি-কমিশনার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবে। এইজন্যে যেখানে দরকার হবে এলজিইডি সেখানে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবে জমির পুন:স্থান ব্যয় নিশ্চিতকরণে এবং সাইটের জন্যে সম্পদ অধিগ্রহণে যা এসএমএফ এর সাথে কমপ্লায়েন্স ও

আরএপি অনুসরণে প্রস্তুত হবে। সুফল ভোক্তাকারীদের মধ্যে উপ-জাতি লোকেদের চিহ্নিতকরণে এসআইএ এবং এসএমপি সামাজিক স্ক্রীনিং-এর অন্তর্ভুক্ত ও অংশগ্রহণ অন্তর্গত থাকবে।

অংশ ‘ঘ’- পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা

প্রকল্প গ্রথিত পরিবেশগত বিবেচনা

ভূমিকা

১১৮. প্রকল্প নিশ্চিত করবে যে অধ্যায় ৩ এবং অনুচ্ছেদ ৩.৩ এর আওতায় বর্ণিত বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রসঙ্গে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশগত বিবেচনাসমূহের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হচ্ছে কিনা।

১১৯. ডিজাইনে পরিবেশগত বিবেচনাসমূহ মৌলিক ডিজাইন মান সমূহের ভিত্তির উপর আবর্তিত যাতে করে আশ্রয় কেন্দ্র গুলি দীর্ঘ মেয়াদী স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে এবং ব্যবহারকারীদের সুফল প্রদান করতে পারে। ডিজাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আশ্রয় গ্রহণের জন্য নিবাস স্থলের আয়তন হবে ২৮০ থেকে ৪০০ বর্গ মিটার সহ ১৩০০ থেকে ২০০০ ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট। আশ্রয় কেন্দ্রের আওতাভূক্ত এলাকার ক্ষেত্রফল ৮ থেকে ১৬ বর্গ কিলোমিটার। আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলা ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ৪ থেকে ৫ টি টয়লেট থাকবে। ডিজাইনের মধ্যে পরিবেশ ও আশ্রয় সংক্রান্ড় যেসব উপাদান থাকবে তা হলো-

১২০. প্রকল্পের সহায়তায়

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর বিদ্যুৎ) আলোর উদ্দেশ্যে,

২. পানি সরবরাহের জন্য রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং মজুত ট্যাঙ্ক,

৩. সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা

৪. স্কুল ব্যবস্থাপনা ও কম্যুনিটির মাধ্যমে রেপিত গাছপালার রক্ষণাবেক্ষণ,

৫. ক্ষতি সাধন হ্রাস এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোজাইককৃত মেঝে,

৬. ইউএস আর্কিটেকচারাল এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশনের মান সম্পন্ন এলুমিনিয়ামের টানা জানালা,

৭. প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢালু সিঁড়ি

১২১. পরিবেশের স্বার্থে ডিজাইন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে আশ্রয় কেন্দ্র প্রাঙ্গণের নান্দনিক সৌন্দর্য্য, খেলার মাঠ, কৃষি ভূমির প্রতিরক্ষা, বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ভূ-দৃশ্যচিত্র সহ ডিজাইনের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে-

১. আশ্রয় কেন্দ্রের অবস্থান নির্বাচনে এলাকার জন প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ (ইউপি/ডব্লুসি) গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে একাধিক পরামর্শ সভার আয়োজন।

২. জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলনের লক্ষ্যে জন পরামর্শের মাধ্যমে স্টেক হোল্ডারদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভৌত অবস্থান, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, ইত্যাদি জাতীয় পরিমাত্রার ভিত্তিতে আইই/এ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জরীপ কাজ সম্পন্ন করা।

প্রকল্প উদ্দেশ্য

১২২. বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের প্রকল্প সুফলাদির মধ্যে রয়েছে (১) ঘূর্ণিঝড় সহ যে কোনো দুর্যোগে প্রকল্প সুফল ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করা, (২) বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শ্রেণী কক্ষে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা (৩) শিশুদের শিক্ষার উপযোগী সামগ্রিক স্কুল সুবিধার উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র সমূহের নিশ্চয়তা প্রদান এবং (৪) যে কোনো দুর্যোগের সময় উপদ্রুত মানুষের তাদের গবাদি পশুকে যেন নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে পারে।

১২৩. প্রকল্প সুফলে পরিবেশ বিবেচনা বলতে বুঝায় পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু ডিজাইন পরিমাত্রা যা দিয়ে প্রকল্প লক্ষ্য সমূহ অর্জন করা যাবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত যা দিয়ে পরিমাত্রায় সাফল্য আসবে। আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়াও এসব স্কুল-কাম-আশ্রয় কেন্দ্র গুলিকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ব্যাপক অর্থে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থে পরিবেশ বান্ধব উপকরণ সহযোগে পুন:সংস্কার করতে হবে। স্কুল-কাম-আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কম্যুনিটি সেন্টার ও অন্যান্য প্রশাসনিক সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।

১২৪. দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক স্থাপনাসমূহের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নিরাপদে পৌছানো যায়। এসব ব্যবস্থা ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক হবে বিশেষত বর্ষা মৌসুমে। আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে গবাদিপশুর আশ্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র ফ্লোর রাখা হয়েছে যার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক গবাদি পশু ও অন্যান্য পশু সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে সাইটের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে ।

১২৫. আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের অঙ্গীভূত ব্যবস্থাদি সবই পরিবেশগত বিবেচনায় গৃহিত হয়েছে। এসব ব্যবস্থা আপদকালীন পরিস্থিতিতে এবং স্বাভাবিক সময়ে স্কুলের কাজের ব্যবহৃত হবে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারীদের জন্য সৌর প্যানেল সুবিধা। ঘূর্ণিঝড় চলাকালে এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে পানীয় জল। এটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে ভূপরিস্থ পানি প্রায়শই লবণাক্ত থাকে এবং হস্তচালিত নলকূপের পানিতে ক্ষেত্র বিশেষে আর্সেনিক দূষনের সন্ধান পাওয়া যায়। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নিরাপদ পানির জন্য উঁচু স্থানে নলকূপ বসানো হবে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এর সুবিধা রাখা হবে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হবে তাৎক্ষণিক সেবার জন্যে এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া গুদাম ঘরের ব্যবস্থা থাকবে মালামাল রাখার জন্য যাতে করে সেগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক সেদিক পড়ে না থাকে এবং পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি না করে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ভূমিকা

১২৬. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরূপ প্রভাব সমূহ হ্রাস করা এবং ইতিবাচক প্রভাব সমূহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত পরিবেশগত প্রভাবসমূহ রেকর্ড করা এবং চিহ্নিত "নিয়ন্ত্রণ

পদক্ষেপসমূহ" বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া, উপ-প্রকল্পসমূহের নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়কালে উদ্ভূত যে কোনো অপ্রত্যাশিত অথবা অনভিপ্রেত পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলা করা।

১২৭. ইএমপিতে সুস্পষ্টভাষায় বর্ণিত থাকবে (ক) উপ-প্রকল্পের নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়কালে বিরূপ প্রভাবসমূহ দূরীকরণ অথবা সহনীয় পর্যায়ে হ্রাস করণের পদক্ষেপ সমূহ (খ) এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকলাপসমূহ এবং (গ) প্রয়োগকৃত নিরসন পদক্ষেপসমূহের কার্যকারিতা নিরূপনের জন্য একটি মনিটরিং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

১২৮. প্রকল্প-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিবেশনা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এ কেবল আবশ্যকীয় কার্যকলাপের পূর্ব নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মনিটনিং ও নিয়ামক তৎপরতাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ, একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যখন প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নমনীয় ভাবে মোকাবেলা করে বাস্ড়বায়নের পথে এগিয়ে চলে, তখন সেগুলির সমন্বয় করা। এমডিএসপি এর আওতায় সকল উপ-প্রকল্পের বাস্ড়বায়নের জন্য ইএমপি চুক্তি দলিলের অংশ হওয়া উচিত।

ইএমপি-এর প্রধান উপাংশ সমূহ হচ্ছে:

১. নিরসন ও বর্ধিত পদক্ষেপসমূহ
২. মনিটরিং পরিকল্পনা
৩. অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল
৪. ইএমপি এর ব্যয় প্রাক্কলন
৫. ইএমপি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

১২৯. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ইএমপি) মধ্যে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা প্রকল্পকালে বাস্তবায়িত হবে এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকালেও নেতিবাচক প্রভাব সমূহ হ্রাস করা এবং বর্ধিত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের সহায়ক হবে। আইইই ও ইআইএ পর্যায়ে ইএমপি প্রণিত হবে পরিবেশগত নিরূপন (ইএ) এর অংশ হিসেবে যাতে করে প্রকল্প উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে ফলো-আপ কার্যকলাপ সম্পন্ন করা যায় : বিস্তারিত ডিজাইন, নির্মাণ বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্ব ।

১৩০. পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রকল্প নির্মাণ, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিত্যাগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কালে ফলোআপ কার্য সমূহ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গঠন করা হবে। ইএমপি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের প্রাক-নির্মাণ, নির্মাণ ও পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে গঠিত হয়ে থাকে।

১৩১. এমডিএসপি এর আওতায় প্রস্তাবিত সকল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামগ্রিক প্রভাব নিরূপণ থেকে জানা যায় যে অধিকাংশ বিরূপ প্রভাব মান সম্পন্ন নিরসন পদক্ষেপ অবলম্বনে হ্রাস করা অথবা নিরাময় করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প হতে আরও কিছু সুবিধাকর প্রভাব সমূহ বৃদ্ধির সুযোগ থেকে যায়। প্রকল্পের জন্যে আশ্রয় কেন্দ্র ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অপারেশনের সম্ভাব্য প্রভাবের পরিমাত্রা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রণীত হয়েছে। এমডিএসপি-র আওতায় উপ-প্রকল্পে কার্যকরী হতে পারে এমন নিরসন মাত্রা ও বৃদ্ধি করণ মাত্রা নীচের সারণীতে বর্ণিত হয়েছে। নিরসন মাত্রা বাস্তবায়ন করার নিশ্চয়তার জন্যে ঠিকাদারদের কাজ আদায় করতে ইএমপি দরপত্র দলিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

সারণী ১০-১ : আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

কার্যাবলী/ বিষয়াদি	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ	প্রস্তাবিত নিরসন ও বর্ধিত করণ পদক্ষেপসমূহ	দায়িত্ব/নির্বাহী পক্ষ
শ্রমিকদের লেবার শেড নির্মাণ ও অপারেশন	১. আবর্জনা ও কঠিন বর্জ্য; পানি/পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি	২. স্যানিটারী পায়খানা/ মল: শোধনাশয় পদ্ধতি নির্মাণ	ঠিকাদার (এলজিইডি ও ডিএসসি

কার্যাবলী/ বিষয়াদি	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ	প্রস্তাবিত নিরসন ও বর্ধিত করণ পদক্ষেপসমূহ	দায়িত্ব/নির্বাহী পক্ষ
		৩. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্জ্য ঝুড়ি/ পাত্র রাখা"নো লিটার" সংকেত স্থাপন করা ৪. কঠিন বর্জ্যের যথাযথ অপসারণ	কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)
	৫. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য	৬. শ্রমিকদের মাঝে স্বাস্থ্যগত আচরণ সচেতনতা বৃদ্ধি ৭. প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ওষুধ সরবরাহের প্রাপ্যতা ও প্রাপ্তি	
	৮. শ্রম শিবিরকে স্থায়ী আবাসনে সম্ভাব্য উন্নতি করণ	৯. নির্মাণ কাজ চুক্তি শেষে ঠিকাদারগণ শ্রমশিবির অপসারণ করবে।	
সাধারণ নির্মাণ কাজ অথবা উপ-প্রকল্প সমূহ	১. ড্রেনেজ বদ্ধতা ও প-াবন্য	২. ঝড়োপানির পর্যাপ্ত ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখা ৩. প্রয়োজনবোধে বিকল্প চ্যানেলের ব্যবস্থা করা ৪. প্রয়োজনবোধে বদ্ধপানি পাম্প সহযোগে নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। ৫. বিশেষভাবে প্রয়োজনবোধে ভরা মৌসুমে নির্মাণ কাজ পরিচালনকালে ফলপ্রসু ড্রেনেজের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা	ঠিকাদার (এলজিইডি ও ডিএসসি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)
	৬. বায়ু দূষণ	৭. প্রজেক্টের সকল যানবাহনের উপযোগী সচল অবস্থার নিশ্চিত রাখা। ৮. ধূলিকনা সৃষ্টি হ্রাস করণের লক্ষ্যে শুস্ক মাটিতে/কাঁচা রাস্ড়ায় নিয়মিত পানি ছিটানো। ৯. পরিবহন, দৃঢ়ীকরণ ও ব্যবহারকালে মাটির পর্যাপ্ত আর্দ্রতা রক্ষা করা ১০. পানি ছিটানো ও ঢেকে রাখা খোলা সামগ্রী (যেমন, সূক্ষ্ম মিশ্রণ) ১১. সাইটে ইট ভাঙ্গার যন্ত্রপাতির ব্যবহার পরিহার করা, সেগুলি উলে-খযোগ্য পরিমাণ ধূলিকনা উৎপন্ন করে থা	
	১২. ট্রাফিক জট, ট্রাফিক সংকট	১৩. ব্যস্ত সময়ের আগে পরে সামগ্রী/সরঞ্জামাদির আনা-নেওয়ার সিডিউল করা। ১৪. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্প যানবাহনের জন্য বিকল্প রুট নির্বাচিত করা। ১৫. ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ফ্ল্যাগম্যান নিয়োগ। ১৬.রাতের বেলায় সংকেত আলোর ব্যবস্থা।	
	১৭. শব্দ দূষণ	১৮. ভারী নির্মাণ সরঞ্জামাদির জন্য শব্দ নিয়ন্ত্রণ ও মামলার ব্যবহার করা। ১৯. যে সব নির্মাণ	

কার্যাবলী/ বিষয়াদি	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ	প্রস্তাবিত নিরসন ও বর্ধিত করণ পদক্ষেপসমূহ	দায়িত্ব/নির্বাহী পক্ষ
		সরঞ্জামাদি মাত্রাতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করে সেগুলি রাতে ব্যবহার না করা। ২০. শ্রমিকদেরকে দীর্ঘকাল শব্দের মাঝে নিয়োজিত না রাখা। ২১. হর্ন ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত রাখা এবং হাইড্রোলিক হর্ণ ব্যবহার না করা।	
	২২. পানি ও মৃত্তিকা দূষণ	২৩. সংলগ্ন নদী/খাল/ড্রেন জ্বালানী, তেল, রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্য নিক্ষেপ না করা। ২৪. ভূ-পরিস্থ পানিতে স্টর্ম ওয়াটার নির্গমনের আগে গাছ ছাকুনীর জন্য তলানী বেসিনের ব্যবস্থা রাখা।	
	গাছ কাটা, উদ্ভিদ ডনধন	২৫. মৃত্তিকা খননের পর উদ্ভিদসমূহের পুন: রোপন। ২৬. কাটা গাছের বদলে নতুন বৃক্ষ রোপন।	
	২৭. দুর্ঘটনা	২৮. মান সম্মত নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ করা। ২৯. পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ব্রিফিং ৩০. প্রোটেকটিভ গিয়ার ব্যবস্থা	
	৩১. তেল, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নি:সরন ও চুইয়ে পড়া	৩২. সুষ্ঠু গৃহস্থালী কাজকর্ম ৩৩. তেল ও জ্বালানীর যথাযথ ব্যবহার। ৩৪. নি:সৃত পদার্থ সংগ্রহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	
সকল নির্মাণ কাজে	৩৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর ইতিবাচক প্রভাব ৩৬. পরিবেশের স্বাভাবিক অবনয়ন	৩৭. প্রকল্প কার্যক্রমে যত বেশি সম্ভব স্থানীয় জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করা। ৩৮. বস্তিবাসকারী প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনসাধারণকে উপ-প্রকল্প কাজে (যেমন, খনন ও অন্যান্য কাজ যেখানে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন পরে না) অগ্রাধিকার দিতে হবে।	ঠিকাদার (এলজিইডি ও ডিএসসি কর্তৃক পর্যবেক্ষণ)
খনন/মাটির কাজ/পাইলিং	৩৯. ঐতিহাসিক স্থাপনা ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা	৪০. সাংস্কৃতিক সম্পদ সমূহের সুরক্ষার জন্যে "সুযোগ সন্ধান প্রক্রিয়া" অনুসরণ (পরিশিষ্ট ৬ এ দেখানো হয়েছে।	এলজিইডি এবং পরামর্শক ঠিকাদার হতে সহযোগিতা।
ত্রৈমাসিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়ন ও বিশ্ব ব্যাংকে দাখিল করা			এলজিইডি পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ডিএসসি পরামর্শক এবং এমএ্যান্ডইর সহায়তা নেবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১৩২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে জরুরী অবস্থায় সকল মানবিক সম্পদ ও দায়িত্বের সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া হিসাবে, বিশেষ করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করার প্রস্তুতি গ্রহণ, সারা প্রদান ও উদ্ধার কল্পে। জরুরী প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা (ইপিপি) এবং আকস্মিক পরিকল্পনা (সিপি) হচ্ছে দুর্যোগের কারণে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক চাহিদা সমূহ মেটানোর লক্ষ্যে উন্নয়ন কৌশল, ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতিসমূহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া। দুর্যোগের ৪টি প্রধান ধরণ হচ্ছে; প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশগত জরুরী অবস্থা, জটিল জরুরী অবস্থা এবং সর্বব্যাপী জরুরী অবস্থা।

১৩৩. এমডিএসপি এর জন্য উপ-প্রকল্পের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হচ্ছে ইউনিয়ন দুর্যোগ পরিকল্পনার একটি অংশ বিশেষ। এটি একটি আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হবে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি) কর্তৃক। উপ-প্রকল্পের জন্য একটি ইউনিয়নের অধীনে ইউনিয়ন দুর্যোগ পরিকল্পনা যুগ্মভাবে প্রণীত হবে এসএমসি ও ইউডিএমসি কর্তৃক। দুর্যোগের কারণে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক চাহিদা সমূহের মেটানো লক্ষ্যে তারা তাৎক্ষণিক চাহিদাসমূহ বয়সের অধিকার এবং সম্পদ চাহিদা চিহ্নিত করবেন। ডিএমপি বাস্তবায়ন এসএএসসি এর সমন্বয় ভূমিকাও খুবই জরুরী ।

পরিবেশ মনিটরিং পরিকল্পনা

১৩৪. পরিবেশগত মনিটরিং এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত পরিবেশগত প্রভাবসমূহ রেকর্ড করা এবং প্রকল্প কার্যকলাপজনিত বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা এবং ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে সনাক্তকৃত নিরসন পদক্ষেপ সমূহ এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। উপ-প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কালে এলজিইডি পরামর্শকগণের সহায়তা, টেন্ডার দলিলের শর্তানুযায়ী বিশেষ উপ-প্রকল্পের জন্য ইএমপিতে বর্ণিত পরিবেশ নিরসন/বর্ধিত পদক্ষেপসমূহ (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পদক্ষেপসমূহ) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং মনিটরিং করা।

১৩৫. প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনসমূহ সনাক্ত করার লক্ষ্যে পরিবেশগত মুখ্য বিষয়াদি সংক্রান্ত একাধিক সূচক প্রস্তাবিত হয়েছে। নিরসন/বর্ধিত পদক্ষেপ সমূহের সাধারণ মনিটরিং ছাড়াও উপ-প্রকল্প সমূহের নির্মাণ পর্যায়কালে বাতাসের গুণগত মান, শব্দের মাত্রা, পানির গুণগত মান, ড্রেনেজ বদ্ধতা ও ট্রাফিক সংকটসহ গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ পরিমাত্রা ও মনিটর করতে হবে। তবে মনিটরিং এর আবশ্যকতা ও পৌন:পৌনিকতা নির্ভর করবে উপ-প্রকল্পের প্রকৃতি ও মাঠ পরিস্থিতির উপর। মনিটরিং পরিকল্পনার জন্য মনিটরিং পরিকল্পনার খরচ এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সহ মনিটরিং এর পরমাত্রা ও পৌন:পৌনিকতা উল্লেখ করতে হবে। রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা এবং সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রিপোর্টিং ফরম্যাট সরবরাহ করা হবে।

১৩৬. পরিবেশগত মনিটরিং কর্ম পরিকল্পনার মতো কিছু নির্দিষ্ট চাহিদা ও পদক্ষেপ সারণী ১০-২ এ দেখানো হয়েছে। এই ইস্যুগুলির মধ্যে ধূলিকনা, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পানি সরবরাহ এবং পয়:নিষ্কাশনে ঠিকাদার কর্তৃক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এই কাজগুলি চুক্তিমূলের বাজেটের মধ্যে করা উচিত। নির্মাণ কাজ চলাকালীন স্কুল কর্তৃপক্ষের স্কুল সময় সূচির সাময়িক পরিবর্তন অথবা বিশেষ সময়সূচি দরকার হতে পারে। বিকল্প সময় খুঁজে বের করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারের আলোচনা ও আপোষ রফা হওয়া উচিত।

সারণী ১০-২ : পরিবেশ মনিটরিং পরিকল্পনা (ইএমওপি)

ক্র: নং	ইস্যুজ	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	নিরসন পদক্ষেপ	পৌন: পৌনিকতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সং গঠন	
					বাস্তবায়ন	মনিটরিং
১.	ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ	ভূ-পরিস্থ অথবা ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ মাত্রা	১. সাইট হতে যথাযথভাবে বর্জ্য পরিত্যক্ত নিশ্চিত করণ ২. সেপটিক ট্যাঙ্ক ও শোষক কূপের প্রকৃত ডিজাইন নিশ্চিত করণ	সাপ্তাহিক	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	এক্সাইএন এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই পরামর্শক

ক্র: নং	ইস্যুজ	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	নিরসন পদক্ষেপ	পৌন: পৌনিকতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সং গঠন	
					বাস্তবায়ন	মনিটরিং
২.	বায়ু/ধূলিকণা দূষণ	স্কুল ছেলেমেয়ে আবাসিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি	১. ভাঙ্গন ও পুনর্বাসনকালীন স্কুলের সাময়িক স্থানান্তর করণ ২. সাময়িক স্থানান্তকরণের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করণ ৩. ধূলিময় রাস্তায় পানি ছিটানো ৪. মজুত স্তুপ ঢেকে রাখা।	দৈনিক	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই পরামর্শক
৩.	শব্দ দূষণ	স্কুলের শ্রবণ ঝুঁকি	৫. স্কুলের সাময়িক স্থানান্তকরণ হওয়া উচিত	দৈনিক	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই
		শিশু ও আবাসিক	সাময়িক স্থান পরিবর্তনের ব্যয়ভার সহ স্থাপনা ভাঙ্গণ ও পুনর্বাসন করা। ৬. সিডিউল পরিবহন সেন স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি না করা। ৭. সংকটজনক স্থানের মোড়ে গতি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৮. যন্ত্রপাতিতে শব্দ নিয়ন্ত্রক থাকা আবশ্যক।		তত্ত্বাবধানকারী পরামর্শক	এমডিএস পরামর্শক
৪.	বর্জ্য অপসারণ/ ব্যবস্থাপনা	পানি দূষণ	১. বর্জ্য ও রাবিশ যথাযথভাবে অপসারণ করতে হবে। ২. নির্মাণ রাবিশ স্তুপীকৃত ও অপসারিত করতে হবে। ৩. পরিবহন কালে রাবিশ উপচে পড়া অথবা উম্মুক্ত রাখা না করা।	দৈনিক	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই
৫.	ভূমি ভাঙ্গন	ধ্বংস/ঢাল ধ্বংসা, বৃষ্টিজণিত ভাঙ্গন, উদ্ভিদ বিলুপ্তি	১. স্তরে স্তরে দৃঢ়ীকরণ নিশ্চিত করা ২. মাটি স্থিতিশীল করণের পদক্ষেপ করা ৩. ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে পুনরায় উদ্ভিদ রোপন ও পুনরচ্ধার করা। ৪. অবনয়ন, স্খলন ও ভাঙ্গনরোধে ঢালের যথাযথ ডিজাইন করা	মাসিক	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই
৬.	গাছপালা ও উদ্ভিদ	নির্বাচনীকরণ মরচকরণ	১. স্কুল প্রাঙ্গণ ও সড়ক পার্শ্বের উপস্থানে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন করা। ২. নিষ্ফল জমিতে উদ্ভিদ রোপন উৎসাহিত করা।	নির্মাণ পরবর্তীকালে	ঠিকাদার/ ডিজাইন ও তদারকি পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এমডিএমএর এডিটিএল/এফ আরই
৭.	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	রোগব্যাধির ঘটনা	১. পর্যাপ্ত খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ ২. পুরুষ ও নারীকর্মীদের পৃথক স্যানিটেশনের সুবিধাদির ব্যবস্থা করণ	দৈনিক	ঠিকাদার/ তত্ত্বাবধানকারী পরামর্শক	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, এমডিসপরামর্শকের এডিটিএল/ এফআরই
৮.	স্বাস্থ্য ও	শ্রমিকদের স্বাস্থ্য	১. শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ	দৈনিক	ঠিকাদার/	নির্বাহী

ক্র: নং	ইস্যুজ	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	নিরসন পদক্ষেপ	পৌন: পৌনিকতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত সং গঠন	
					বাস্তবায়ন	মনিটরিং
	নিরাপত্তা	সাধারণ নিরাপত্তা	ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ২. ঠিকাদার ও শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা		তত্ত্বাবধানকারী পরামর্শক	প্রকৌশলী, এলজিইডি, এমডিস পরামর্শকের এডিটিএল/ এফআরই

অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশল

১৩৭. অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল (জিআরএম) হচ্ছে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন এমডিএসপি এর উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যকলাপের কারণে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহের প্রশ্নে সোচ্চার হতে পারবে। এলজিইডি নিশ্চিত করবে যে অভিযোগ নিস্পত্তিমূলক প্রক্রিয়াসমূহ বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা প্রক্রিয়াগুলি মনিটর করবে যথাযথভাবে অভিযোগ নিস্পত্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এলজিইডির দপ্তর সমূহ একটি পদ্ধতি গঠন করবে পরিবেশগত সামাজিক প্রভাব নিরূপণ ও নিরসনের ব্যাপারে মতানৈক্য সহ উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও অভিযোগ নিস্পত্তি বিবাদ ও আপত্তির সদুত্তর প্রদানের লক্ষ্যে। সাধারণত, অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (জিআরসি) দুই ধরণের হয়ে থাকে (১) আনুষ্ঠানিক আপীল আদালত এবং (২) বিরোধ অবসানের জন্য স্থানীয়ভাবে গঠিত জিআরসি। দ্বিতীয় উল্লেখিত কমিটি সংকটের পুরো সমাধান লাঘব করতে পারে। জিআরসি গঠন করা হবে সেকশন ১১.১.৩ এ বর্ণিত পন্থায়। জিআরসি নিশ্চিত করবে নালিশ ও অভিযোগের সুষ্ঠু উপস্থাপনা এবং নিরপেক্ষ শুনানী ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্তসমূহ। জিআরসি বিভিন্ন সময়ে সভার আয়োজন করবে প্রতিটি মামলার গুণাগুণ বিচারের জন্য এবং শুনানীর জন্য একটি দিন ধার্য্য করবে এবং অভিযোগকারী ব্যক্তিকে তার দাবি মামলার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে নোটিশ প্রদান করবে; এবং অভিযোগ প্রাপ্তির দিন থেকে এক মাসের মধ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি করবে। জিআরসি এর কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এসএমএল এ বর্ণিত হয়েছে।

ইএমপি এর ব্যয় প্রাক্কলন পদ্ধতি

১৩৮. ইএমপিতে অন্তর্ভুক্ত কিছু কার্যকলাপের জন্য আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ইএমপি প্রণয়নের অংশ হিসেবে পরিবেশ নিরসন পদক্ষেপ সমূহের ব্যয়ভার প্রাক্কলিত হবে এবং সেটি দরপত্র দলিলের পরিমাণ পত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইএমপি এর অংশ হিসেবে অনেক কার্যকলাপের জন্য অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ব্যয় প্রয়োজন হবে না। যেমন, স্থানীয় ভাবে শ্রম শক্তি নিয়োগ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের যানবাহনগুলিকে সচল অবস্থায় রাখা, বাস্তবায়নের আগে পরে সামগ্রী/মালামাল আনা নেয়া করা, জ্বালানি ব্যবহার ইত্যাদি। অপরদিকে একাধিক কার্যকলাপের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়কালে পরিবেশ মনিটরিং এর জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয় আবশ্যক হবে। একই সঙ্গে কিছু সংখ্যক নিরসন পদক্ষেপ (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ সমূহ) এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় আবশ্যক হবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক/স্যানিটারী পায়খানা/বহনযোগ্য টয়লেট স্থাপন করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংকেত স্থাপনা করা, সচেতনতা সৃষ্টি জন্য সংকেত/পোষ্টাল লাগানো, কংক্রিট মিশ্রনের উপর পানি ছিটানো, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি। ইএমপি এর ব্যয় নির্ধারণের জাতিবাচক পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

সারণী ১০-৩ : মনিটরিং ব্যয় প্রাক্কলন পদ্ধতি/ভিত্তি।

বিষয়	ব্যয়ের ভিত্তি/প্রাক্কলিত ব্যয়
মনিটরিং	
বায়ুর গুণগত মান (এসপিএম বা পিএম $_{১০}$ অথবা পিএম $_{২.৫}$)	বর্তমান দর (ইউনিট প্রতি ১০,০০০/- টাকা)
শব্দের মাত্রা	বর্তমান দর (দৈনিক ইউনিট প্রতি ৫,০০০/- টাকা)
পানির গুণগত মান (পি,এইচ,বিওডি$_{৫}$/সিওডি, তেল ও গ্রিজ	বর্তমান দর (টাকা ১৫,০০০/- নমুনা প্রতি)

পানির গুণগত মান (পিএইচ, বিওডি, অথবা সিওডি, এনএইচ)	বর্তমান দর (টাকা ৭,০০০/- নমুনা প্রতি)
সেপটিক ট্যাঙ্ক/সেনিটারী পায়খানা/বহনযোগ্য স্থাপন	বর্তমান দর সর্বশেষ পিডবি-্যডি/এলজিইডি দর
স্বাস্থ্য/ নিরাপদ সংকেত (আকার ও সংখ্যা)	বর্তমান পিডব্লিউডি/এলজিইডি দর/এককালীন মূল্য
কার্য এলাকায় কংক্রিট মিশ্রণ অথবা কাঁচা সড়কে পানি ছিটানো	সর্বশেষ পিডব্লিউডি /এলজিইডি দর (দর যদি থাকে) প্রতি বর্গ মিটারের জন্য একটি নির্ধারিত দর
মাশুল নিয়ন্ত্রণ (কার্যকালে নিয়োজিত ফ্ল্যাগম্যানের আনুমানিক সংখ্যা)	সর্বশেষ পিডব্লিউডি /এলজিইডি দর (যদি থাকে) নির্দিষ্ট প্রতি ফ্ল্যাগম্যানের প্রতিদিনের রেট/এককালীন মূল্য
ট্রাফিক লাইট	সর্বশেষ পিডব্লিউডি /এলজিইডিদর (যদি থাকে) এককালীন মূল্য
আত্ম রক্ষামূলক সরঞ্জাম	ঠিকাদারদের দরপত্র দাখিল করতে হবে কর্মীদের শর্তাদি বিবেচনার পর্যাপ্ত সংরক্ষিত কাজ অনুসারে।
বৃক্ষ রোপন (সংরক্ষণ/বেড়া করন এবং প্রকল্প চলাকালীন সংরক্ষণ করণ	বর্তমান দর (টাকা ১,০০০/- উদ্ভিদ প্রতি)

* মাত্রার জন্য সুবিধাদির লভ্যতার উপর নির্ভর করে।

পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি)

১৩৯. এমডিএসপি এর আওতায় বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় উপ-প্রকল্পসমূহের পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা হিসেবে পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি) প্রণীত হয়েছে। আচরণ বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মর্মে নিশ্চিত করা যে নির্মাণ কার্যকলাপ এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে পরিবেশের উপর প্রভাব লাঘব হয়। ইসিওপি সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন।

১৪০. ইসিওপি নির্মাণ সাইট এবং সংশি-ষ্ট কার্যকলাপ, যেমন- মজুতকরণের সাইট, খননকৃত মালামাল অপসারণ সাইট ইত্যাদির জন্য প্রযোজ্য। পরিবেশ বান্ধব কর্মতৎপরতার দায়িত্ব যে কোনো প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের উপর ন্যস্ত। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম তৎপরতার জন্য পরিবেশ সচেতনতা আবশ্যক; এবং পরিবেশগত দায়িত্বসমূহের উপলব্ধি। পরিবেশগত প্রভাব গতিরোধমূলক পদক্ষেপসমূহ প্রভাব নিয়ন্ত্রণ মূলক পদক্ষেপের তুলনায় অধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এছাড়া পরিবেশ স্ক্রীনিং সাহায্য করবে নির্ধারণ করতে যে একটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প তার প্রভাবসমূহ নিরসন অথবা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পরিবেশগত আচরণবিধি (ইসিওপি) অনুসরণ করবে কিনা অথবা সেই উপ-প্রকল্পের জন্য যথোপযুক্ত নিরসন পদক্ষেপসহ স্বতন্ত্র পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আরও পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে কিনা।

১৪১. ইসিওপি এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও পরিবেশের কল্যাণে পরিবেশ বান্ধব নির্মাণ কার্যকলাপ পরিচালনা করা নিম্নবর্ণিত পন্থায় :

- দূষণ হ্রাস করণ
- প্রতিবেশ ব্যবস্থা স্থিতিশীল করণ
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ
- সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

১৪২. পরিবেশগত আচরণবিধির মধ্যে এমডিএসপির বিবেচিত অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর একটি তালিকা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কার্যাবলীর বর্ণনা ইসেওপিতে রয়েছে। উন্নয়নকৃত ইসিওপি উপ-প্রকল্প পরিচালন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নিধারণ করবে:

১. প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন পর্যায়সমূহ
২. সাইট প্রস্তুতি
৩. নির্মাণ শিবির
৪. খাদ এলাকাসমূহ
৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৬. জলাশয়

৭. পানির গুণগত মান
৮. ড্রেনেজ
৯. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
১০. সামগ্রী মজুতকরণ, পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা ও
১১. গাছপালা।

১৪৩. এমডিএসপি এর আওতায় নির্দিষ্ট কোনো উপ-প্রকল্প এসব বিষয়াদির পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উপ-প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যাবলীর ইসিওপি পরিশিষ্ট ৫ এ প্রদর্শিত হলো।

দরপত্র সংক্রান্ড় কাগজ পত্রের জন্য বিশেষ পরিবেশ ধারাসমূহ (এসইসি)

১৪৪. বিভিন্ন উপ-প্রকল্প উপাংশসমূহের জন্য সাধারণ গুণাগুণ এবং বিশেষ গুণাগুণ ব্যতিরেকেও নিম্নবর্ণিত বিশেষ পরিবেশগত ধারাসমূহ (এসইসি) সাধারণ/বিশেষ গুণাগুণের আওতায় দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব ধারার লক্ষ্য হচ্ছে ইএমপি বাস্তবায়নে এবং অন্যান্য পরিবেশগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঠিকাদার দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) :

১৪৫. এই চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) অনুযায়ী ঠিকাদার যাবতীয় নিরসন ও উন্নয়নমূলক দায়িত্ব পালন করবেন (বায়ু/শব্দ/পানি দূষণ; ড্রেনেজ/ট্রাফিক জট নিরসন সহ)।

খন্ডকালীন কাজ :

১৪৬. ঠিকাদার নিশ্চিত করবে যে নির্মাণ কাজের জন্য আবশ্যকীয় সকল সরঞ্জাম ও রক্ষাকবচ যেমন- সাময়িক সিঁড়ি মই, ঢাল, মাচা, রানএওয়ে, বেড়া, সুট ইত্যাদি যথাযথভাবে নির্মিত ও স্থাপিত হয়েছে কিনা, যাতে করে সে সবের ব্যবহারকারী শ্রমিকরা অথবা সেগুলি নীচ দিয়ে অথবা পার্শ্ব দিয়ে যারা চলাচল করবে তারা যেন অনিরাপদ পরিস্থিতির মুখোমুখি না হয়।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :

১. ঠিকাদার তার কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান এমনভাবে প্রতিপালন ও রক্ষা করবেন যে তা যেন জাতীয় মানদন্ড ও আইনগত বিধান অপেক্ষা কম না হয়।

২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপর থেকে নীচে পড়ে যাওয়া রোধ করার জন্য ঠিকাদার নিশ্চিত করবেন যে প্রতিটি সাময়িক ফ্লোর ওপেনিং এ ন্যূনপক্ষে ৯০০ মিমি উচ্চতা বিশিষ্ট রেলিং থাকবে অথবা অবিরাম প্রহরার ব্যবস্থা থাকবে, প্রতিটি ফ্লোর হোল রেলিং এবং অবিরাম প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি স্টেয়ারওয়ে ফ্লোর ওপেনিং ন্যূনতম ৯০০ মিমি উচ্চতা বিশিষ্ট রেলিং দিয়ে ঘিরে দিতে হবে উন্মুক্ত প্রান্তে প্রতিটি ল্যাডার ওয়ে ফ্লোর ওপেনিং অথবা প্ল্যাটফর্ম রেলিং দিয়ে ঘিরে দিতে হবে; সংলগ্ন ভূমি থেকে ১-২ মিটার অথবা তার বেশি উচ্চতায় প্রতিটি ফ্লোর উন্মুক্ত প্রান্তবিশিষ্ট অথবা প্ল্যাটফর্মের উন্মুক্ত প্রান্তে রেলিং দিতে হবে।

৩. ঠিকাদার যথোপযুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পোষাক ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে এবং সেগুলির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ঠিকাদার সেফটি নেট, বেল্ট বর্ম ও আস্তরনের যোগান দিবেন। কার্য সরঞ্জামাদির জন্য নিরাপত্তা উপদেশ ও নিরাপদ চালনের জন্য নিরাপত্তা মূলক উপদেশ এর জন্যে নির্দিষ্ট পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা (সংযুক্ত) অনুসরণ করতে হবে।

৪. ঠিকাদার সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত স্থানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ঔষধ সরবরাহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি সরবরাহ ও সংরক্ষণ করবেন। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সার্বক্ষণিক উপস্থিত রাখা আবশ্যক হবে।

৫. ঠিকাদারকে শ্রমিকদের কর্মস্থলে যেখানে ঝুঁকি এড়ানো অথবা কমানো যাবে না সেখানে অবশ্যই নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সংকেতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. সাইটে নির্দিষ্ট যে কোন দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক অথবা অপ্রত্যাশিত ঘটনা কাজের অগ্রগতিতে সম্ভাব্য বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কিনা তা ঠিকাদার প্রকৌশলীকে দ্রচত ও লিখিতভাবে জানাবেন।

অপসারণ ও দূষণ :

১. প্রকৌশল বা বিচার বিভাগীয় বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অননুমোদিত যে কোন জায়গায় বর্জ্য রাবিশ বা আপত্তিকর বস্তু ঠিকাদার ফেলতে পারবেন না। ঠিকাদার যে কোনো জলাধারে তেল, কঠিন বস্তু, নোংরা অথবা ভাসমান বস্তু নিক্ষেপ করবেন না।

২. ঠিকাদার সরকারি বা বেসরকারি সড়ক পরিস্কার রাখতে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যানবাহন বা সরঞ্জামাদির নির্গমন বা নি:সরনকৃত দূষণ বর্জ্যের যুক্তিসঙ্গত পূর্বসতর্কতা গ্রহণ করবেন।

৩. সাইট কার্যালয় ও ক্ষণস্থায়ী শ্রমিক শেডে শ্রমিক/কর্মচারীদের জন্যে ঠিকাদারদের সেনিটারী পায়খানা বা সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবস্থা নির্মাণ অথবা মানববিষ্ঠা অপসারনের জন্য বহনযোগ্য কেবিন টয়লেট স্থাপন করতে হবে,ঠিকাদারদের যথাযথ স্থানে (প্রকৌশলী কর্তৃক নির্দেশিত)কঠিন বর্জ্য সংগ্রহনে বর্জ্য ঝুড়ি/পাত্রের ব্যবস্থা করতে হবে,এবং স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তায় কঠিন বর্জ্যের যথাযথ স্থানান্তর/পরিত্যাজের নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

মাটির কাজ:

৪. প্রাকৃতিক ভূমিতে গর্ত খননের সময়ে ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রথমে ৩০০ এমএম
থেকে ৪০০ এমএম পর্যন্ত উপরিভাগে মাটি খনন করা হয় এবং গর্তের এক পার্শ্বে তা মজুদ করা হয় এবং অবশিষ্ট খননকৃত মাটি আলাদাভাবে/অন্যপার্শ্বে মজুদ করা হয় যাতে করে গর্তের ব্যাক ফিলিং-এর সময় উপরিভাগের মাটি আবার উপরেই স্থাপন করা যায়।

১৪৭. পরিবেশগত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের বর্ণনা বাজেট প্রণয়নে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসব বিষয় দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে বিবেচিত হবে। পরিবেশগত কাজের জন্যে সদৃশ বিল অব কোয়ানটিটি (বিওকিউ) পরিশিষ্ট-৭ এ দেখানো হয়েছে।

আইসিটি মনিটরিং :

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি, গুণগত মান নিরূপণের লক্ষ্যে দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি প্রদান এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত এলজিইডির প্রকৌশলীবৃন্দ ও বিশ্ব ব্যাংক টিমের পরিদর্শন সংখ্যা ও পৌন:পুণিকতা মনিটর করার জন্য একক ব্যবস্থা হিসেবে এমডিএসপি-২ এর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে আইসিটি মনিটরিং প্রয়োগ করা হবে। অংশগ্রহণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি ও অনিয়ম এবং মন্তব্য প্রদান উপাত্ত ও সংগ্রহের বাস্তবভিত্তিক মনিটরিং কৌশল স্মার্টফোন নির্ভর আইসিটি প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত আইসিটি প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখ করে তারিখ ও সময় এবং উপাত্ত ও আলোকচিত্র প্রদানে জিপিএস সহায়তা করে যেগুলি চাহিদার ভিত্তিতে অনলাইন ডাটাবেইজে সম্প্রচার করা হয়। মোবাইল ও ইন্টারনেট বহির্ভূত ভৌগলিক এলাকায় চাহিদা ফোন মেমোরিতে সংরক্ষিত থাকে এবং পরবর্তী সময়ে সম্প্রচারিত হয়। অনলাইন ডাটা বেইজ বৈধ ব্যবহারকারীদের প্রদান করা হবে যেখানে রিপোর্টগুলি সীমিত রাখা হবে আশ্রয়কেন্দ্রস্থলে পারস্পারিক মানচিত্রে যা দেখা যাবে। আইসিটি মনিটরিং বিস্তারিত ও বাস্তবানুগ প্রকল্প সম্পাদনের স্থির চিত্রাবলী সীমিত সম্পদের পরিস্থিতিতে সহজাতভাবে চিহ্নিত সংকটময় আশ্রয় কেন্দ্রগুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করে, নির্মাণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা স্থাপন করে এবং পরিদর্শন টিম ও ঠিকাদারদের অনুপ্রাণিত করে।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাধারণ নীতিমালা

১৪৮. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিবেশ নিরূপণের মাত্রামান নির্ণয় করে এবং এমডিএসপির আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প সমূহের বিধিবদ্ধ চাহিদা ও বাস্তবায়নের ইএর পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

১. এলজিইডি পরিবেশ আনুকূল্য পর্যবেক্ষণে দায়ী থাকবে এবং সামগ্রিক প্রকল্প পরিবেশ আনুকূল্য তত্ত্বাবধান করবে। এলজিইডি কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ পরামর্শকগণ প্রকল্প উদ্যোক্তাকে এই বাধ্যবাধকতা মেনে মেনে চলতে সহায়তা প্রদান করবে।

২. এই ইএমএফ নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুসরণ করবে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধিমালা (বিধান, অর্ডিন্যান্স, আইন ইত্যাদি) এবং বিশ্বব্যাংক পরিচালনা নীতিমালা ও নির্দেশিকা।

৩. এলজিইডি পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট ইএমএফ পেশ করে সেগুলির পর্যালোচনা ও সম্মতির জন্য।

৪. এলজিইডি উপ-প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় কম্যুনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

৫. পরিবেশগতভাবে সংরক্ষিত ও সংকটময় এলাকায় এবং নালিশী সম্পত্তি অথবা উন্নয়ন কল্প জমিতে বা জমির সন্নিকটে প্রকল্পের কোনো কার্যাবলী পরিচালিত হবে না।

৬. বর্তমানের পরিবেশগত আচরণবিধি (ইসিপি) অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৭. জিডাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবেশ স্ক্রীনিং হচ্ছে কিংবা তা নিশ্চিত করবে এলজিইডি।

৮. ডিজাইন পরামর্শক নিশ্চিত করবেন যে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে পর্যাপ্ত নজর দেয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সকল উপ-প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলন ব্যয় সহ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) পরিচালিত হবে ।

৯. দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী করবেন ডিজাইন পরামর্শক ও এসইএমপি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাধারণ ইসিওপি, প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ধারা, সাইট ভিত্তিক ইএমপি রচনা এবং ইএমপি ব্যয় দরপত্র দলিলের সংশ্লিষ্ট ধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

১০. ইএমপি বাস্তবায়ন করবেন ঠিকাদার এবং তত্ত্বাবধান করবেন ডিজাইন পরামর্শক এবং মনিটরিং করবেন ব্যবস্থাপনা পরামর্শক।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশিকা

১৪৯. উপ-প্রকল্পের সাইটসমূহ নির্বাচিত করা হবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে যাতে করে অতি দরিদ্র, নারী, উপজাতীয় জনগোষ্ঠি, সনাতন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি সহ সমাজের দুঃস্থ মানুষেরা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে যেতে পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ অনুসারে স্থানীয় জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন করা হয়েছে যাতে করে তারা উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটর করতে সক্ষম হয়। তদানুযায়ী উপ-প্রকল্প চক্রসমূহের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াসমূহের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৫০. স্থানীয় সরকার আইনসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) স্বীকৃতি প্রদান করে যে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের আলোকে স্টেকহোল্ডারদের তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং এলজিইডিসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরতে বাধ্য থাকবে। এর ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে আস্থা উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং তা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। উপ-প্রকল্প বিষয়ক তথ্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে সামাজিক স্ক্রীনিং/নিরূপণ রিপোর্ট সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এবং/অথবা উপ-জাতীয় জনগোষ্ঠি উন্নয়ন পরিকল্পনা সহ।

১৫১. নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি সামাজিক জবাবদিহিতা উপকরণসমূহ বাস্তবায়ন করবে। উন্নয়নকৃত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্যয় সহ সকল কার্যকলাপের তথ্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র ও আশ্রয়কেন্দ্রাভিমুখে সংযোগ সড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ও জন সমাগমের স্থানসমূহে পরিবেশন করা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জন সাধারণের অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে রিপোর্টিং অনুসন্ধানের জন্য সহজ ফরম্যাট প্রয়োগ করা। নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে (১) সুফল ভোক্তা, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার কর্তৃক সনাক্তকৃত সমস্যাদি সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে পরামর্শ, ফিডব্যাক ও অভিযোগ

নিস্পত্তির কৌশল সমূহ; (২) প্রকল্পটি সুফল ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা; এবং (৩) সমস্যাদি সনাক্তকরণের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

১৫২. স্থানীয় অধিবাসী, স্থানীয় সরকারি প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এলজিইডি আশ্রয়কেন্দ্র সাইটসমূহ ও সংযোগ সড়কসমূহের জন্য জমি সংগ্রহের লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে । চুক্তিবদ্ধ ডিজাইন ও তত্ত্বাবধান পরামর্শকগণ এসএমপি উন্নয়নে এলজিইডিকে সহায়ক প্রদান করবে। বাছাই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হবে সুফলভোক্তা গোষ্ঠির সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ও প্রত্যাহার এড়ানো সম্ভব হয়। পুরকৌশলগত কার্যকলাপের চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বাস্তবায়নের সম্মতি ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে এলজিইডি এসএমপি প্রসঙ্গে ব্যাংকের সঙ্গে মত বিনিময় করবে।

যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ কৌশল

১৫৩. এমডিএসপি-এর সামগ্রিক উন্নয়ন লক্ষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় জনগণের দূর্ভোগ লাঘব করা। লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রধান তৎপরতা যখন স্থাপনাভিত্তিক পদক্ষেপ হয়ে থাকে, তখন স্থানীয় জনগোষ্ঠির চিন্তার বিষয় হয় নির্মাণ কাজের গুণগত মান, আশ্রয়কেন্দ্র ভবনের আকৃতি এবং আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়কসমূহের জীবন কাল। যোগাযোগ ও অংশগ্রহণমূলক কৌশল জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে কারণ স্থানীয় জনগোষ্ঠি হচ্ছে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ বিশেষ। এ কৌশল দুই তরফা যোগাযোগ প্রবর্তন করে একটি টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে। এলজিইডি প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিনিময় করবে এবং সাইট নির্বাচন, জমি সংগ্রহ, পুরকৌশলগত ডিজাইন এবং নির্মাণ কাজের সিডিউল সম্পর্কে তাদের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবেন। যোগাযোগ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে (১) প্রচার ও পরামর্শ সভা (২) উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত লিফলেট ও পুনর্বাসন পুস্তিকা বিতরণের প্রস্তুতি, যখন যেভাবে প্রয়োজন এবং (৩) পরিকল্পনা ডিজাইন ও বাস্তবায়ন কালে চাহিদার ভিত্তিতে মাঠ পরিদর্শন। সাইট নির্বাচন, উপ-প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতায় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অধিবাসীদের অংশগ্রহণ কাঙ্খিত হবে। প্রকল্প এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র অবকাঠামোসমূহের চাবিকাঠী হবে পরামর্শের মাধ্যমে সুফলভোক্তাদের অংশগ্রহণ ও ফিডব্যাক। ডিজাইন ও নির্মাণকাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাদেরকে সংগঠিত ও অবহিত করা হবে।

অভিযোগে সাড়া প্রদান - অভিযোগ নিরসন কৌশল

১৫৪. অভিযোগ নিরসনের লক্ষে প্রকল্পটি অভিযোগে সাড়া প্রদান সংক্রান্ত একটি কৌশল (জিআরএম) উদ্ভাবন করবে যার মাধ্যমে প্রকল্প ডিজাইন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নিরূপণ ও নিরসনের জন্য এই কাঠামোয় গৃহিত নির্দেশিকা প্রয়োগে যে কোন অনিয়ম সম্পর্কে নালিশ ও অভিযোগ সংক্রান্ত জিজ্ঞাস্য বিষয়ে জবাব দান, প্রস্তাবনা গ্রহণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ পদ্ধতি যে কোনো সমস্যা/বিবাদের সন্তোষজনক ও দ্রুত সমাধান প্রদান করবে এবং বিক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদেরকে ব্যয়বহুল ও কালক্ষেপনকারী আইনী ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করবে। তবে প্রক্রিয়াটি কোনো ব্যক্তিকে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। অভিযোগে সারা প্রদান সংক্রান্ত কেন্দ্রবিন্দু থাকবে আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সংলগ্ন এলাকার ইউনিয়ন অথবা পৌরসভায় এবং এলজিইডির অধীনে প্রকল্প স্তরে। একটি অভিযোগ নিস্পত্তি কমিটি (জিআরসি) গঠিত হবে প্রতিটি উপ-প্রকল্পে এবং তাকে কর্তৃত্ব দেয়া হবে উপ-প্রকল্প স্তরে যাবতীয় প্রস্তাবনা ও অভিযোগ দেখাশোনা করার জন্য। অভিযোগে সাড়া প্রদান সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ১০ এ প্রদত্ত হলো।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নীতি কাঠামো

উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য ভূমি প্রাপ্তির নির্দেশিকা

১৫৫. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যখন প্রকল্পসমূহের অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন হয় যার পরিণতিতে সাময়িকভাবে অথবা স্থায়ীভাবে মানুষের ভৌত ও অর্থনৈতিক স্থানান্তরকরণের কারণ ঘটে। সেক্ষেত্রে কোনো অবকাঠামোর বর্তমান ভূমিসীমার সম্প্রসারণ কাঙ্খিত সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়ন তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত নির্দেশিকা অনুসরণে সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি সংগ্রহ করে থাকে।

১. উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব জমি। নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অথবা কোনো বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রের আনুভূমিক সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্মুক্ত জমি থাকলে এলজিইডি এ ধরনের অবকাঠামোর জন্য সাইট সনাক্ত করবে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জাতীয় অবকাঠামোর জন্য জমি সম্প্রদানে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবহারযোগ্য জমি রয়েছে এমন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা তৈরী করবে এলজিইডি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অনাপত্তি সংক্রান্ত ছাড়পত্র সংগ্রহ করবে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা অন্যান্য বেসরকারি/কম্যুনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে চিহ্নিত জমি সাইটের জন্য চূড়ান্তকরণের পূর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

২. সরকারি জমি : আশ্রয়কেন্দ্র অথবা সড়ক নির্মাণের জন্য নির্বাচিত সরকারি জমি যখন বিত্তবান ব্যক্তিদের প্রয়োজন ব্যবহৃত হতে থাকে এবং পরবর্তীতে তার ব্যবহার স্থগিত হয়ে গেলে যদি আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে এলজিইডি এবং স্থানীয় অধিবাসীরা তাদেরকে সেই জমির মালিকানা পরিত্যাগ করতে রাজি করানোর উদ্যোগ নিতে পারে এবং তারা রাজি না হলে বিকল্প জমির সন্ধান করতে পারে। যখন এ জাতীয় জমি দরিদ্র ও দু:স্থ জনেরা আবাসন এবং/অথবা জীবিকার স্বার্থে ব্যবহার করে, তখন এলজিইডি ও সুফলভোক্তারা তা গ্রহণ করতে পারে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন পদক্ষেপের আয়োজনের মাধ্যমে। তবে বর্তমান ব্যবহারকারীদের এখতিয়ার থাকবে কোনো রকম বিরূপ পরিনামের আশংকা থেকে মুক্ত থেকে জমির ব্যবহার থেকে সওে যাওয়া, তা না হলে জমির দখল ছাড়তে অস্বীকার করার। আরএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে।

৩. ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ঐচ্ছিক সম্প্রদান : আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ এবং আশ্রয় কেন্দ্রাভিমুখী সংযোগ সড়কসমূহ যেহেতু উপকূলীয় জনগোষ্ঠির দুর্যোগ সংকট লাঘব করার লক্ষ্যে জনগণের চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো, সেহেতু সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিক, রাজি হওয়া সাপেক্ষে, জমির মূল্য এবং বিশ্ব ব্যাংক অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওপি ৪.১২ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমি সম্প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। তবে এলজিইডি এই মর্মে নিশ্চিত করবে যে,

১. সম্প্রদানের অবদান ঐচ্ছিক;

২. সম্প্রদানকৃত জমি দায়মুক্ত;

৩. সম্প্রদানের কারণে দুঃস্থ জনগণের জীবিকার কোনো ক্ষতি হবে না, যদি ক্ষতি হয় তাহলে এলজিইডি এবং/অথবা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে নিরসনমূলক পদক্ষেপের আয়োজন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে

৪. প্রকল্পের অভিযোগ নিস্পত্তি কৌশল সম্পর্কে জমিদানকারীদের অবহিত করতে হবে;

৫. জমি দাতাগণকে জমির সকল দাবি পরিত্যাগ করতে হবে এবং দেশের আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমির স্বত্ত্বনামা প্রাপকের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৬. ঐচ্ছিক সম্প্রদান একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে প্রামাণ্যকরণ করা হবে (পরিশিষ্ট - ১৫ দ্রষ্টব্য)।

৪. সরাসরি ক্রয় অথবা বিনিময় অথবা ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে অবদান-এর বেসরকারি জমি : জমি মালিকরা বিত্তবান হলে ঐচ্ছিক সম্প্রদান অধিকতর সম্ভবপর হয়, কিন্তু তারা সংখ্যায় অতি অল্প। তবে গুরুতর সংকটের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক সম্প্রদান সম্ভব না হলে, এলজিইডি উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় অধিবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধচিত করতে পারে আগ্রহী ক্রেতা ও আগ্রহী বিক্রেতার ভিত্তিতে সরাসরি জমি ক্রয়ের জন্য। এছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জমির মালিকরা ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে অথবা

অন্যত্র অনুরূপ জমির সঙ্গে বিনিময় সাপেক্ষে জমি প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। জমি মালিকরা যে কোনো পরিস্থিতিতে কোনো রকম বিরূপ পরিণতির আশংকা ব্যতিরেকে জমির মূল্য যাচাই অথবা বিক্রয়/অবদানে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার রাখেন।

৫. বেসরকারি জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ : যেক্ষেত্রে ঐচ্ছিক অবদান অথবা সরাসরি ক্রয় সম্ভবপর নয়, অথচ সংশ্লিষ্ট জমিটি খুবই প্রয়োজন সেক্ষেত্রে এলজিইডি আইনী প্রক্রিয়া প্রয়োগে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংক পরিচালননীতি (ওপি ৪.১২) প্রযোজ্য হবে এবং আরএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া অগ্রভাগেই শুরু করতে হবে যাতে করে ভূমি অধিগ্রহণকারী উপ-প্রকল্প সমহের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন হয়।

১৫৬. ঐচ্ছিক সম্প্রদানের ক্ষেত্রে এলজিইডিকে (১) নিশ্চিত করতে হবে যে ভূমি মালিকরা এবং স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছে; (২) প্রত্যয়ন করতে হবে যে সম্প্রদানের বিষয়টি সত্যই ঐচ্ছিক; এবং (৩) নিশ্চিত করতে হবে যে সম্প্রদানকারী প্রকৃতপক্ষেই জমির বৈধ মালিক এবং জমি বাবদ কোনো বকেয়া কর নেই অথবা মালিকানার প্রশ্নে কোনো বিবাদ নেই।

ঈুনর্বাসন নীতি সংক্রান্ড় নির্দেশিকা

১৫৭. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংক ওপি ৪.১২ এর আনুকূল্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন জনিত বিরূপ প্রভাবসমূহ মোকাবেলার জন্য ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্স ২ পর্যাপ্ত নয়। অর্ডিন্যান্সে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ / ব্যবসার পুনর্বাসন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো প্রকার সহায়তা দানের ব্যবস্থা নেই। ভূমি অধিগ্রহণ সেইজন্য অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ গ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষিনির্ভর পরিবারসমূহের উৎপাদনের ভিত্তি দারুণভাবে হ্রাস পায় এবং যারা ভৌত অর্থনৈতিকভাবে স্থানান্তরিত হয় তারা দারিদ্র্য ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। যেহেতু আইনগত কাঠামো অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২-এর শর্তাবলী পূরণ কওে না, সেইজন্য প্রকল্পটি ব্যাংকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত অতিরিক্ত কৌশলাদি প্রয়োগ করবে :

১. পুনর্বাসনের পরিহার অথবা হ্রাস করা : আইনের আওতায় অহেতুক ভূমি অধিগ্রহণ কেবল প্রচ্ছন্নভাবে অনুৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন- এ উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণকৃত জমি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। তবে বিষয়টি প্রকৃত পক্ষে মান্য করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করার কোনো কৌশল নাই।

২. ক্ষতি পূরণের যোগ্যতা : আইনের আওতায় কেবল ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে যারা ভূমি প্রশাসনের রেকর্ডে মালিক হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু অবৈধ দখলদারদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় নি। যে জমিতে তারা বসবাস করে অথবা জীবিকা অর্জন করে তার স্বত্ত্বাধিকারের প্রশ্নে তাদের কোনো বৈধতা নেই।

৩. ক্ষতিপূরণ : আইনের আওতায় জমি এবং জমির উপরে নির্মিত ও উৎপাদিত অন্যান্য বস্তুর (স্থাপনা, গাছপালা ও ফলোদ্যান, শস্য এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী পুকুর ইত্যাদি) জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু ভূমি অধিগ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হোকনা তারা বৈধ স্বত্ত্বাধিকারী কিংবা অবৈধ দখলদার, ভাড়াটিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার কর্মচারী, তাদের হারানো উপার্জন অথবা উপার্জনের উৎসের নিরূপণ ও পুনরুদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা নেই।

৪. ক্ষতিপূরণের মানদন্ড : যদিও আইনে বলা হয়েছে যে অধিগ্রহণকৃত জমির বাজার দর হচ্ছে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, কিন্তু আইনগত ক্ষতিপুরণ নিরূপণ পদ্ধতি অনুযায়ী সব সময়ে দেখা যায় যে জমির মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম (৬) মূল্য নির্ধারণের কতিপয় মানদন্ড, যেগুলি অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়, প্রয়োগ করা হচ্ছে স্থাপনা ও বিবিধ প্রতিষ্ঠিত সুবিদাধি, গাছপালা, শস্য ইত্যাদি ক্ষতি নিরূপণের জন্য।

৫. পরিবারসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনার পুন:স্থাপন : যাদের বাস্তভিটা অধিগ্রহণ করা হয়েছে অথবা যাদের আবাসনস্থল অথবা জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পুন:স্থাপনের জন্য অথবা পুন: স্থাপনের সহায়তার জন্য কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা

নেই। এ ধরনের ব্যক্তি পরিবারকে হোক না তারা স্বত্ত্বাধিকারী অথবা অবৈধ দখলদার, তাদের নিয়তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

৬. ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা : ভূমি অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাগজপত্র নিরীক্ষা সাপেক্ষে ভূমি মালিক (অথবা রোয়েদাদ গ্রহণকারী) সনাক্ত করার পর তাদের কাছে আইনগত নেটিশ প্রেরণ করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি জানাতে পরামর্শ দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের দায়িত্ব হবে একাধিক কাগজপত্র দাখিল করে প্রমাণ করা যে অধিগ্রহণকৃত জমি বৈধ মালিক তারাই। যেহেতু এই সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়বহুল ও জটিল ব্যাপার, সেইজন্য অনেক ভূমি মালিকই ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে না। [৭]

৭. আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন : অধিগ্রহণ পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ যে দীর্ঘ মেয়াদী আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের শিকার হবে সে ব্যাপারে আইনের মধ্যে কোনো উল্লেখ নেই। পুন:স্থাপিত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও সামাজিক পুন:সমন্বয় ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ আইনে নেই।

(৬) আইন অনুসারে ইউনিট অথবা মৌজা পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন কর্তৃক জমির বৈশিষ্ট্য বিচারে বাজার দর হিসেব করা হয় তিন ধারা নোটিশ জারি হতে বিগত এক বছরের রেকর্ডকৃত বিক্রয় মূল্যের গড়ের ভিত্তিতে। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে নির্ধারণকৃত দর প্রকৃত বাজার দরের সমতুল্য হয় না। যেহেতু/অধিগ্রহণ মূল্য বিক্রয় কর এড়ানোর লক্ষ্যে প্রায়শই অনেকখানি কম দেখানো হয় সেইজন্য আইনগত ক্ষতিপূরণ নিরূপণ প্রকৃত বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম হয়ে যায়।

(৭) বর্তমান ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায়, যা সেকেলে বলে ব্যাপকভাবে পরিচিত, জমির লেনদেন পল্লী অঞ্চলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিক্রয়/ক্রয়ের পরেও স্বত্ত্বাধিকার বৈধভাবে কার্যকর রয়ে যায়। বিক্রেতা মিউটেশন না হওয়া পর্যন্ত বৈধ রেকর্ডসমূহে মালিক হিসেবেই থেকে যায়। জমির লেনদেন প্রক্রিয়া যেহেতু জটিল এবং ব্যয় বহুল এবং কেবল স্বত্ত্ব দলিল সম্পাদিত হলেই জমি ব্যবহারের রীতি প্রচলিত রয়েছে, বেশির ভাগ জমির লেনদেনই স্বত্ব দলিল বহির্ভূত অন্যান্য প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে কার্যকর হয়। অনেক জমি ক্রেতারা জানেই না যে মিউটেশন কি অথবা এর গুরুত্ব কতোখানি।

যোগ্যতা ও অধিকার প্রাপ্তির নীতি

১৫৮. প্রকল্প পুনর্বাসন নীতি কাঠামোর আওতায় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও গোষ্ঠিসমূহ হচ্ছে (১) ক্ষতিগ্রস্ত জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বৈধ স্বত্ত্বাধিকার/সমঝোতা চুক্তি ভিত্তিক মালিক, (২) সরকারি/খাস জমি ব্যবহারকারী অবৈধ দখলদার/অনুপ্রবেশকারী [৮]; (৩) সরকারি/খাস জমি ব্যবহারকারী উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্যোক্তা/সুফলভোগীরা যেমন, সামাজিক/কম্যুনিটি ভিত্তিক বনায়ন এবং আর্থ-সামাজিকভাবে দু:স্থ জনগোষ্ঠির জন্য ভূমি নির্ভর আয় বর্ধনকারী কর্মসূচি; (৪) অন্যের জমি নষ্ট না করার শর্তে অধিকার ভোগকারী ব্যক্তিবর্গ; এবং (৫) স্থানীয় অধিবাসী/গোষ্ঠি যাদের উপর গোষ্ঠিগত প্রভাব পড়েছে।

১৫৯. প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা লাভের জন্য স্বীকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিম্নরূপ :

১. বাস্তুভিটা, কৃষি ও অন্যান্য জমি, পুকুর ও অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক স্থাপনাসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বাজার জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত বদলী ব্যয়-এর ভিত্তিতে।

২. সকল ক্ষতিগ্রস্ত অ-ভূমি সম্পত্তি যেমন, ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা, গাছপালা, মৌসুমী ও শাশ্বত শস্য, ফলজ বাগান ও অন্যান্য মূল্যবান অস্থাবর বস্তুর অধিকার চ্যুতির সময়ে পুন:স্থাপন ব্যয়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৩. ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার জন্য যোগ্যতা বিবেচিত হবে কাট-অফ তারিখসমূহের ভিত্তিতে। এসব তারিখ হচ্ছে ঐ সমস্ত দিন যখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের সম্পত্তির তিন ধারা নোটিশ ও শুমারী করা হবে। কাট-অফ তারিখের পরে

নির্মিত ঘর-বাড়ি/স্থাপনা ও অন্যান্য অনুরূপ সম্পত্তির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠিসমূহ ক্ষতিপূরণের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৮) বাংলাদেশ সরকার অথবা তার কোনো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোনো পরিবার অথবা ব্যক্তি সরকারি জমি দখল করে রাখলে তাদেরকে জমির অবৈধ দখলদার বলা হবে। নিজস্ব জমির সংলগ্ন সরকারি জমি/বাঁধ অথবা অন্যত্র কোনো জমি অবৈধভাবে দখল করলে তাদেরকে বলা হবে অনুপ্রবেশকারী।

৪. অধিগ্রহণের কারণে যেখানে বাস্তুভিটা থেকে স্থানান্তকরণের প্রশ্ন দেখা দেবে এবং সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভূমির স্বত্ত্বাধিকার থাকতেও পারে অথবা নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে পুন:স্থাপনের জন্য উৎসাহ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। আত্মচেষ্টায় পুন:স্থাপনের জন্য এবং মৌলিক সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামোর আয়োজন করবে।

৫. প্রকল্প তৎপরতা যেখানে বাস্তবায়নকারী সংস্থার (এলজিইডির জমি অথবা উদ্যোগগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি) নিজস্ব জমিতে বসবাসকারী বেআইনী দখলদার/অনুপ্রবেশকারী পুণ:স্থাপনের শিকার হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তাদের মালিকানাধীন ভৌত সম্পদের উপর (স্থাপনা গাছপালা শস্য কনা ও শ্বাশত সম্পত্তি)।

৬. সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি এবং সেগুলোর খন্ডাংশ/উপাদানসমূহের মতো সম্পত্তি যেগুলির নিরাবরণ ও অপসারণ সম্ভব, তা ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না। তবে বর্তমান বাজার দরের ভিত্তিতে মালিকগণকে নিরাবরণ ও অপসারণ বাবদ অর্থ প্রদান করা হবে।

৭. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা মালিকগণকে তাদের আয়ের সাময়িক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে পুন:স্থাপনের সাইটে নতুন করে ব্যবসা শুরুর সময় পর্যন্ত। তবে কোনো ব্যবসা যেটি শুমারী প্রতিবেদনে বর্ণিত আছে কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে বা অপসারিত হয়েছে, প্রকল্প সংক্রান্ত কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণে, সেক্ষেত্রে তা ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না।

৮. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসার জন্য কর্মচারীদেরকে সাময়িক উপার্জন হানির জন্য পুন:স্থাপিত স্থানে নতুন করে ব্যবসা শুরু করা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তবে শুমারী রিপোর্টে উল্লেখিত কোনো ব্যবসার কর্মচারী ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না যে ক্ষেত্রে তা হলো - (১) ব্যক্তিটি ব্যক্তিগত কারণে ব্যবস্থা ছেড়ে চলে যায় অথবা (২) কর্মচারী যদি ব্যবসায়ী মালিকের পরিবারের কোনো নাবালক সদস্য হয় এবং খন্ডকালীন ভিত্তিতে তার সাহায্যকারী হয়ে থাকে। অথবা (৩) প্রকল্প সংক্রান্ত কারণ ছাড়াই যদি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় অথবা অপসারিত হয়।

(৮) সরকার অথবা তার কোনো সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আইনগত ব্যবস্থা ছাড়াই কোনো পরিবার বা ব্যক্তি যদি সরকারি কোনো জমি দখল করে তখন তাকে বলা হবে অবৈধ দখলদার। দখলকৃত সরকারি জমি/বাঁধের পাশে অথবা অন্যত্র যদি দখলদারের নিজস্ব কোনো জমি থাকে, তাকে বলা হবে অনুপ্রবেশকারী।

৯. পিএপিদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ/এনটাইটেলমেন্ট পূর্ণাঙ্গরূপে প্রদান করা হবে তাদেরকে অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি ও সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ করার আগেই।

১০. প্রকল্প থেকে উদ্ভূত অন্যান্য কোনো বিরূপ প্রভাব যা ইতোপূর্বে অনুদঘাটিত ছিলো, সেটি নিরসনকল্পে প্রকল্প সনাক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

১৬০. রাষ্ট্রীয় বিধান (১৯৮২ সালে অর্ডিন্যান্স-২)-এর আওতায় যোগ্যতা ও এনটাইটেলমেন্টের পরিমাত্রাসমূহ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক নীতি (ওপি ৪.১২) পরিশিষ্ট- ১২ তে প্রদশিত হয়েছে।

আর এ পি প্রণয়ন

১৬১. সাইটসমূহের ডিজাইন, আকৃতি ও অবস্থান নির্বাচনে শুমারী, আর্থ-সামাজিক জরিপ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শের ফলাফল হবে নির্ধারক উপাদান। সাইটসমূহের নির্বাচন ও সীমানা চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন হওয়ার পর এস এম এফ-এর আলোকে

প্রতিটি নিরসন পদক্ষেপের জন্য প্রভাবসমূহ সনাক্ত করণের লক্ষ্যে সম্পত্তিসমূহের তালিকা নির্ধারণ ও পিএপি শুমারী পরিচালনা (আরএপি) উপ-প্রকল্পসমূহের প্রতিটি নির্মাণ প্যাকেজের জন্য প্রণয়ন করতে হবে পিএপি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ এবং এসআইএ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে। যেক্ষেত্রে কোনো উপ-প্রকল্প কর্তৃক ২০০ জনের কম ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত আরএপি অথবা সংক্ষিপ্ত আরএপি এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

আর এ পি এর বিষয় সমূহ

১. উল্লেখযোগ্য প্রভাব স্পটের অবস্থানসহ প্রতিটি সাইট বিশেষে (অথবা বহুবিধ চুক্তি ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র) গৃহীত উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিরবণ;

২. শুমারী জরিপের ফলাফল এবং প্রভাব বিবরণীর সংক্ষিপ্ত সার (এনাটাইটেলমেন্ট ফাইল তৈরীর জন্য পিএপি/পরিবার ভিত্তিক মাঠ হতে অপরিশোধিত উপাত্তসমূহ কম্পিউটারজাত করা হবে);

৩. বিরূপ প্রভাবসমূহ পরিহার করা এবং/অথবা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিবেচিত বিকল্পসমূহের বিবরণ;

৪. নিরসন পদক্ষেপসমূহ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারসমূহের সঙ্গে পরামর্শের বিবরণ;

৫. এই এসএমএফ এ বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট হার এবং ক্ষতিপুরণের নির্দিষ্ট হার ও এনটাইটেলমেন্টের মানদন্ড এবং অধিকার ভূক্ত ব্যক্তি/পরিবারবর্গ;

৬. সাইট উন্নয়ন এবং আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণজণিত কারণে জেন্ডার ও দু:স্থতা ভিত্তিক প্রভাবসমূহ এবং তার জন্য বিশেষ সহায়তার বিবরণ;

৭. জীবিকা ও জীবন যাপনের মান উন্নয়ন অথবা পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে পুনর্বাসন সাইটসমূহ ও কর্মসূচিসমূহের বিবরণ;

৮. অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশলাদি;

৯. ক্ষয়ক্ষতির শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী বন্টনসহ পুনর্বাসন বাজেট এবং ক্ষতিপূরণ/সহায়তা লাভে যোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা; এবং

১০. মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংক্ষিপ্ত আর এ পি এর বিষয়সমূহ

১. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং আশ্রয়কেন্দ্র মুখী সংযোগ সড়কসমূহের উন্নয়নকল্পের জন্য আবশ্যকীয় এলজিইডির নিজস্ব জমিসহ বেসরকারি ও সরকারি জমিসমূহের প্রামাণ্যকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারী জরিপ, এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ;

২. এসএমএফ-এ বর্ণিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়তার বিবরণ;

৩. গ্রহণযোগ্য বিকল্পসমূহ সম্পর্কে স্থানান্তরিত ব্যক্তিবর্গ/পরিবারসমূহের সঙ্গে পরামর্শের বিবরণ;

৪. অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশলাদি;

৫. ক্ষয়ক্ষতির শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী পুনর্বাসন সংক্রান্ত বাজেট এবং ক্ষতিপূরণ/সহায়তা লাভে যোগ্য ব্যক্তিদের সংখ্যা; এবং

৬. মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

১৬২. এলজিইডি কর্মসূচির প্রতিটি প্যাকেজের জন্য যে কোনো আরএপি সহ এসএমপি/এসআইএ-এর রক্ষাকবচ পর্যালোচনা, ছাড়পত্র ও জনসমক্ষে প্রচার নিমিত্ত প্রকাশনা তৈরী করবে এবং ব্যাংক সমীপে প্রেরণ করবে। এসএমএফ-এর ভিত্তিতে সকল নির্দিষ্ট সাইটের জন্য একটি সামাজিক স্ক্রীনিং রিপোর্ট তৈরী করা হবে। এসএমপি, এসআইএ ও আরএপি সংক্রান্ত সকল পুরকর্ম প্যাকেজ পুরকর্ম চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে প্রামাণ্য কাগজপত্র চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে এবং ব্যাংকের ইনফোশপে যথা সময়ে প্রকাশ করা হবে ।

খন্ড ‘ঙ’ উপজাতীয় উন্নয়ন কাঠামো (টিডিএফ)

উপজাতীয় উন্নয়ন কাঠামো

বেইজ লাইন

১৬৩. বাংলাদেশ বিবিধ সংস্কৃতি ও ধর্ম এবং বহু ভাষাভাষির দেশ। যদিও এদেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠি ও ভাষার অন্তর্গত, মোট জাতীয় জনসংখ্যার (প্রায় ১৫ কোটি) মধ্যে ১৬ লক্ষ মানুষ ৪৫টি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির অন্তর্গত যারা উপজাতীয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত। এসব মানুষেরা মোট জনসংখ্যার ১.১০%) দেশের উত্তরাঞ্চলে এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত এবং সাধারণভাবে তারা

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। তবে উপকূলীয় এলাকাসহ বাংলাদেশের সর্ব এই উপজাতীয় জনগোষ্ঠি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অল্প সংখ্যায় প্রকল্পের অধীনে ৯টি উপকূলীয় জেলায় মোট জনসংখ্যার ০.২০% এবং দেশের মোট উপজাতীয় জনগোষ্ঠির ৮.৭%। স্থানীয়ভাবে বরিশালের ৫০% ভোলায় ৬৮%, পটুয়াখালীতে ৮১%, পিরোজপুরে ৮৯% চট্টগ্রামে ৬৭%, কক্সবাজারে ৭২%, ফেনীতে ৫৬%, লক্ষীপুরে ১৬% এবং নোয়াখালীতে ২০% উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পল্লী এলাকায় বসবাস করে। সারণী- ৫-৫-এ দেখানো হয়েছে প্রকল্প জেলাসমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির অবস্থান। চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, খুমি, রাখাইন, মালপাহাড়ী, ডালু, মারমা, তনচৈঙ্গা ও বর্মন হচ্ছে প্রকল্প জেলাসমূহে বসবাসকারী প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠি। প্রকল্প জেলাসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে উপজাতীয়দের ঘনত্ব অন্যান্য প্রকল্প জেলার তুলনায় বেশি।

সারণী ১২-১ : প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় জনসংখ্যা

জেলা	জেলার মোট	প্রকল্প জেলাসমূহে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী	প্রকল্প জেলাসমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা হার	প্রকল্প জেলাসমূহের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি	প্রকল্প জেলাসমূহের পল্লী এলাকায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির শতকরা হার
বরিশাল	২,৩২৪,৩১০	৭৬	০.০০৩	চাকমা, গারো, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য	৫০
ভোলা	১,৭৭৬,৭৯৫	৫৭	০.০০৩	চাকমা, খুমি, গারো এবং অন্যান্য	৫৬
পটুয়াখালী	১,৫৩৫,৮৫৪	১,৩৯৯	০.০৯১	রাখাইন, চাকমা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য	৮১
পিরোজপুর	১,১১৩,২৫৭	৫৩	০.০০৫	মালপাহাড়ী, চাকমা, ডালু এবং অন্যান্য	৮৯
চট্টগ্রাম	৭,৬১৬,৩৫২	৩২,১৬৫	০.৪২২	ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা এ অন্যান্য	৬৭
কক্সবাজার	২,২৮৯,৯৯০	১৪,৫৫১	০.৬৩৫	রাখাইন, তনচৈঙ্গা, চাকমা এবং অন্যান্য	৭২
ফেনী	১,৪৩৭,৩৭১	৬৩৯	০.০৪৪	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য	৫৬
লক্ষীপুর	১,৭২৯,১৮৮	২৪৪	.০১৪	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য	১৬
নোয়াখালী	৩.১০৮.০৮৩	৩৪৭	০.০১১	চাকমা, বর্মন, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য	২০

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারী ২০১১ (অনলাইনপ্রাপ্ত)

জেলা	মোট জেলা সংখ্যা	প্রকল্প জেলা সমূহে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী	প্রকল্প জেলা সমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শতকরা হার	প্রকল্প জেলা সমূহের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি	প্রকল্প জেলা সমূহের পল্লী এলাকায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির শতকরা হার
				অন্যান্য	
মোট	২২,৯৩১,২০০	৪৯,৫৩১	০.২১৬	চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, খুমি, রাখাইন, মালপাহাড়ী, ডালু, মারমা, তনচৈঙ্গা, বর্মন এবং	৬৮

				অন্যান্য	

১৬৪. প্রকল্প জেলাসমূহে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির নিজস্ব স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষাতেও অনর্গল কথা বলে। তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী (দেশের ৩য় ধর্ম)। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংকেত ও শক্তির পূজারী। এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগতভাবে ভূমি অধিকার নেই। তাদের ব্যক্তিগত ভূমি অধিকার আছে এবং তাদের নিজস্ব উত্তরাধিকার নীতি অনুযায়ী তারা পৈতৃক জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। সর্বোপরি তারা সরকারের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ভূমি কর প্রদান করে থাকে। তারা ভূমি হস্তান্তর (বিক্রয় অথবা ক্রয়) করতে পারে দেশের ভূমি হস্তান্তর আইনী কাঠামো অনুযায়ী)। যদিও সনাতনী পদ্ধতিতে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনার কিছু নজির তাদের রয়েছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নেই। প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগত বিশ্লেষণ এখানে আলোচিত হলো।

১৬৫. **স্বতন্ত্র দেশজ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি হিসেবে পরিচিত :** ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিসমূহ তাদের উৎস ও বর্ণগত পরিচিতি অনুযায়ী ৯টি প্রকল্প জেলাসমূহে (সারণী ৫-৫ এ তালিকাভূক্ত চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, খুমি, রাখাইন, মালপাহাড়ী, ডালু, মারমা, তনচৈঙ্গা, বর্মন এবং অন্যান্যরা) সাধারণ নৃগোষ্ঠি বলে পরিচিত উপজাতি জনগোষ্ঠি হিসাবে বসবাস করে। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে তাদেরকে বলা হয়েছে “ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায়” এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্যান্য পশ্চাদগামী অংশের মতো তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। জন সংখ্যা ও আবাসন শুমারী ২০১১-তে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে “জাতি গোষ্ঠি জনসংখ্যা” হিসেবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠি তাদেরকে উপজাতীয় জনগোষ্ঠি বলে থাকে।

১৬৬. **বংশানুক্রমিক ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সামষ্টিক অনুরাগ :** প্রকল্পভূক্ত জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠির এখন আর কোনো বংশানুক্রমিক ভূখন্ড নেই এবং তাদের বসবাসের এলাকায় এখন আর তারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা এখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে মিশে গেছে এবং পর্যায়ক্রমে পরিশীলিত ও শিক্ষিত হয়ে ব্যবসা, কৃষি ও চাকুরীসহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠি পেশাসমূহ অবলম্বন করছে। এসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সমষ্টিগতভাবে কোনো ভূমি অধিকার নেই। বাবা মায়ের হোল্ডিং তারা উত্তরাধীকর সূত্রে লাভ করে এবং সেগুলি তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মতো ভোগ করে এবং দেখা শোনা করে। কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় তনচৈঙ্গা উপজাতির লোকেরা জঙ্গলে বসবাস করে। তাদের ভূমি অধিকার নেই, কিন্তু জঙ্গলের কিছু অংশ তারা ব্যবহার করছে আবাসস্থল ও কৃষি কাজের (কলা, বাঁশ ও হলুদ চাষ) জন্য জীবিকার তাগিদে। জঙ্গলের একটা বড় অংশকে তারা ধানক্ষেতে রূপান্তরিত করেছে এবং আর্থিক সংকটের সময় সেইসব ধানীজমি তারা প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান জনগণের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। পটুয়াখালী ও কক্সবাজার জেলার রাখাইন সম্প্রদায় নিজেরা চাষাবাদ করে না, কিন্তু মুসলমান অথবা হিন্দু চাষীদের কাছে ইজারা দেয়। সমতল ভূমির জেলায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠি তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকা (মৎস্য চাষ ও বনাঞ্চলের সম্পদ আহরণ) পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠির অনুরূপ জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

১৬৭. **প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ :** প্রকল্প জেলাসমূহের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ধর্ম ও ঐতিহ্য রয়েছে যা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির দৃষ্টিতে ভিন্নতর ও অনন্য। কিন্তু তাদের কোনো স্বতন্ত্র, সনাতনী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই, যেমনটি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে। তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি তথা সরকারি ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত। উপজাতীয় মানুষেরা এখন আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করছে এবং প্রশাসনিক, স্বাস্থ্য, আইন, প্রকৌশলী, গবেষণা প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য বিভাগের চাকুরীতে যোগ দিচ্ছে। কোনো কোনো উপজাতির ক্ষেত্রে সনাতনী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বর্তমান রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘোরতর সামাজিক সংকটের সময় তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানসহ নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে ।

১৬৮. **আদিবাসী ভাষার প্রয়োগ :** প্রকল্প জেলাসমূহে ক্ষুদ্র উপজাতি জনগোষ্ঠি নিজেদের মধ্যে আদি ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে কিন্তু তারা জাতীয় ভাষা বাংলা অনর্গল বলতে পারে। প্রকল্প জেলাসমূহে খুবই স্বল্প সংখ্যক উপজাতীয়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মূল স্রোতের সাথে বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে। তারা বাংলা ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলের মূল স্রোতধারায় জাতীয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করে। কক্সবাজার জেলার তনচৈঙ্গা উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সাথে সাক্ষাৎকালে এটাই প্রকাশ পায় যে তারা প্রতিবেশী মূল ধারার সাথে বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলছে। মূলস্রোতধারার কিছু বাংলাভাষী লোক উপজাতীয় ভাষাও শিখে মূল স্রোতের জনগোষ্ঠির সাথে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির বন্ধুপ্রতীম ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বৃদ্ধির জন্যে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির ভোটাধিকারের জাতীয় স্বীকৃতি লাভে তাদের মূল স্রোতের জনগোষ্ঠির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আদি উপজাতীয় ভাষায় মন্দির ভিত্তিক পাঠের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

১৬৯. **রাখাইন :** রাখাইনরা আরাকানের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি যারা বাংলাদেশ অভিভাসন শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্তে এবং বসবাস করে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে (প্রকল্পভূক্ত দুটি জেলা)। একজন পরামর্শক কক্সবাজারের মহেশখালী পরিদর্শন করে জানতে পেরেছেন যে রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্ম বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান ধর্ম। রাখাইনদের ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানা রয়েছে। তাদের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পুরুষ ও নারীরা পিতামাতার জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। তাদের কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক/প্রথাগত ভূমি মালিকানা নেই। মহেশখালী উপজেলার মহেশখালী পৌরসভার অধীনে দক্ষিণ রাখাইন পাড়া ও বড় রাখাইন পাড়া এবং ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের অধীনে মন্দির ছড়ায় বসবাসকারী রাখাইন সম্প্রদায়েদের জীবন যাপন পরিদর্শন করা হয়। অতীতে রাখাইন পুরুষের দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কাজসহ মাছধরা, তাঁতের কাজ, স্বর্ণকারের কাজ, কৃষিকাজ ও অন্যান্য অকৃষি কাজে নিয়োজিত থাকতো। বর্তমানে বড় রাখাইন পাড়ার রাখাইন সম্প্রদায় স্বর্ণকার, ব্যবসায়ী, দর্জি ও তাঁতী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। বিত্তবান রাখাইনরা টাকা ধার দেয়ার ব্যবসাতেও জড়িত।

১৭০. সুদুর অতীতে মহেষখালীর রাখাইন লোকেরা বঙ্গোপসাগরে ও উপকূলবর্তী নদীগুলিতে মাছ ধরার কাজ করতো। কিন্তু তারা **১৯৯১** সালের পর থেকে মাছ ধরার কাজ ছেড়ে দেয়। তারা জানতে পারে যে, সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলদস্যুদের আগ্রাসনে জেলেরা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই ঘূর্ণিঝড়ে সাগরে মারা গেছে। জলদস্যুরা অনেক সময়ই তাদের ধরা মাছ ও মাছ ধরার উপকরণ লুণ্ঠন করে থাকে। জলদস্যুরা প্রায়শই অর্থের জন্য জেলেদের জিম্মি করে রাখতো। সুদূর অতীতে রাখাইন পুরুষ ও নারীরা তাদের জমিতে ফসল আবাদ করতো কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূলত দারিদ্র্যের কারণে তাদের জমিগুলি প্রতিবেশী মুসলমানদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। মহেশখালী দরিদ্র রাখাইন পুরুষ, মেয়েলোকেরা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা বর্তমানে অন্যকৃষকের জমিতে দিন মজুর হিসাবে কাজ করছে। জীবিকার জন্য তারা বনাঞ্চল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ কওে না। অতীতে অধিক সংখ্যক প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েলোকেরা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা তাদের জীবিকার জন্য হস্তচালিত তাঁতের কাজে নিয়োজিত ছিলো এবং তাদের মধ্যে কতিপয় দর্জিগিরী করতো। এখন তাঁতের কাজ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের কারণে প্রচন্ডভাবে অবনতি হয়েছে এবং মেয়েলোকদের দর্জি কাজে নিযুক্তি বেড়েছে। মুদির ছাড়ার রাখাইন লোকেরা নাপতি তৈরী ব্যবসা করে, দর্জিগিরী এবং স্বর্ণকারের কাজে জড়িত। মেয়েলোকেরা দর্জিকাজে অধিক জড়িত। এসব লোকজন এখন আর তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে না।

১৭১. রাখাইনদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৌর ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে। তবে তাদের সমাজের (অনানুষ্ঠানিক কম্যুনিটি ব্যবস্থাপনা কমিটির) মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাপনার সনাতনী ব্যবস্থাও তাদের রয়েছে প্রতিটি গ্রামের ও প্রতিটি উপজেলায়। গ্রাম পর্যায়ে সমাজ

শান্তিপূর্ণ মিমাংসায় ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে বিষয়টি উপজেলা পর্যায়ের সমাজের কাছে পাঠানো হয় পরবর্তী শুনানীর জন্য। তারা উপজেলা সমাজকে উচ্চতর সালিশী পরিষদ বলে মনে করে। উপজেলা সমাজ সকল বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দেয়। অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে আইনী মামলার মাধ্যমে বিচারের জন্য তারা স্থানীয় পুলিশ অথবা জেলা পর্যায়ের দেওয়ানী আদালতের শরণাপন্ন হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা মহেশখালীর মুদির ছড়ায় দরিদ্র রাখাইন সম্প্রদায়ের মাঝে লক্ষ্যনীয়।

১৭২. **তনচৈঙ্গা :** এরা হচ্ছে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত এক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি। এরা প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে বসবাস করে। ছয়টি প্রকল্প জেলার মধ্যে একটি জেলা কক্সবাজারে এবং রাঙ্গুনিয়ায় তনচৈঙ্গা রয়েছে। তারা ইন্দো এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠির মানুষ এবং তাদের ভাষা পালি, প্রাকৃত ও বাংলা ভাষা থেকে উদ্ভূত তনচৈঙ্গা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতীর মতো তনচৈঙ্গা বসতি গড়ে উঠেছে পার্বত্য অরণ্যে। কিন্তু তারা পর্যায়ক্রমে পাহাড় থেকে নেমে এসে উপকুলীয় অধিকতর সমতল ভূমিতে বসবাস করেছে। পালংখালী ইউনিয়নের তেল খোলা গ্রাম (৬নং ওয়ার্ড) পরিদর্শন করে জানা গেছে যে তারা নিজেদেরকে তনচৈঙ্গা বলে দাবি করে, কিন্তু স্থানীয় জনগণ তাদেরকে চাকমা বলে। তারা উক্ত এলাকায় বসবাস শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে। অতীতে তনচাঙ্গিয়া নারী পুরুষেরা দুই পাহাড়ের মাঝে সমতল ভূমিতে ধান চাষ করতো এবং পাহাড়ের গায়ে বাঁশ ও কলা চাষ করতো। বর্তমানে তাদের কোন প্রথাগত ভূমি অধিকার নেই এবং তারা ঝুমচাষ পরিত্যাগ করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, তেলখোলা এবং উখিয়া উপজেলার অন্যান্য এলাকার সমস্ত অরণ্য ভূমি বন অধিদপ্তর অধিগ্রহণ করে নিয়েছে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে সেগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তনচৈঙ্গা জনগণ অবাধে বন অধিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে অরণ্য ভূমি চাষাবাদের জন্য দখল করে নিচ্ছে। দখল করা জমিতে তারা ধান, কলা, বাঁশ ও হলুদের চাষ করছে। জানা গেছে দখলকৃত অনেক জমি তারা আর্থিক সংকটের কারণে স্থানীয় মুসলমান চাষীদের কাছে বিক্রি করেছে। তারা বনাঞ্চলের অরণ্য ভূমি আরও দখল করে নিতে পারে এবং তা যদি হয় তাহলে প্রকৃত সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংকুচিত হবে। এসব এলাকায় কোনো প্রকল্প কাজ শুরু করতে গেলে বন অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র আবশ্যক।

উদ্দেশ্যসমূহ :

১৭৩. উপজাতীয় ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠির উন্নয়ন কাঠামো বিশ্বব্যাংক ৪-১০ এর উপর নির্ভরশীল এবং তা উপজাতীয় জনগণ অধ্যুষিত সকল সাইটের জন্য প্রযোজ্য। টিডিএফ এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে।

১. প্রকল্পের কার্যকলাপ ও তৎপরতা উপজাতীয় দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ধরন ও আচরণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২. স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদির আলোকে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সঙ্গে উম্মুক্ত, পূর্ব নির্ধারিত ও অবহিতকরণ সাপেক্ষে পরামর্শ আয়োজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপপ্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রক্রিয়ায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ যে তাৎপর্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করা।

৩. নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে প্রকল্পিটি ক্রটিক্রমেও যেন উপজাতীয়/অন্যান্য দুঃস্থ জনগোষ্ঠির এবং মূলস্রোত জনগোষ্ঠির মধ্যে ক্ষমতা হরণ অথবা বৈষম্য বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে না যায় অথবা জড়িয়ে না পড়ে।

৪. জীবিকা সহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠির উপর যে কোন ধরণের বিরূপ প্রভাব এড়ানো, হ্রাস করণ এবং/অথবা নিরসন করা।

৫. প্রকল্পের সকল পর্যায়ে বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠির (নারী ও পুরুষ) সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে উপযুক্ত কৌশলাদি প্রতিষ্ঠা করা।

৬. প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় এবং অন্যান্য দুঃস্থ জনগোষ্ঠির কাছে প্রকল্পের সুফলাদি ও বিনিয়োগসমূহ সমপরিমাণে পৌঁছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা।

৭. প্রকল্প তৎপরতায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মালিকানা সংক্রান্ত উন্মুক্ত পূর্ব নির্ধারিত এবং অবহিতকৃত পরামর্শ সভা নিশ্চিত করা।

১৭৪. এমডিএসপি' র লক্ষ্য কেন্দ্রীক জেলাগুলিতে সামষ্টিক উপজাতীয় জনগোষ্ঠির স্বল্প সংখ্যক এবং মূলস্রোতের মধ্যে স্থানীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে। তবে সার্বিক প্রকল্প ডিজাইনে দেওয়া আছে যে বর্তমান উপজাতীয় জনগোষ্ঠি, উপজাতীয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলির অবকাঠামো সংঘবদ্ধভাবে করা হবে। উপ-পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে উপজাতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠাকল্পে স্ক্রীনিং ভিত্তিতে নিম্নলিখিত মানগুলি নির্ণয় করবে :

১. লক্ষ্যমুখী উপ-প্রকল্প এলাকাগুলিতে উপজাতীয় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলির উপস্থিতি থাকতে হবে।

২. জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যা সাধারণ এলাকা ও চারণ ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেগুলির চিরাচরিত ব্যবহারে বিরূপ প্রভাবসমূহের মান নির্ণয় করণ।

৩. উপজাতি অথবা অন্যান্য উপগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক পরিচিতির বিরূপ প্রভাবসমূহের মান নির্ণয় করণ।

৪. যে সমস্ত প্রভাবসমূহ দেশজ অভিজ্ঞান ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহের খর্ব করতে পারে তার মান স্ক্রীনিংকরণ।

৫. প্রকল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে উপজাতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটির সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করতে হবে।

বেইজলাইন

১৭৫. প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক পরিচিতি এবং সম্পদ নির্ভরশীলতার উপর একটি বেইজলাইন প্রণয়নের বিষয়টি উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে উপপ্রকল্প এলাকার উপজাতী জনগণের উপর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য যেমন কম্যুনিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রথাগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। পরামর্শসমূহের ভিত্তিতে এমডিএসপি তৎপরতার আলোকে উপজাতীয় ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রধান সমস্যাগুলির সার-সংক্ষেপ তৈরী করা হবে এবং তা বেইজলাইনের অংশ হবে। প্রতিটি উপ-প্রকল্প পরিকল্পনায় বেইজলাইন উপজাতীয় পরিস্থিতির একটি স্বতন্ত্র অংশ থাকবে। টিডিপি প্রণয়নে বেইজলাইন প্রয়োগ করা হবে এবং টিডিপি এর মধ্যে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি থাকবে :

১. উপজাতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলির উপস্থিতিতে গ্রামগুলি ও সেগুলির পরিচিতি (উপজাতির নাম, উপ-উপজাতির নাম, অন্যান্য প্রান্তিক সামাজিক গ্রুপ, যদি থাকে); তার তালিকা।

২. সকল উপজাতি এবং অন্যান্য প্রান্তিক পরিবার বর্গের গ্রামভিত্তিক তালিকা।

৩. উপজাতিসমূহের এবং প্রান্তিক গোষ্ঠিবর্গ/পরিবারবর্গ একই সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক গ্রুপের (পেশা, জমির মালিকানা, ঋণ অবস্থা ইত্যাদি) গ্রাম ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক বিবরণ।

৪. এলাকার উপজাতি উপগোষ্ঠিসমূহের প্রথাগত বনাঞ্চল ব্যবহারের কোনো অধিকার যদি থাকে তার বর্ণনা।

১৭৬. পরিকল্পনা পর্যায়কালে অংশগ্রহণমূলক নিরূপণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে এবং উপজাতি গোষ্ঠিগুলির ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলির প্রধান সমস্যাগুলি উপজাতি অবস্থান নিরূপণের রিপোর্টে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হবে।

নির্ধারিত পরামর্শ ও ব্যাপক কম্যুনিটি সহায়তা

১৭৭. উপ-প্রকল্প এলাকাসমূহের কোথাও (যদি কোনো) উপজাতীয় জনগোষ্ঠি দেখতে পাওয়া গেলে উপজাতীয় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কম্যুনিটিগুলি, সিবিও এনপিও এবং উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে উন্মুক্ত, পূর্ব নির্ধারিত ও জ্ঞাত পরামর্শসমূহ সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকারে স্থান পাবে এবং তাদের ব্যাপক কম্যুনিটি সহায়তা প্রামান্যকরণ করা হবে। নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলি অনুসরণ করা হবে।

১. উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রত্যেক উপজাতীয় কম্যুনিটি চিহ্নিতকরণে উপজাতীয় পরিবারবর্গ ও দলগুলির সঙ্গে পৃথক পরামর্শ সভা করা হবে।

২. প্রকল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, মধ্যস্থতাসমূহ ও প্রকল্প সুফলাদির নিশ্চিকরণে যেখানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠি সংখ্যালঘু, সেখানে উপজাতীয় স্ত্রীলোকের ও পুরুষদের, নেতৃবর্গের উপজাতীয় মুখী এনজিও, এবং যে কোন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিক ও কৌশলাদি চিহ্নিতকরণে বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে।

৩. প্রকল্প এলাকাসমূহে পরিকল্পনা পর্যায়ের জন্য তথ্য অংশীদারত্ব ও নিস্পত্তিকরণে পাক্ষিক সভা করতে হবে।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে।

প্রকাশনা ও তথ্য প্রচার

১৭৮. সময় মতো ও নিয়মিত প্রকাশনার মধ্য দিয়ে স্থানীয় উপজাতি জনগোষ্ঠির মাঝে এমডিএসপি মধ্যস্থ সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং যোগাযোগ কৌশলে উপ-প্রকল্প তৎপরতার তথ্য বিস্তার যা লক্ষ্যগ্রুপসমূহকে স্থানীয়ভাবে গ্রহণীয় ও হৃদয়ঙ্গম করবে।

সংস্কৃতি সংবেদন তথ্য প্রচার, সচেতনতা ও আউটরিচ

১৭৯. স্থানীয় উপজাতীয় ভাষায় তথ্যাদি প্রচার ও যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে পিএসইউ একজন উন্নয়ন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবেন যিনি উপজাতীয় এলাকাসমূহে, যেখানে রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রচলন নেই অথবা সেখানে স্থানীয় আচার-আচরণ সচেতনতা প্রসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে, যোগাযোগের কৌশল ও উপকরণ কমিউনিটি আউটরিচ এবং তথ্য বিস্তার উন্নয়ন করবেন।

১৮০. প্রতিটি উপ-প্রকল্প এলাকায় টিডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি ও পিএমইউ, স্টাফদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১. উপজাতীয় উন্নয়ন অবকাঠামোর জন্যে এলজিইডি ও পিএমইউ দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. প্রশিক্ষণে উপজাতীয় পুরুষ ও নারীর সমান অংশগ্রহণ এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

পদ্ধতি

১৮১. উপজাতীয় ও অন্যান্য দুঃস্থ কম্যুনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হবে :

১. প্রতিটি উপ-প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয়দের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক স্ক্রীনিং;

২. বিস্তারিত সামাজিক অবস্থা নিরূপণের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় কম্যুনিটি ও পরিবারবর্গের উপর বেইজলাইন উপাত্ত করা, যার মধ্যে থাকবে :

১. আর্থ-সামাজিক পরিলেখ- জমির ইজারাগ্রহণ, আয়ের উৎস, অভিবাসন পরিস্থিতি, ঋণগ্রস্ততা, ইত্যাদি। এসব বিষয়গুলি উপজাতি উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. জীবিকার উপায়, অরণ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

৩. কোনো জমির উপর নির্ভরশীলতা (চারণক্ষেত্র, আবাসন ইত্যাদি)।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যমান অংশগ্রহণ এবং উপজাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা।

৩. প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠির জন্য প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা করা।

৪. উপজাতি গোষ্ঠিসমূহ ও পরিবার বর্গের নির্দিষ্ট প্রকল্প প্রভাবসমূহ (ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই) চিহ্নিতকরণ।

৫. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বর্গ ও গোষ্ঠিসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও বৈধকরণ এবং সময়সীমা, দায়িত্ব ও বাজেট সহ একটি কর্ম পরিচালনা প্রণয়ন করা।

৬. তালিকাটি স্থানীয় প্রশাসন (উপজেলা) এবং সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে বৈঠক বৈধকরণ করা।

৭. উপজাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা (টিডিপি) এলাকার সংশ্লিষ্ট কম্যুনিটির সাথে তাদের তথ্যাদি এবং অংশগ্রহণাদির ভাগীদার হবে।

নীতিমালা

১৮২.টিওভিডিপি এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্পের যেসব প্রধান নীতিসমূহ প্রযোজ্য হবে নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. প্রান্তিক ও অনগ্রসর উপজাতীয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের উপর আলোকপাত।

২. গ্রামের অত্যন্ত দূর্দশাগ্রস্ত ও হত দরিদ্র সামাজকসমূহের (নারীসহ), কল্যাণের লক্ষে বিশেষ হস্তক্ষেপ চিহ্নিত ও অন্তর্ভুক্ত করা।

৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও কর্মকান্ডসমূহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করা ও অব্যাহত রাখা।

৪. প্রকল্প কর্মকান্ড প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে অংশগ্রহণমূলক এবং সেক্ষেত্রে উপজাতীয় পরিবারবর্গের সদস্যদের যথাযথ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

বিষয়সূচি

১৮৩. টিওভিডিপি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বেইজলাইন পরিস্থিতির বিবরণী, উপজাতীয় পরিবারবর্গের এমডিএসপি-এর বিশেষ বিরূপ প্রভাব, পরিহার এবং/অথবা নিরসনের বিকল্প ব্যবস্থা এবং একটি বাস্তবায়ন কাঠামো।

অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশলাদি

১৮৪. প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এবং যেখানে সনাতনী কৌশলাদি প্রচলিত রয়েছে, সেক্ষেত্রে অভিযোগ নিস্পত্তির কৌশলাদি প্রয়োগ করা হবে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির চাহিদার ভিত্তিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। এছাড়া, যেখানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠির সংখ্যা বেশি সেখানে অভিযোগ কমিটিতে একজন উপজাতীয় প্রতিনিধি থাকবে।

রক্ষাকবচ আনুগত্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন
রক্ষাকবচ আনুগত্যের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

১৮৫.ইসিআরআরপি এর আওতায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র কর্মসূচির উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএসইউ) হচ্ছে এমডিএসপি-এর প্রস্তাবিত পিএমইউ। এটিকে শক্তিশালী করা হবে একজন অতিরিক্ত উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) নিয়োগ সাপেক্ষে। ডিপিডিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন একজন সিনিয়র টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র প্রোকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র অর্থ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, একজন সিনিয়র সমাজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং একজন জিআইএস বিশেষজ্ঞ। সর্বমোট পেশাজীবি পর্যায়ের এই ১০ জনসহ চাহিদা মোতাবেক ও বিশ্বব্যাংকের সম্মতি অনুযায়ী সহায়তাদানকারী আরও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। প্রতিটি জেলায় মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলির নেতৃত্ব দেবেন একজন নির্বাহী প্রকৌশলী যিনি ডিজাইন ও নির্মাণ তত্ত্বাবধান পরামর্শকের সহায়তায় নির্মাণ তত্ত্বাবধান এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী থাকবেন।

১৮৬. সিনিয়র সমাজ উন্নয়ন পরামর্শকের (পরিশিষ্ট-১৩ তে বর্ণিত খসড়া টিওআর) সহায়তায় প্রকল্প পরিচালক আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের সাইট এবং আশ্রয়কেন্দ্রমুখী সংযোগ সড়কসমূহের জন্য জমি সংগ্রহ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত বিশেষ বিশেষ দায়িত্বসমূহ পালন করবেন : (১) ঐচ্ছিক ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করা; (২) ভূমি অধিগ্রহণে সহায়তা লাভের জন্য জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা; (৩) পুনর্বাসন কাজের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা; (৪) সকল কার্যকলাপের জন্য সময় মতো বাজেট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা; (৫) পুনর্বাসনের কাজ হালনাগাদ করা এবং নির্মাণ সিডিউল অনুযায়ী জমি হস্তান্তর করা; এবং (৬) আইনগত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সরাসরি জমি ক্রয় সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিমান ও অবস্থান নিরূপণ ও মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে আবশ্যকীয় অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৮৭. এলজিইডি প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের ডিজাইন ও তত্ত্বাবধান পরামর্শ সেবা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ ও প্রয়োগ করবে। তারা প্রকৌশল জরিপ, ডিজাইন, পরিবেশ নিরূপণ এবং ইএমপি প্রণয়ন করবে। উপ-প্রকল্পসমূহের সামাজিক স্ক্রীনিং এবং আরএপিসহ এসএমপি প্রণয়ন করবে। এছাড়া, ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের গুণাগুন মান

দরপত্রের কাগজপত্র প্রস্তুত করা এবং পরিমাণগত ও গুণগত মানের চূড়ান্ত প্রত্যয়ন করবে। এতদসংক্রান্ত কার্যসমূহের অংশ হিসেবে ডিএস পরামর্শকের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ইএমপি এর সঙ্গে আইই ও ইআইএ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিচালনা করবে। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত প্রতিটি সাইটের জন্য সাইট ভিত্তিক আইইই, ইআইএ এবং ইএমপি তৈরী করা হবে। যদি অতিরিক্ত পরিবেশ গত প্রভাব নিরূপণ আবশ্যক হয়, এলজিইডি সেই নিরূপণ পরিচালনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (একজন চুক্তিভিত্তিক পরামর্শ নিয়োগের মাধ্যমে)। পরিবেশ প্রভাব নিরসন পদক্ষেপসমূহের ব্যয় প্রাক্কলিত করা হবে এবং তা বিল অব কোয়ানটিটি (বিওকিউ) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পুরকৌশলের ঠিকাদারগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে এসব পরিবেশ নিদর্শন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের জন্য। ডিএসসি এর সমাজ বিশেষজ্ঞ সামাজিক স্ক্রীনিং, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ পরিচালনা করবেন এবং এসএমপি প্রণয়ন করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ শুরু আগেই আরএপি ও টিপিপি পরিচালনা করবেন ।

১৮৮. ডিএসসি এর টিম লীডার পিএমইউ (প্রকল্প পরিচালক) বরাবর সামগ্রিক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং প্রগ্রেস রিপোর্ট দাখিল করবেন।

১৮৯. প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য পিএমইউ চুক্তির ভিত্তিতে জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কনসালটিং ফার্মকে নিযুক্ত করবে। তাদের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে এমএন্ডই পরামর্শক সরাসরি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বরাবর রিপোর্ট প্রদান করবেন, কিন্তু তাদের চুক্তিপত্রের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর (প্রকল্প পরিচালক) এর উপর। এম এন্ড ই পরামর্শকের মাধ্যমে পিএমইউ সব ধরনের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও প্রত্যয়ন করবে এবং ইএসএমএফ/টিডিএফ এর আনুকূল্যে সুপারিশমালা গ্রহণ করবে।

১৯০. এমএন্ডই পরামর্শকের সহায়তায় পিএমইউকে দায়িত্ব প্রদান করা হবে যাবতীয় পরিবেশ ও সামাজিক স্ক্রীনিং, নিরূপণ, নিরসন পদক্ষেপসমূহ ও ব্যয় পর্যালোচনা করার জন্য। এমএন্ডই পরামর্শক ও ইএসএমএফ/টিডিএফ এর বাস্তবায়ন এবং ইএমপি, এসএমপি ও আরএপি দেখাশোনা করবেন। এতদ উদ্দেশ্যে এম এন্ড ই পরামর্শক একজন সার্বক্ষণিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও একজন সার্বক্ষণিক সমাজ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করবেন। পরিবেশ প্রকৌশলীর প্রধান দায়িত্ব হবে :

১. উপ-প্রকল্পসমূহের স্ক্রীনিং ও শ্রেণি বিভাজন পর্যালোচনা করা।
২. ইএমএফ এর চাহিদা মোতাবেক ইএ পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।
৩. ঠিকাদার কর্তৃক বাস্তবায়ন অথবা ইএমপি তত্ত্বাবধানে নির্বাহী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলীগণকে সহায়তা প্রদান করা।
৪. পরিবেশগতভাবে সুষ্ঠু ও টেকসই পদ্ধতিতে নির্মাণ কার্যকলাপ সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

১৯১.এম এন্ড ই পরামর্শকগণ তাদের চুক্তির শুরুতে একটি সংক্ষিপ্ত পরিবেশ তত্ত্বাবধান ম্যানুয়েল তৈরী করবেন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশ তত্ত্বাবধান পদ্ধতিসমূহ ও প্রক্রিয়াসমূহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। ম্যানুয়েলটি সারা বাস্তবায়নকাল ব্যাপী ক্রমাগত হালনাগাদ অথবা সংশোধিত করা হবে যাতে করে এলজিইডির কার্যকলাপে সর্বোত্তম পরিচালনা/নির্মাণ সংক্রান্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এমএন্ডই পরামর্শকগণের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করবেন।

১৯২.পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং পিএমইউ এর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ এবং পরামর্শকগণ ইএমপি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে রুটিন মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং এর একটি চেকলিষ্ট পরিশিষ্ট-৮ এ দেখানো হলো।

১৯৩.পরিবেশ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে পিএমইউ পরিবেশ আনুগত্য সম্পর্কিত সামগ্রিক ত্রৈমাসিক প্রগ্রেস রিপোর্ট বিশ্বব্যাংক সমীপে দাখিল করবে। ত্রৈমাসিক রিপোর্টের একটি ফরমেট পরিশিষ্ট -৯ এ প্রদর্শিত হলো।

১৯৪.এলজিইডি এর পিএমইউ সিনিয়র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয় পর্যায়ের কর্মচারীদের সহায়তায় স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ততা, সামাজিক স্ক্রীনিং ও প্রভাব নিরূপণ, সাইটের জন্য ভূমি সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং এসএমপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

১৯৫.পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রকল্পের প্রগ্রেস রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক ও ব্যাংক মিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে।

প্রশিক্ষণ চাহিদা

১৯৬. ইসিআরআরপি প্রকল্পের ধরনের মতো প্রকল্প সহ ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্পসমূহের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এমডিএসপি এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং ইএসএমএফ/টিডিএফ এর সফল অনুসরণের দায়িত্বে নিয়োজিত পরামর্শকগণ প্রশিক্ষণ কার্যকলাপ যথাযথভাবে দেখাশোনার জন্য এলজিইডিকে সাহায্য করবে। এছাড়া প্রতীয়মান হয় যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পরিবেশ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা সীমিত অথবা একেবারেই নেই। পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা যেহেতু দায়ী থাকবেন ইএসএমএফ/টিডিএফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী "পরিবেশগত স্ক্রীনিং" এবং "বিকল্পসমূহের বিশ্লেষণঃ করার জন্য, সেইজন্য নিয়ন্ত্রণকারী চাহিদা, পরিবেশগত প্রভাব এবং পরিবেশ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ এলজিইডির কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের সহায়ক হবে যার মাধ্যমে তারা এমডিএসপি-এর আওতায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন।

বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, প্রকল্প কার্যকলাপ যেক্ষেত্রে সত্বর শুরু করা হবে সে বিষয়ে প্রথমেই প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। তারপর প্রকল্প কার্যকলাপের অগ্রগতি হলে পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্যদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরবরাহের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে।

১৯৭.এছাড়া ইএসএমএফ/টিডিএফ অনুযায়ী পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সফলভাবে বাস্তবায়নে এলজিইডির পিএমও/পরিবেশ ইউনিটের প্রকৌশলীদের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত উচ্চতর প্রশিক্ষণ খুবই উপযোগী হবে। এলজিইডি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নীচের সারণীতে বর্ণিত হয়েছে। নিয়ামক চাহিদা, পরিবেশগত প্রভাবসমূহ, পরিবেশ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ মুখ্য কর্মকর্তাদের জন্য দেশে অথবা বিদেশে আয়োজন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সারণী ১৩-১: এমডিএসপি এর পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা

প্রশিক্ষণের ধরন/বিষয়াদি	অংশগ্রহণকারী	সিডিউল
সাধারণ পরিবেশ সচেতনতা, নিয়ামক চাহিদা, এমডিএসপি এর জন্য ইএমএফ কাঠামো, পরিবেশগত প্রভাব ও নিরসন, বিকল্পসমূহের উচ্চতর প্রশিক্ষণ	মাঠ প্রকৌশলী (প্রতিটি উপজেলা থেকে ন্যূনপক্ষে একজন প্রকৌশলী)	উপ-প্রকল্প কার্যকলাপ শুরুর আগে
পরিবেশ প্রভাব নিরূপণ ব্যবস্থাপনা (ইএমপি, ইসিওপি), মনিটরিং, ইএমএফ কাঠামোর বিস্তারিত বিবরণসহ উচ্চতর প্রশিক্ষণ	এলজিইডি-এর পিএমও/পরিবেশ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ	প্রকল্প শুরুর পরপরই
সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, সামাজিক ব্যবস্থাপনা (এসএমপি, আরএপি, টিপিপি), মনিটরিং এবং এসএমএফ বিবরণ	পিএমইউ/মাঠ প্রকৌশলী (সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ ও সমাজ বিজ্ঞানী জেলা পর্যায়ের এবং কম্যুনিটি সংগঠক উপজেলা পর্যায়ের)	প্রকল্প শুরুর পরপরই
ইএমএফ, এসএমএফ ও টিডিএফ সংক্রান্ত রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ	পিএমইউ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মচারী	প্রতি বছরে একবার

১৯৮. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত (ওপি ৪.১২) এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠির (ওপি ৪.১০) সংক্রান্ত ব্যাংক নীতি এবং অপরাপর সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশিকা অনুসারে সামাজিক উন্নয়ন ও রক্ষাকবচ আনুকূল্য মেনে চলার লক্ষ্যে এলজিইডি এর স্থানীয় পর্যায়ের কর্মচারী-কর্মকর্তাগণকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

তথ্য যোজনা

১৯৯. ইএসএমএফ/টিডিএফ রিপোর্ট এবং প্রভাব নিরসন পদক্ষেপসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হবে এবং স্থানীয়ভাবে প্রচার করা হবে। রিপোর্টের কপিসমূহ (ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়) এলজিইডির সকল সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীর নিকট প্রেরণ করা হবে এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। ইএসএমএফ/টিডিএফ ব্যাংক এর ইনফোশপে প্রকাশ করা হবে।

২০০. উপরন্তু, প্রকল্পের মূল্যায়ন মিশনের পরে একটি জাতীয় কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মশালার লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (এলজিইডি) এর মাঠ পর্যায়ের কর্মচারী, কম্যুনিটি প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজিওসমূহ, সুধী সমাজ, ইত্যাদিসহ মুখ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে ইএসএমএফ/টিডিএফ উপস্থাপন করা।

২০১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়কালে দরপত্র প্রক্রিয়ার আগেই উপ-প্রকল্পভিত্তিক স্ক্রীনিং/নিরূপণ রিপোর্ট সময়ে সময়ে এলজিইডির ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) এবং উপ-জাতি উন্নয়ন কাঠামো (টিডিএফ)

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১:

ইসিআরআরপি এর আওতায় নির্মিত আশয়কেন্দ্রসমূহের উপর প্রতিবেদন

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম: ভরসাকাঠি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, উপজেলা উজিরপুর, জেলা বরিশাল।

ক. সাধারণ

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটি উপজেলা হতে ৮ কি. মি. এবং জেলা সদর হতে ২৫ কি. মি দূরে অবস্থিত। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটি আরসিসি কাঠামো বিশিষ্ট একটি তিন তলা বিল্ডিং। নীচ তলাটি ১০ ফিট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস পানি স্রোতের জন্যে মুক্ত রাখা হয়েছে। ১ম তলাটি গবাদি পশুর ওঠানামার জন্য ঢাল সিঁড়িসহ নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে রাখার জন্য তৈরী হয়েছে। ২য় তলাটি দুর্যোগকালে মানুষের আশ্রয়ের জন্য এবং বছর ব্যাপী স্কুলের জন্য তৈরী করা হয়েছে নির্মাণ কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

উপ প্রকল্পটির উত্তরদিক কৃষিভূমি দ্বারা বেষ্টিত, পূর্বদিকে কৃষিভূমি এবং স্কুল বিল্ডিং, দক্ষিণদিকে কৃষিভূমি এবং পশ্চিমদিকে সড়ক রয়েছে। উপপ্রকল্পটিতে ১০৬৬টি পরিবারের মধ্যে ৬৪০০ জন সুফলভোক্তা জনসংখ্যা রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. নিরাপদ পানি পানের জন্য গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।
২. সাইটে নির্মাণ কার্যকালীনের জন্য কোনো জলাবদ্ধতা নাই।
৩. স্কুলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নাই। স্কুলে সৌর প্যানেল প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে।
৪. উপ প্রকল্প কার্যকলাপের কারণে কোনো গাছ কাটার প্রয়োজন হয়নি।
৫. বিদ্যমান স্কুলটির পতিত জমিতে বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছে।

ভবনটির পাইলিং এর সময়ে শ্রেণীসমূহকে কেবিজি উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়, যে কারণে ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকদেরকে পাইলিং শব্দ ব্যাঘাত ঘটায় নাই।

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম: দক্ষিণ মুরাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, উপজেলা দুমকি, জেলা পটুয়াখালি।

সাধারণ

বিদ্যালয়টি ১৯৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বিদ্যালয়-কাম-ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটি দুমকি উপজেলা হতে ৮ কি. মি. এবং পটুয়াখালি জেলা হতে ৬ কি. মি. দূরে অবস্থিত। বিদ্যালয়টি এল আকৃতির একটি দ্বিতল বিশিষ্ট বিল্ডিং যার মাঝখান দিয়ে একটি সিঁড়ি রয়েছে (অপকালে ৫) সাইটে দুইটি নলকূপ বসানো হয়েছে তবে নির্মাণকাজে বেশীর ভাগই নদীর পানি (স্কুলে সংলগ্ন) ব্যবহৃত হয়েছে। পটুয়াখালী জেলা আওতাধীন দুমকি উপজেলায় নতুন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্যে স্থানটি নির্বাচিত করা হয়েছে। সাইটটি দক্ষিণমুরাদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস) কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (এনএস ৪২)। বিদ্যালয়টির উত্তর দিকে আছে ধানক্ষেত, দক্ষিণে আছে সড়ক ও খেলার মাঠ, পূর্বে আছে বিদ্যমান বিদ্যালয়টি এবং পশ্চিমে আছে একটি খাল সংলগ্ন বাঁধ (বেড়িবাধ)। এই আশ্রয়কেন্দ্রে ৯৫০টি পরিবারের মধ্যে ৮৫০০ জন সুফলভোক্তা জনসংখ্যা রয়েছে। দৃশ্যত, নির্মাণের মান ছিলো গড়পড়তা। ২০১৩ সনের মার্চে কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছিলো।

পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ভিত্তিতে তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং তা থেকে পানি উঠছে। পানীয় জলের পরিমাত্রায় প্রধানত প্রাপ্ত আর্সেনিক, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পানি পানের জন্য নিরাপদ রয়েছে।
২. সোলার প্যানেল প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
৩. নির্মান কাজের গুণাবলী মধ্যমানের।
৪. যেহেতু সাইটটি বিদ্যুৎ গ্রীড বর্হিভূত এলাকায় আওতাভুক্ত, সেহেতু সেখানে কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নাই।
৫. উপ-প্রকল্প কার্যকলাপের কারনে কোনো গাছ কাটা পড়েনি।
৬. বিদ্যামান স্কুলে পতিত জমিতে বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছে।
৭. উপ প্রকল্পটি এলাকায় ড্রেনেজ অথবা জলাবদ্ধতা সমস্যার সৃষ্টি করে নাই।

আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ চরকলাইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, উপজেলা বাউফল, জেলা পটুয়াখালি।

ক. সাধা

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটি দ্বিতল ভবন নকশাবিশিষ্ট করা হয়েছে। বিল্ডিং এর আকৃতি আয়তাকার। নীচ তলাটি ১০ ফুট উচ্চতার। জলোচ্ছ্বাসের পানিস্রোতের জন্যে উনমুক্ত রাখা হয়েছে। প্রথম তলাটি দুর্যোগকালীন মানুষের আশ্রয় কেন্দ্র এবং বছর ব্যাপী বিদ্যালয়ের জন্যে করা হয়েছে। ভবনটির

উভয় পাশে ১২ ফুট প্রস্ত বিশিষ্ট দুইটি সিঁড়ি বসেছে, যার মধ্যস্থলে একটি অবতরণ সিঁড়ি ঠিক তার বিপরীতে অপর আরেকটি আরোহন সিঁড়ি রয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র কাম বিদ্যালয়টি নির্মান এমন দূরবর্তীস্থান হওয়া উচিত যার সাথে আশ্রয়কেন্দ্রটির অবস্থান গ্রামীণ সড়কের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে প্রয়োজনে সে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা হয়। ১০০০ পরিবারবর্গের ৮৫৫০ জনের সুফল ভোক্তা জনসংখ্যা রয়েছে।

নতুন বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রটির স্থান পটুয়াখালি জেলার আওতাধীন বাউফল উপজেলায় নির্বাচিত করা হয়েছে। সাইটটি চর কলাইয়া আব্দুর রশিদ দাখিল মাদ্রাসা কামঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (এনএম ৪৪)এ।

পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

৮. গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এবং নিরাপদ পানি উঠছে। পুরাতন হস্তচালিত নলকূপটি সেখানে রয়েছে, তবে তার হাতল ও বড় নেই। জানা যায় সে নির্মাণ কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করা হয়েছে।

৯. সাইটের নির্মাণ কার্যকালীন কোনো ড্রেনেজবদ্ধতা ও জলাবদ্ধতা দেখা যায় নাই।

১০. মাদ্রাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে।

১১. সোলার প্যানেল এখনও প্রতিস্থাপিত হয় নাই।

১২. শ্রমিক শেড খালি করা হয়েছে তবে এখনও পুরোপুরি ভেঙ্গে ফেলা হয়নি এবং সাইট লেভেল করা হযনি।

১৩. নির্মাণ কার্যকালীন ৫টি তাল ও ৬টি টিক চম্বল গাছ কাটা হয়েছে। এখন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ প্রজাতি রোপন করা হবে।

<u>সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন</u>

১. ঘূর্নিঝড় ও অন্যান্য জরুরী অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়।

২. কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৩. শিক্ষার জন্যে অধিক শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আরও বেশি সুবিধাদি ও পরিবেশের উপর্যুপরি বৃদ্ধি ভোগ।

৪. কম্যুনিটি প্রয়োজনে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সভাস্থল ইত্যাদি) সামাজিক অবকাঠামোয় বিল্ডিংটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. উদ্বাস্তু ও মহিলাদের জন্যে পৃথক টয়লেটের সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবেশকে সন্তোষজনক ও বন্ধুত্ব সুলভ করে রাখবে।

৬. পানির বন্দোবস্ত ও পর্যাপ্ত পয়ঃপ্রণালী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির রক্ষাকবচ হবে।

৭. দূর্যোগকালীন চলাচলের আরও রাস্তার প্রয়োজন ও যানবাহনের প্রবেশ উন্নয়ন করণ।

সুপারিশমালা

১. বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও রাস্তার পার্শ্বে পরিকল্পিত ভাবে উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষ অবশ্যই রোপন করতে হবে যা পরিবেশ উন্নয়ন এবং সড়ক মাটি ধ্বস/রক্ষা নিশ্চিত করবে।

২. সকল সংযোগ রাস্তাসমূহ এবং অবাধ চলাচল পথের উপযুক্ত রক্ষাণাবেক্ষণ করা উচিত। অধিকন্তু, প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্যে আশ্রয় কেন্দ্র অববাহিকা এলাকা এবং অবাধে পথ চলাচলের উন্নতি করা উচিত।

পরিশিষ্ট ২

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

Location: শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার, জেলা-লক্ষীপুর

Date: ০৫/০৪/২০১৪

Construction and Improvement of Multipurpose Shelters under MDSP

T-4

COMMUNICATION AND PARTICIPATION PROGRAMME

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার কোড নং

মতবিনিময়ের তারিখঃ ০৫/০৪/২০১৪ স্থানঃ গ্রাম. শাকচর

ইউনিয়ন: শাকচর

উপজেলা: লক্ষীপুর সদর

জেলা: লক্ষীপুর

অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

	নাম	বয়স	পরুষ/মহিলা	গ্রাম	স্বাক্ষর
১	আবদুল্লাহ আল ওমর	৪৩ বছর	পুরুষ	শাকচর	[illegible] শিক্ষক
২	মু. মাহফুজুর রহমান	৪৫ বছর	"	শাকচর	[illegible] শিক্ষক
৩	মো: মাহবুবুল আলম	৪৮	"	শাকচর	Malam প্র: শি:
৪	মুহাম্মদ আলী উল্যাহ	৪৪	"	শাকচর	[illegible]
৫	মো: মিজুল হায়দার	৩১	"	শাকচর	[illegible] স. শি.
৬	রৌশন আক্তার	৩৬	মহিলা	শাকচর	[illegible] প্র: শি.
৭	নাজমা আক্তার	২৫	"	শাকচর	[illegible] স: শি:
৮	মো: আলমগীর হোসেন	৪২	পুরুষ	শাকচর	[illegible] সহ: শি:
৯	মো: আলমগীর হোসেন	৪২	"	চর [illegible]	[illegible] সহ: শিক্ষ:
১০	মো: মোজাম্মেল হক	৫৮	"	শাকচর	মোজাম্মেল হক
১১	আলাল হোসেন	২৪	"	[illegible]	[illegible] সহ: শিক্ষক
১২	মো: [illegible]	৬৩	"	শাকচর	[illegible]
১৩	[illegible]	৪৫	"	শাকচর	[illegible]
১৪	মো: [illegible]	৪৮	"	[illegible]	[illegible]

Construction and Improvement of Multipurpose Shelters under MDSP

T-4

COMMUNICATION AND PARTICIPATION PROGRAMME

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ শাকচর জহির মাস্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেন্টার ...... কোড নং

মতবিনিময়ের তারিখঃ ০৫/০৪/২০২৪ স্থানঃ গ্রাম. শাকচর

ইউনিয়নঃ শাকচর

উপজেলাঃ লক্ষ্মীপুর সদর

জেলাঃ লক্ষ্মীপুর

অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

	নাম	বয়স	পর্বুষ/মহিলা	গ্রাম	স্বাক্ষর
১৫	আবদুল্লাহ আল জাবির	৪৩ বছর	পুরুষ	শাকচর	[signature]
১৬	মু. মাহফুজুর রহমান	৪৫	"	শাকচর	[signature]
১৭	মো: মাহবুবুল আলম	৪৮	"	শাকচর	Malam
১৮	মো: আলমগীর হোসেন	৪২	"	চরমাইটি	[signature]
১৯	মোঃ মোহাম্মদ আলী	৫৮	"	শাকচর	[signature]
২০	মোঃ ইসমাইল	৪৫	"	শাকচর	[signature]
২১	আজাদ হোসেন	২৪	"	[illegible]	[signature]
২২	মো: নুরনবী	৩৬	"	শাকচর	[signature]
২৩	মো: কাশেম	৫০	"	শাকচর	[signature]
২৪	মো: রুবেল হোসেন	২০	"	শাকচর	Rubel
২৫	আবু সুফিয়ান	২৭	"	শাকচর	[signature]
২৬	মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	৬১	পুরুষ	উত্তর [illegible]	[signature]
২৭	মো: আলমগীর হোসেন	৬২	"	শাকচর	[signature]
২৮	মো: আলমগীর হোসেন	৪২	"	শাকচর	Alamgir

Photograph: শাকচর জব্বার মাষ্টার কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার, জিলা-লক্ষীপুর

Photograph: চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার, নোয়াখালী জেলা.

Location: চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার, নোয়াখালী জেলা

Date: ০৬/০৪/২০১৪

Construction and Improvement of Multipurpose Shelters under MDSP

T-4

COMMUNICATION AND PARTICIPATION PROGRAMME

নির্মাণ প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার .... কোড নং

মতবিনিময়ের তারিখঃ ০৬/০৮/২০১৮ স্থানঃ গ্রাম. চর পার্বতী

ইউনিয়নঃ চর পার্বতী

উপজেলাঃ কোম্পানীগঞ্জ

জেলাঃ নোয়াখালী

অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

(পেশা)

নাম	বয়স	পরুষ/~~মহিলা~~	গ্রাম	স্বাক্ষর	
১ Badul -	80	পুরুষ	চর পার্বতী	Badul -	[illegible]
2 আবু তাহের.	৫০	"	চর পার্বতী	আবু তাহের	[illegible]
৩। [illegible]	[illegible]	"	"	[illegible]	
৪। Sarwar haw	47	"	"	[illegible]	
৫। রতন কুমার মজুমদার	40	"	চরপার্বতী	RKMD	
৬ কামরুন নাহার	35	মহিলা	চর পার্বতী	[illegible]	
৭ [illegible]	47	"	চর পার্বতী	[illegible]	
৮ কামরুন নাহার	36	"	চর পার্বতী	কামরুন নাহার	
৯ মু: নজরুল ইসলাম	30	পুরুষ	চরপার্বতী	[illegible]	
১০ নুর মোহাম্মদ	31	"	চরপার্বতী	নুর মোহাম্মদ	[illegible]
১১ [illegible]	19	পুরুষ	চরপার্বতী	[illegible]	ছাত্র
১২ সুজন	20	পুরুষ	চর পার্বতী	[illegible]	ছাত্র
১৩ সাকিব	[illegible]	পুরুষ	চরপার্বতী	[illegible]	ছাত্র
১৪ মেহেদী হাসান	২৫	পুরুষ	চরপার্বতী	মেহেদী হাসান	

WB Credit No. 4507-BD: Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project
LGED Component: Construction and Improvement of Multipurpose Shelters

T-4

COMMUNICATION AND PARTICIPATION PROGRAMME

নির্মাণ প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ চর পার্বতী রহিমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কোড নং--------

মতবিনিময়ের তারিখঃ ০৬/০৪/২০১৪ইং স্থানঃ গ্রাম. চর পার্বতী

ইউনিয়নঃ চর পার্বতী

উপজেলাঃ কোম্পানীগঞ্জ

জেলাঃ নোয়াখালী

অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

	নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	গ্রাম	স্বাক্ষর	পেশা
১৫/	মাহফুজুল হক	৪০	✓ পুরুষ	চর পার্বতী	[illegible]	ব্যবসা
১৬/	আব্দুল হক	৩৩	✓ "	চর পার্বতী	[illegible]	প্রবাসী
১৭/	[illegible]	৫৮	✓ "	চর পার্বতী	[illegible]	কৃষি
১৮/	মোস্তফা আবু তাহের		"	—	—	—
১৯/	[illegible]		"	—	—	
২০	কামরুল উদ্দিন ভূঁইয়া	৩২	✓ "	চর পার্বতী	Kamruddin	প্রবাসী
২১	জাকের উল্লাহ	২৫	✓ "	চর পার্বতী	জাকের উল্লাহ	ছাত্র
২২/	আক্তার হোসেন	৫৫	✓ "	চর পার্বতী	আক্তার হোসেন	

পরিশিষ্ট ৩:

পরিবেশ স্ক্রীনিং ফরম্যাট

সাধারণ তথ্য

বিদ্যালয়ের নাম/ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা :

জমির মালিক কে :

সাইট অবস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

জন পরামর্শের তারিখ এবং উপস্থিতির সংখ্যা :

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম এবং মোবাইল নম্বর:

স্ক্রীনিং প্রশ্নমালা	হ্যাঁ না	প্রভাবের মাত্রা	মন্তব্য /নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দরকার।
		উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন	
নিকটবর্তী অথবা নাগালের মধ্যে পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহ কিনা?			এলাকাটি কি ধরনের? কত দুরে?
কৃষি ভূমি অথবা শস্যের ক্ষতি করে কি?			কৃষি ভূমি কোথায়? কি ধরনের শস্য উৎপাদিত হয় এবং ঋতু, শস্যের পরিমাণ উল্লেখ করুন
জমি অধিগ্রহণ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বসতি স্থাপনে জড়িত কিনা?			জমির ইতিহাস এবং মালিকানার বর্ণনা দিন।
বৃক্ষ ও উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন করন			আশে পাশের গাছের সংখ্যা কত? কতটি কাটা হবে কিধরনের উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজি?
পুকুর অথবা মাছের উপর প্রভাব পড়ে কিনা?			পুকুর কত দূরে? কতটি/ কোন প্রজাতির/ কিভাবে ক্ষতি হবে?
ভুপরিস্থ পানি/ভুগর্ভস্থ পানির গুণগত মান			ভুপরিস্থ পানির স্তর কতদূর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কত?
এলাকায় ড্রেনেজ অথবা জলাবদ্ধতার সৃষ্টির প্রভাব পড়ে কিনা?			বিদ্যমান ড্রেনেজ এর অবস্থা কি?
নির্মাণ সামগ্রী, যানবাহন এবং বর্জ্যের কারণে মাল চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কিনা?			কোনো রাস্তা আছে কি? কতটি এবং কি ধরনের মালবাহন চলাচল করে প্রতিদিন?
নির্মাণ কাযকালীন অথবা যন্ত্রাদির নড়াচড়ার কারণে শব্দ বৃদ্ধি হয় কিনা?			এখন কি অন্য কোন শব্দ আছে?
পার্শ্ববর্তী এলাকায় অথবা জন/সম্প্রদায় গোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কিনা?			জন/সম্প্রদায় গোষ্ঠী কি এ ব্যাপার আলোচনা করেছে?
ঐতিহ্যগত অথবা সংস্কৃতি গতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা (মসজিদ, কবরস্থান, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদির) অবনয়ন অথবা বিক্ষণ সৃষ্টি করেছে কিনা?			কি এবং কত দূর?
মানুষের এবং পশু সম্পদের চলাচলের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় কিনা?			
যন্ত্রাদি পরিচালনায় বায়ূ ধুলিকণার দুষণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির উৎপত্তি হয় কিনা?			
শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের পাঠগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয় কিনা?			বিদ্যমান বিদ্যালয়টি কত দূরে?
নির্মাণ কার্যকালীন দ্বারা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের হাটাচলার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঝুঁকি আছে কিনা?			
নির্মাণ বর্জ্য অথবা গৃহস্থালী বর্জ্য (শ্রমিক শিবির থেকে) অপসারণের কারনে সাইট অথবা সাইটের বাহিরের উপর প্রভাব পড়ে কিনা?			

পরিশিষ্ট ৪

ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ডিজাইন

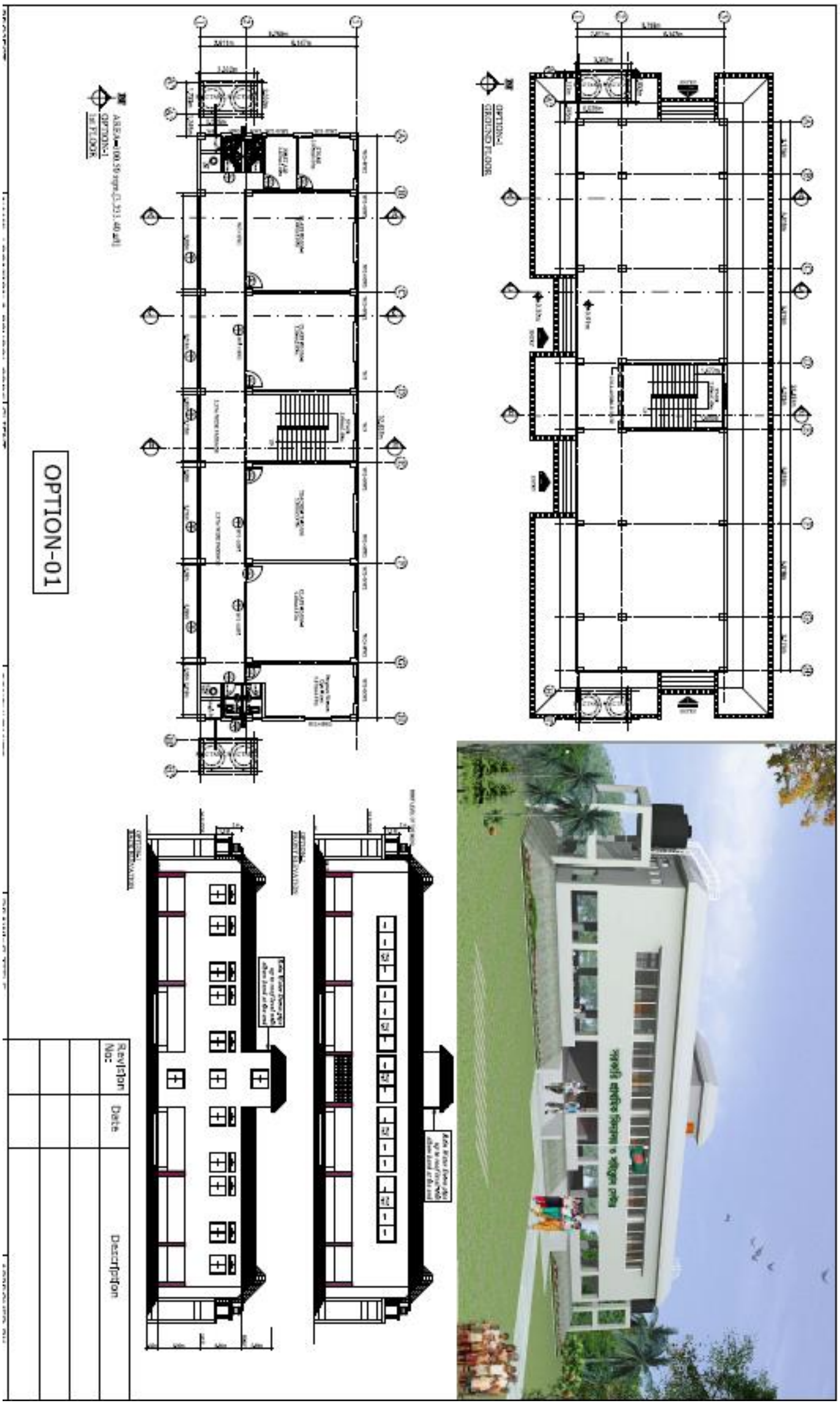

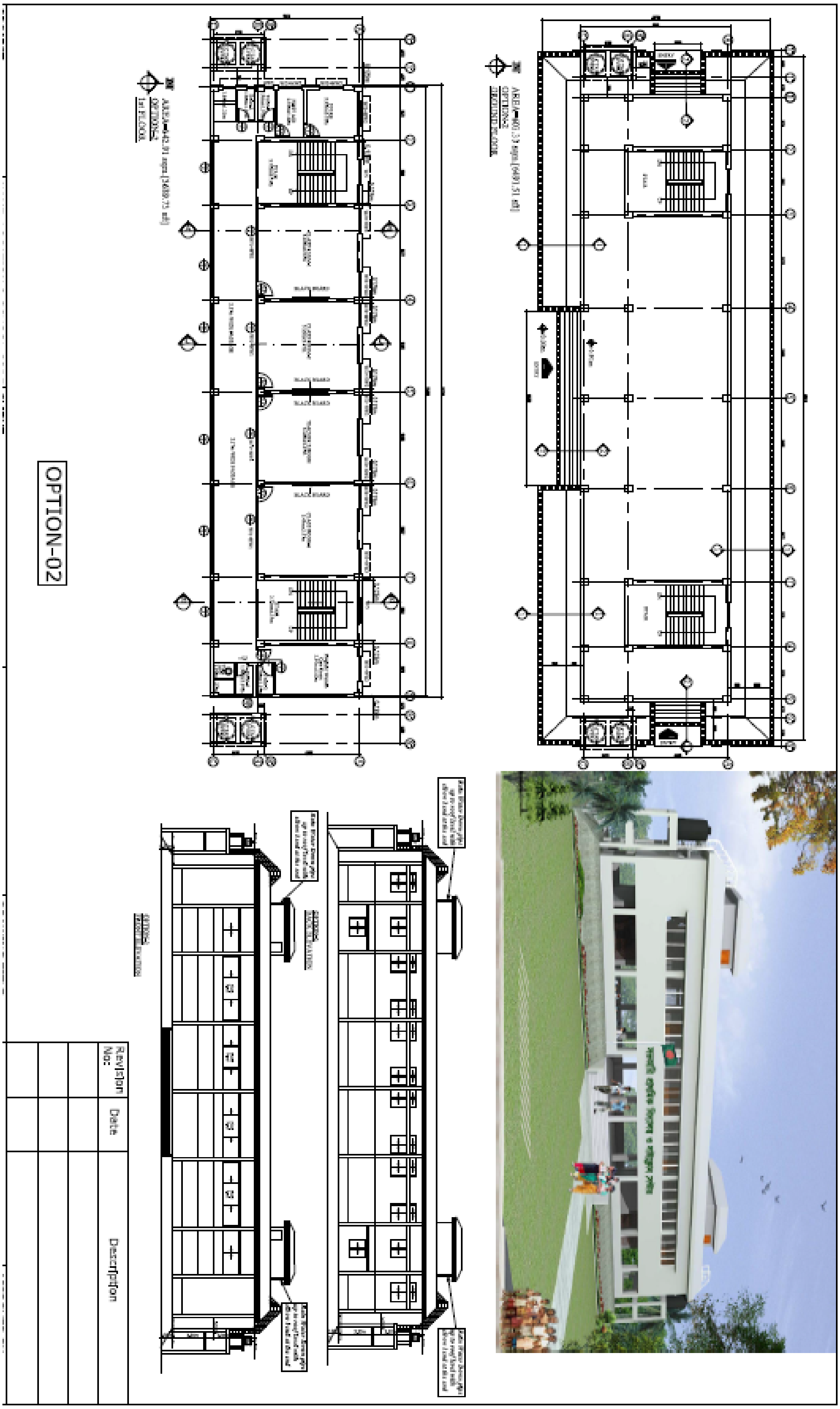
OPTION-02
Revision No:
Date
Description

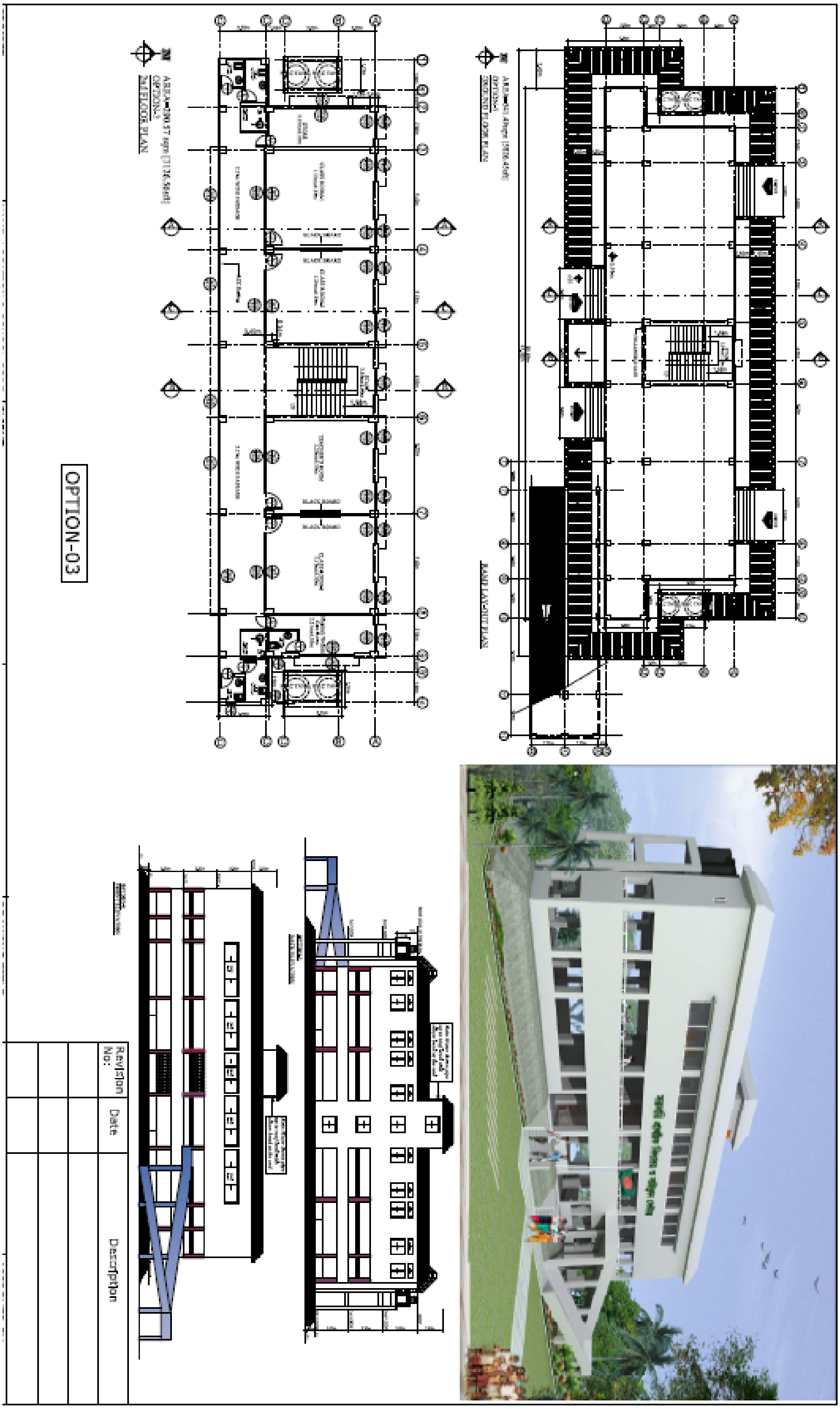
OPTION-03
Revision No:
Date
Description

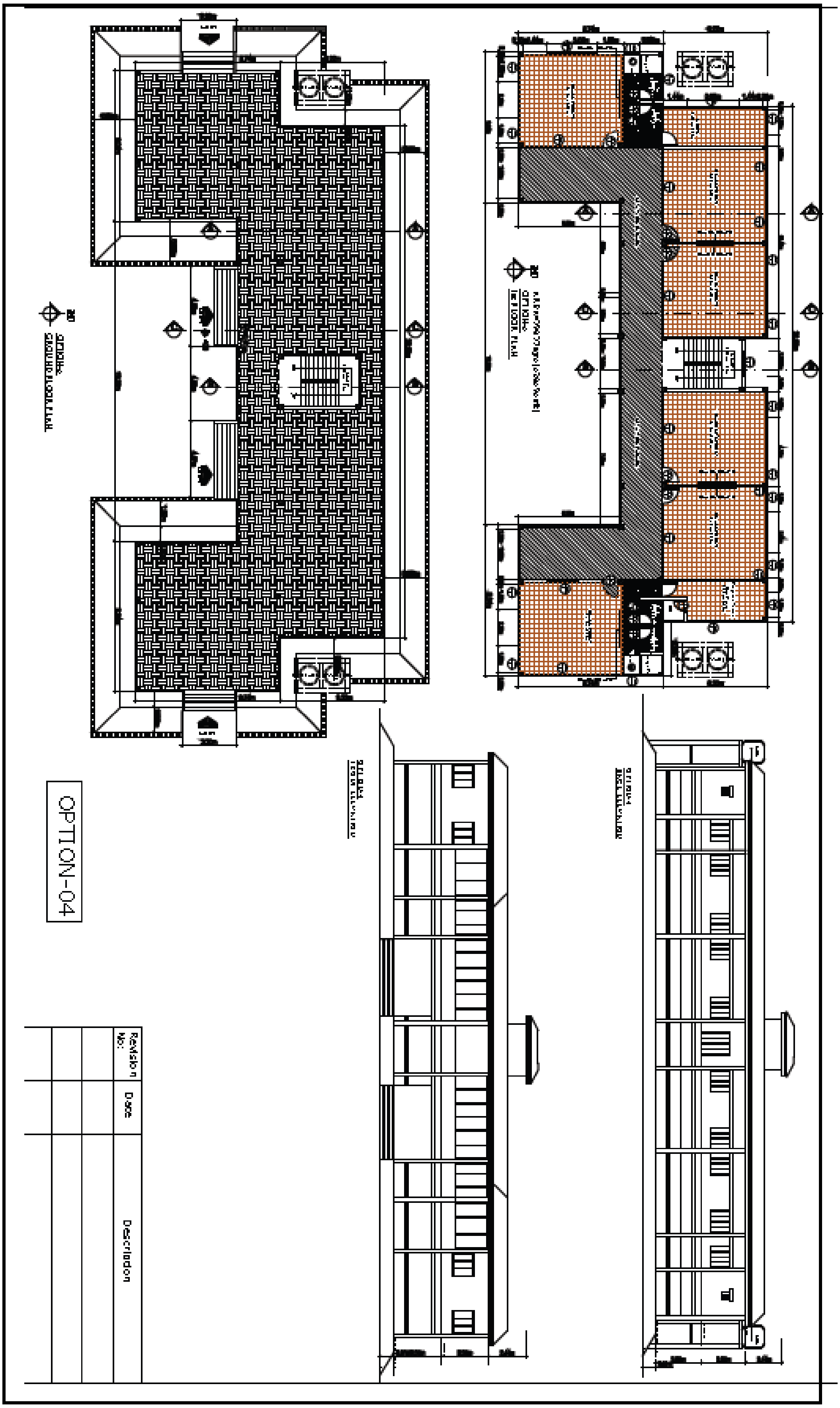
OPTION-04
Revision No:
Date
Description

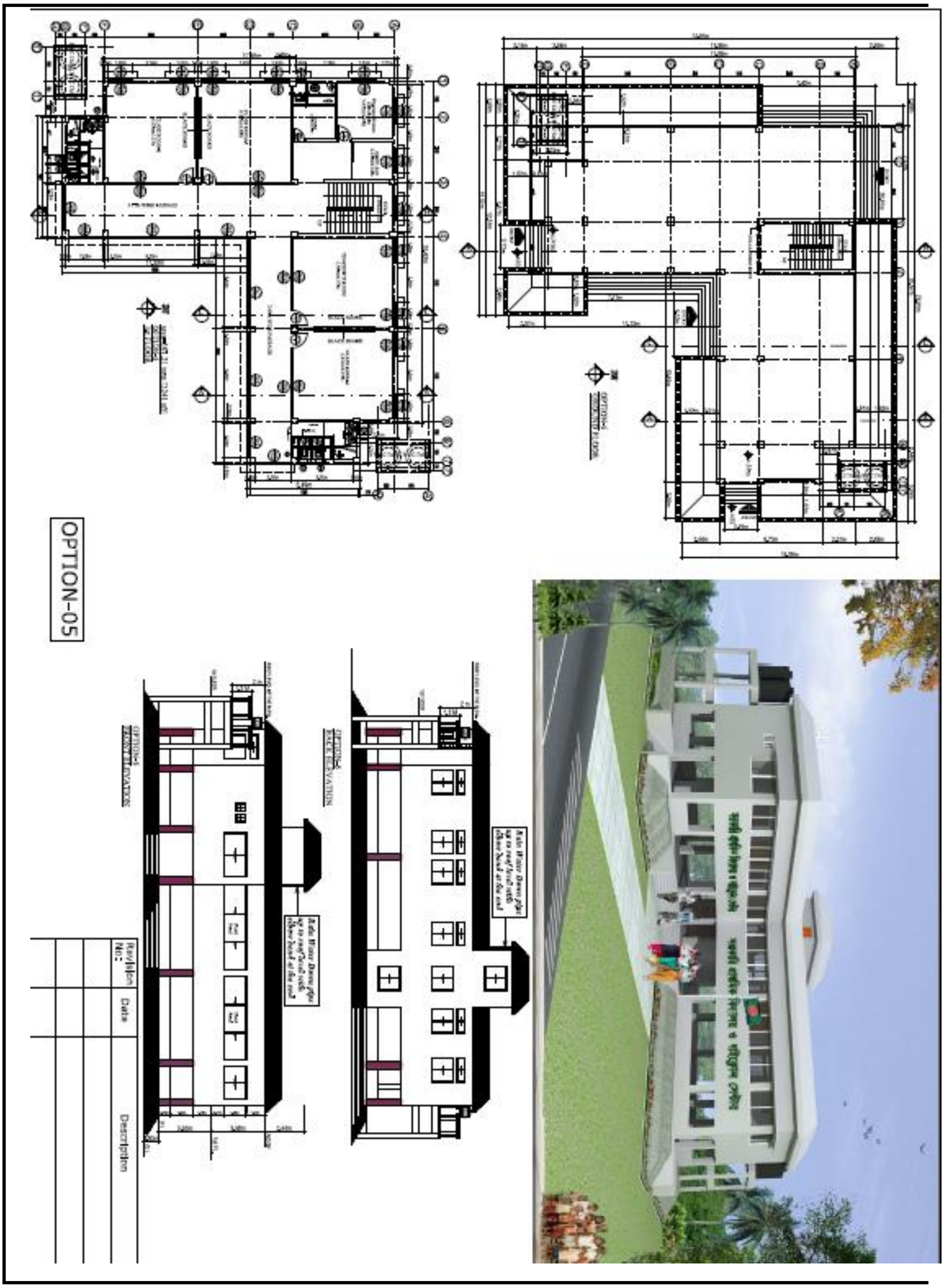
OPTION-05

পরিশিষ্ট ৫

পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি)

এমডিএসপি'র বিবেচনাধীনে বিভিন্ন ধরণের উপ প্রকল্পসমূহের সহযোগী বিবিধ কার্যাবলীর কারণে পরিবেশ ঝুঁকি হ্রাস অথবা পরিত্যাগের জন্যে পরিবেশগত আচরণ বিধি (ইসিওপি) একটি নির্দেশিকা।

ইসিওপি ১.০: প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং ডিজাইন ধাপসমূহ

১.১ সাধারণ

সাধারণ প্রকল্প ডিজাইন সংশোধনী এবং নিরসন মাত্রা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তুত কালে পরিবেশগত সংশ্লিষ্টতার উপায়সমূহ এড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে এই আচরণবিধি।

১.২ ডিজাইন চূড়ান্তকরন/ প্রকল্পের অবস্থান:

১. উপ প্রকল্পসমূহের স্থান নির্বাচন কালে আশংকা ও অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিতকরণে জনসাধারণের সাথে পর্যাপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

২. প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্র এবং সংযোগ সড়কের স্থান স্বাভাবিক ভূপ্রকৃতির সঙ্গে যতখানি সম্ভব সমন্বয় রক্ষা করবে অতিমাত্রায় কর্তন ও ভরন এড়ানার লক্ষ্যে।

৩. স্থানীয় জনসাধারণের সাথে শলাপরামর্শ তাদেরকে পরিবেশগত প্রভাবসমূহে পরামর্শদানে তাদের সংশ্লিষ্টতায় একত্রিত করে।

৪. ডিজাইন চূড়ান্তকরণের পূর্বে বন্যাপ্রবন এলাকাসমূহ এবং অথবা অতি সমতল ঢাল ভূমির ক্ষেত্রে জলবিজ্ঞান সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

১.৩ বৈধ চাহিদা সমূহের প্রতি আনুগত্য:

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্টতা এবং তার জন্যে সমন্বয়করনের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সমুহের সাথে অন্তর্ভুক্তি করতে হবে বিভিন্ন প্রযোজ্য ছাড়পত্র সহ দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র।

১.৪ ব্যয় প্রাক্কলন

ইসিওপি ১.০ তে কত কার্যাবলীর জন্য কিছু আর্থিক সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কার্যাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দিষ্ট অবকাঠামো সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধাসমূহ চিহ্নিতকরণ এর জন্য সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে কমপক্ষে ১৫ জন অংশ গ্রহণকারীকে নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. উন্নয়ন প্রকল্প কাঠামো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে কমপক্ষে ৫০ জন অংশগ্রহণকারীর তথ্য একজন জরীপকারী মুখ্য তথ্য প্রদানকারী (কেআইআই) হিসেবে সম্পাদন করবে।

৩. বন্যাপ্রবণ এলাকা এবং / অথবা অতি সমতল ঢালভূমিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অবকাঠামোর খসড়া নকশা চূড়ান্তকরণ এবং অথবা হ্রাসকরণের পূর্বে একজন জরীপকারী জলসমীক্ষা সম্পাদন করবে।

ইসিওপি ২.০ সাইট প্রস্তুতি

২.১ সাধারণ

নির্মাণের জন্যে সাইট প্রস্তুতি অন্তর্গত করে:

১. ঠিকাদারের কার্যনিয়োগের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় অনধিকার প্রবেশ চিহ্ন ও মোচনের দরকার আছে।

২. নির্মান সূচী সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করা; এবং

৩. ঠিকাদার দ্বারা নির্মাণ কাজ শুরুর আগে সাইট প্রস্তুতি করা।

২.২ ঠিকাদার কর্তৃক সাইট প্রস্তুতি কার্যকলাপ

১. নির্মাণ পরিচালনা কালে বিবিধ আনুষঙ্গাদির অনুসূচী ও পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ঠিকাদার দাখিল করবে।

২. সাইট পরিচ্ছন্ন করার মধ্যে রয়েছে যাবতীয় সামগ্রীর অপসারণ যেমন বৃক্ষরাজি, ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, কান্ড, শিকড়, ঘাস, আগাছা, উপরিভাগের মাটি এবং রাবিশ। এতদ্‌উদ্দেশ্যে, ঠিকাদারগণ নিম্নলিখিত মাত্রাসমূহ অবলম্বন/ গ্রহণ করবে।

১. উদ্ভিদ ও গাছপালার উপর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে কেবল মাটির আচ্ছাদন/লতাগুল্ম যা প্রত্যক্ষভাবে স্থায়ী কাজে ব্যাঘাত ঘটায় তা অপসারণ করতে হবে।

২. যে ক্ষেত্রে ভাঙ্গন অথবা অবক্ষেপন একটি সম্ভাব্য সমস্যা, সেক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন ও নিড়ানীর কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে করে গ্রেডিং পরিচালন ও স্থায়ী ভাঙ্গণ ও পললক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি প্রকল্প পরিস্থিতি অনুকূলে হয়।

৩. বর্জ্য অপসারণ ইসিওপি ৫.০ এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী হতে হবে।

৪. যাবতীয় নিয়ামক ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে প্রকৃত কাজ শুরুর আগে।

ইসিওপি ৩.০ নির্মাণ শিবির

৩.১ সাধারণ ঃ

ক্ষণস্থায়ী ও স্থায়ী উভয়ইভাবে বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নিরসন অথবা এড়ানোর জন্যে সাইটের নির্মাণ শিবিরের নির্বাচন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনঃস্থাপনে ইসিওপি ৩.০ নির্দেশিকা অবলম্বন করতে হবে।

৩.২ নির্মাণ শিবিরের জন্য সাইট নির্বাচন

উপপ্রকল্পর নির্মাণ শিবিরের স্থানের জন্যে কাজের পরিকল্পনাকালে বিবেচনা করতে হবে। প্রকৌশলীর শলাপরামর্শে নির্মাণ শিবিরের এলাকা চিহ্নিত করতে হবে যাতে ঐ ধরণের শিবির উন্নয়নের যথোপযুক্ত হয়। পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক অথবা সামাজিক কারণে সংবেদনশীল এমন এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে যেগুলি যথোপযুক্ত নয়। যেখাইে ন্যুনতম বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবের সম্ভাবনা রয়েছে, সেই এলাকাতেই নির্মাণ শিবিরের পরিকল্পনা করা উচিত। এই ধরনের এলাকা চিহ্নিতকরণে পানীয় শব্দ ও বায়বীয় দূষণের প্রভাব মূল্যায়নে যত্নশীল হতে হবে যা ক্ষণস্থায়ী হওয়া সত্বেও সাইটের কিছু এলাকা নির্মাণ শিবিরে কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

৩.৩ নির্মাণ শিবিরের অবস্থান

নির্মান শিবিরের স্থান সাইটের এমন এলাকায় হওয়া উচিত সেখানে স্থায়ী বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবসমূহকে এড়ানো অথবা নিরসন করা যায় এবং ক্ষণস্থায়ী বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব ন্যূনতম হয়। নির্মাণ শিবির বিদ্যমান বিদ্যালয় বিল্ডিং এর কোনো শ্রেণীকক্ষ যেন দখল না করে। পরিকল্পনা পর্যায়কালীন চিহ্নিত অনুপোযুক্ত এলাকার সাইটের নির্মাণ শিবিরের অবস্থান হওয়া উচিত নয়। সাইট অথবা সাইটসমূহ নির্বাচিত হওয়া উচিত এমন এলাকায় সেখানে নিরসন মাত্রাসমূহ ইসিওপি চুক্তি অনুসারে যথাপযুক্ত উপরাদির দ্বারা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৩.৪ বেসরকারী জমি

শিবির সাইট প্রতিষ্ঠাকল্পে ঠিকাদারকে জমির মালিকের অনুমোদন লাভ করতে হবে যে জমি রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত সেখানে নির্মাণ শিবিরের অবস্থান হবে এবং পুনঃস্থাপন ও পুনর্বাসন অবকাঠামো অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মতি হতে হবে। ইসিওপি নীতিমালা সকল জমির মালিকের জন্য প্রযোজ্য হবে যা পরিবেশ সংরক্ষণমাত্রা প্রতিষ্ঠিত করবে।

৩.৫. নির্মাণ শিবিরের সুবিধাদি

নিম্নলিখিত ন্যূনতম সুবিধাদি নির্মাণ শিবিরের জন্য অবলম্বন করতে হবে:

১. উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা ১.৫ মি. উচ্চতায় একটি নিরাপত্তা বেস্টনী পরিসীমা নির্মাণ করতে হবে।

২. প্রকল্পের স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্যে কমপক্ষে একটি পানির সরবরাহ সহ ওজুর স্থান সাথে একটি পায়খানা অথবা পোটা কেবিন, একটি প্রস্রাবখানা এবং একটি শাওয়ার থাকতে হবে। পুরুষ ও মহিলা কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র টয়লেট এবং ধৌত সুবিদাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩. একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র ও পীড়িতদের আশ্রয়কেন্দ্র থাকবে।

৪. জ্বালানী অথবা তৈলজাতীয় পদার্থ মজুত করার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ কারখানার জায়গা থাকতে হবে। এই সমস্ত এলাকার জন্যে শক্ত নিশ্ছিদ্র মেঝে থাকতে হবে যা সাইট দুর্ঘটনাজনিত জ্বালানী বা তৈলজাতীয় পদার্থ চুয়ানী হবে। তৈল ফাঁদের উদ্দেশ্যে সাইটের ডিজাইন ও নির্মাণ করতে হবে যাতে সীমানাবদ্ধ এলাকা হতে ভূপরিস্থ পানির ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকবে সাইট এলাকায় খোলা জ্বালানী বা তেলের ড্রাম মজুদ রাখা যাবে না।

৫. শিবির সাইট থেকে পলিধারক পুকুরে যাবতীয় উপরিস্থ প্রবাহের অপসারণের লক্ষ্যে জলোচ্ছ্বাসের পানি ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকতে হবে। পলিধারক পুকুরের আকৃতি হবে সামগ্রিক সাইট থেকে প্রবাহিত জলোচ্ছ্বাসের পানি ন্যূনতম ২০ মিনিট ধারণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন। পলি পুকুরের সমমান নির্ণয়ের জন্য যে প্রাবহঙ্ক প্রয়োজন হবে তা হচ্ছে ০.৯। সমগ্র নির্মাণকালব্যাপী পলিপুকুর গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করত হবে সুষ্ঠভাবে যাতে করে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। পুকুরে নিপতিত পলি ও মাটি জাতীয় পদার্থ নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং তা ইসিওপি ৭.০ অনুযায়ী বজ্য পদার্থ অপসারণের জন্য নির্ধারিত স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬. পলিধারক পুকুর থেকে যাবতীয় নির্গমন প্রবাহিত করে দিতে হবে প্রাকৃতিক জলাধারে একটি ১০মিটার দীর্ঘ আনুভূমিক ঢাল সম্পন্ন তৃণাচ্ছাদিত স্থানে।

৭. সমগ্র নির্মাণকালীন সময়ে নির্মাণ শিবিরের সুবিধাদি সংরক্ষণ করতে হবে নিরাপদ, পরিছন্ন অথবা যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদির দ্বারা।

৩.৫.১ নির্মান শিবির উন্নয়ন পরিকল্পনা

নিম্নে নির্মাণ শিবির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতি বিবরণ প্রদত্ত হলো:

১. বেষ্টনী পরিসীমা ও তালাচাবিযুক্ত গেইট।
২. কারখানা
৩. আবাসন
৪. ওজুখানা
৫. পানি সরবরাহ
৬. বর্জ্যপানি নিষ্কাশন পদ্ধতি।
৭. জ্বালানী মজুদ বেষ্টনী এলাকা
৮. প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ সরবরাহ
৯. প্রস্তাবিত সকল আবহাওয়াযুক্ত ভুভাগ এলাকা।

৩.৬ সাইট পুনরুদ্ধার

নির্মাণ কাজ শেষে সকল নির্মাণ শিবিরের সুবিধাদিসমূহ সাইট হতে ভেঙ্গে ফেলা ও সরিয়ে নিতে হবে এবং সমস্ত সাইটটিকে আগের অবস্থায় অথবা জমির মালিকের সাথে চুক্তি মোতাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

সকল তৈল অথবা জ্বালানী দ্বারা সংক্রমিত মাটি সাইট হতে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বর্জ্য মাটি অপসারণের এলাকায় গর্তখুড়ে ভরাট করে দিতে হবে অথবা অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

ইসিওপি ৪.০: খাদ এলাকাসমূহ

৪.১ সাধারণ

বাঁধ নির্মান অথবা ভরাট কাজের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে নির্ধারিত খাদ এলাকাসমূহ থেকে। এই ইসিওপি এর পরিসর ঐ সমস্ত পদক্ষেপ পর্যন্ত বিস্তৃত যা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আলোকে খাদ এলাকা সনাক্ত করণ, উপকরণ খনন এবং পুনর্বাসনকালে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

৪.২ প্রাক নির্মাণ পর্যায়ে

জমির মালিকের সাথে পরামর্শ ক্রমে ঠিকাদার ভরাট এলাকাসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করবে উপকরণাদির উপযুক্ত মূল্য নির্ণয়ের পর। এলজিইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত সাইট নির্বাচিত ও চূড়ান্ত করা হবে।

৪.৩ নির্মাণ পর্যায়

পরিবেশের উপর কোনো্রকার বিরূপ প্রভাব লাঘব করার লক্ষ্যে ঠিকাদার অবশ্যই নিম্নবর্ণিত সতর্কতামূলক পদক্ষেপসমূহ অবলম্বন করবেন:

১. গ্রাম ও বসতিস্থাপনাসমূহ থেকে ০.৫ কি.মি. দূরে (যদি তা অপরিহার্য হয়) অবস্থিত খাদসমূহ ১৫ সেমি সয়েল অপসারণের পর ৩০ সে. মি. এর বেশি খনন করা যাবে না এবং তা অবশ্যই ড্রেনযুক্ত হতে হবে।
২. সকল খাদের নিকটবর্তী স্থানে ঠিকাদার ভাঙ্গন ও ড্রেনেজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে ভূপরিস্থ নালাসমুহ সংলগ্ন জমি অথবা ভবিষ্যতে উদ্ধারকৃত জমির ক্ষতি করবেনা।
৩. খাদ যদি কৃষি ভূমিতে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে খাদের গভীরতা ৪৫ সেন্টিমিটাররের বেশি হবে না এবং ১৫ সেমি টপসয়েল অপসারণের পর ৩০ সেমি এর বেশি খনন করা যাবে না।
৪. নদী তীরবর্তী এলাকায় খাদের অবস্থান তটের কিনার থেকে ১৫ মিটারের কম দূরত্বে হবে না, এ দূরত্ব নির্ভর করবে সম্ভাব্য বন্যার স্থিতিকাল ও ব্যাপকতার উপর।

৪.৪ নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়:

এটা নিশ্চিত করা আবশ্যক যে সকল প্রকার উদ্ধার তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা অনুযায়ী। ভূমি মালিকের কাছ থেকে ঠিকাদার কতৃক উদ্ধার তৎপরতা সম্পন্ন সনদ সংগ্রহ করতে হবে এই মর্মে যে, " জমিটি সন্তোষজনকভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। "

ইসিওপি ৫.০ : বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ সাধারণ

এই আচরণ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে নির্মাণ কালে বর্জ্য পদার্থসমূহের ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার ও অপসারন প্রক্রিয়াসমূহ। সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থসমূহকে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে:

১. নির্মাণ, এবং

২. গৃহস্থালী বর্জ্য

৫.২ প্রাক-নির্মাণ পর্যায়

১. নির্মাণকাজ চলাকালে যেসব তৎপরতা থেকে বর্জ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলিকে ঠিকাদার চিহ্নিত করবেন এবং নির্মাণ শিডিউলে সেগুলির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২. ঠিকাদার তার কর্মী বাহিনীকে বর্জ্য অপসারণ, সাইটের অবস্থান এবং এসব সাইটের ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ প্রসঙ্গে জ্ঞানদান করবেন।

৫.৩ নির্মাণ পর্যায়

১. বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ঠিকাদার নির্মাণকালে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলিকে ঠিকাদার চিহ্নিত করবেন এবং নির্মাণ শিডিউলে সেগুলির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২. যেসব বর্জ্য নিরাপদে পুনর্ব্যবহার করা যাবে না সেগুলির অপসারণ করবেন ঠিকাদার।

৩. ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যায়ে এলজিইডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে।

৫.৪. নির্মান পরবর্তী পর্যায়:

১. নির্মাণ সাইটের দায়িত্ব পরিহারের পর ঠিকাদার এলজিইডিকে সাইট হস্তান্তর করবেন সকল রাবিশ ও বর্জ্য অপসারণ সাপেক্ষে।

২. বেসরকারী জমি থেকে বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে ভূমি মালিকের কাছ থকে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধারকাজ সম্পন্ন সনদ সংগ্রহ করতে হবে এই মর্মে যে "জমিটি সন্তোষজনকভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

ইসিওপি ৬.০: জলাধারসমূহ

৬.১ সাধারণ

জলাধারসমূহ প্রভাবিত হতে পারে যখন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকলাপ জলাধার সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয় অথবা বাঁধ নির্মাণের কারণে ড্রেনেজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচীত হওয়ার ফলে জলাধার অভিমুখী প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপসমূহ এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে:

১. মাটি অপসারণ

২. উদ্ভিদ অপসারণ

৩. নির্মাণ কাজ থকে সৃষ্ট বর্জ্য অপসারণ

৬.২ প্রাক নির্মাণ পর্যায়

ঠিকাদারের দায়িত্বসমূহ হবে নিম্নরূপ:

১. নির্মাণকালীন পানি ব্যবহারের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা যদি থাকে তা স্থানীয় জনগণকে আগেই জানানো।
২. জলাধারের বর্তমান প্রবেশ পথ ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে বিকল্প প্রবেশপথে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।
৩. ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার যদি অধিবাসীদের পানীয় জলের উৎস হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যতোদিন তা ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় থাকবে ততোদিন পর্যন্ত বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৬.৩ নির্মাণ পর্যায়

১. ঠিকাদার কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে যে নির্মাণ সাইট থেকে জলাধার অভিমুখী প্রবাহ পথ পললযুক্ত।
২. পলল /তলানী সংগ্রহ করে ঢালের উপরিভাগে সম্ভাব্য পুনব্যবহারের জন্য স্তুপীকৃত করতে হবে যাতে করে সেগুলি পুনায় উদ্ভিদ বপনের কাজে লাগানো যেতে পারে।
৩. বাঁধ থেকে মাটি কাটার ফলে বাঁধের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই জন্য:
১. ঠিকাদারকে নিশ্চিত করতে হবে যে বাঁধের পানি ধারন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে নির্মাণ সাইট ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্লাবন না হয় এবং নির্মাণ কাজের বিঘ্ন না ঘটে।
২. বাঁধ ভাংগার কোন প্রকার ঝুঁকি এবং পরিণতিতে সম্পত্তির বিলুপ্তি/ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করতে হবে এবং ঠিকাদার অবশ্যই প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেমন, টো প্রতিরক্ষা, ভাঙ্গন প্রতিবোধ এবং বাঁধের ফাটল বন্ধ করা। অন্যথায় বাঁধ ভাংগার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন। জলাধার নিকটবর্তী এলাকায় নিরাপদ নির্মাণ আচরণ অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে এলজিইডি নিয়মিত মনিটর করবে।
১. জলাধারের বর্তমান ড্রেনেজ চ্যানেল গুলি বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প অন্তর্মুখী ও বহির্গামী ড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. জলাধারের আশপাশ দিয়ে শ্রমিকদের চলাফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং নির্মাণ সাইট থেকে কোনো প্রকার বর্জ্য সেখান ফেলা যাবে না।

৬.৪. নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়

১. জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ নির্মাণকাজ সমাপ্তির সাথে সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
২. এলজিইডির প্রকৌশলীগণ পরীক্ষা করে দেখবেন যে ক্ষতিগ্রস্ত জলাধারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেনেজ চ্যানেল দেয়া হয়েছে কিনা।

ইসিওপি ৭.০ পানির গুণগতমাণ

৭.১ সাধারণ

১. ক্ষুদ্র পরিসর সড়ক নির্মাণ, ক্ষুদ্র-পরিসর ড্রেনেজ ও ক্ষুদ্রপরিসর বাঁধ নির্মাণের কারণে পানির প্রবাহের মাত্রা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হওয়া এবং পানির গুণগত মান হ্রাস পাওয়ার ফলে জলজ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
২. পানির প্রবাহ মাত্রা হ্রাসবৃদ্ধির ফলে পানির গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জলজ পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

৭.২ প্রাক নির্মাণ পর্যায়

নির্মাণকাজ শুরুর আগে ঠিকাদারকে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে:

১. পানির গুণগত মান সম্পর্কে বেইজ লাইন উপাত্ত সংগ্রহ।
২. বেইজলাইন উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসেব শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ।

৭.৩ নির্মান পর্যায়

১. সাইট থেকে সৃষ্টি মানববিষ্ঠাসহ কঠিন ও তরল বর্জ্যের অবিবেচিত অপসারণ পানির গুণগত মান দূষিত করবে এবং যথাযথ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. জনস্বাস্থ্যের উপর তরল বর্জ্যের অপসারণ, স্যানিটেশন/ল্যান্ট্রিনসমূহের ইতিবাচক ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু যদি যথাযথভাবে সেগুলি বাস্তবায়িত না হয় তখন তা ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান বিনষ্ট হতে পারে; ঠিকাদার নির্মাণ পর্যায়কালে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত গরজ দেবেন।

৩. তলানী ছাঁকনী অথবা বুদ্ধুদকণা অথবা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সহযোগে জলাধারের দূষণ রোধ করতে হবে।

৭.৪ নির্মান পরবর্তী পর্যায়

১. পানির গুণগত মান পরীক্ষা নিয়মিতভাবে করতে হবে।

ইসিওপি ৮.০ সাধারণ

১. ড্রেনেজ ডিজাইন ও প্রতিস্থাপন করা হয় সড়কের উপর ভূপরিস্থ অথবা উপভূপরিস্থ পানি প্রবাহকে নিরাপদ পয়ঃপ্রণালীতে পরিচালিত করার লক্ষ্যে যাতে করে তা কোনো স্থাপনা, সংলগ্ন সম্পত্তি অথবা কৃষিক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি সাধন না করে।

২. ভালো ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পন্ন সড়কই উত্তম সড়ক। অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা স্বাভাবিক ড্রেনেজ ধরনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ক্রস ড্রেনেজ ও লম্বালম্বি ড্রেনেজ ব্যবস্থা সড়কের আয়ূ বৃদ্ধি করে এবং পরিনামে জলাবদ্ধতা ও প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করে।

৩. প্রকল্প কার্যকলাপের বিভিন্ন পর্যায়কালে ড্রেনেজ সংক্রান্ত পরিবেশগত বিষয়াদি মোকাবেলায় চলমান বিধি আগ্রহী।

৮.২ প্রাক নির্মাণ পর্যায়:

১. নির্মাণকাজ শুরুর আগে ঠিকাদার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবেন:

২. স্রোতের অনুকূলের ও প্রতিকূলের ব্যবহারকারীদের একমাস আগেই অবহিত করা হবে।

২. প্রবাহের ধরনের উপর ভিত্তি করে ঠিকাদার কার্যকলাপ শিডিউল করবেন।

৩. কাজের শিডিউল সম্পর্কে ঠিকাদার অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর সমূহকে অবহিত করবেন। এটি হবে এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে পূরকার্যের সামগ্রিক শিডিউলের অংশ বিশেষ।

৪. সাইট পরিস্থিতির বিশেষ কারণে পূরকর্ম শুরু করার পূর্বে ভাঙ্গন ও পলল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

৫. নির্মানকাজ শুরু আগে ঠিকাদার কর্তৃক যাবতীয় নিরাপত্তা / সতর্ক সংকেত প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৬. নির্মাণ কাজের জন্য নদী থেকে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে ঠিকাদারকে।

৮.৩ নির্মাণ পর্যায়:

৭. যথোপযুক্ত দৃঢ়ীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যতো শিঘ্র সম্ভব নির্মাণ সাইটে ড্রেনেজ স্থাপন নির্মাণ করতে হবে।

৮. পাহাড় এলাকায় স্লোপ কাটা এবং রোড বেড (সাব গ্রেড) গঠনের পরপরই প্রয়োজনবোধে উপভূপরিস্থ ড্রেন দিতে হবে।

৯. নদী অথবা খালের উপর কাজের সময় নিরাপত্তা উপকরণসমূহ ও বন্যা সতর্কীকরণ প্রতীক স্থাপন করতে হবে।

৮.৪. নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়

১০. প্রবাহ রোধ করতে পারে এমন ধরনের জঞ্জাল অথবা অঙ্গজ বিস্তার অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে ড্রেন পরিদর্শন ও পরিষ্কার করতে হবে।

১১. চ্যানেলের মাধ্যমে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হস্তান্তরকে পূর্বে নির্মাণকালে নির্মিত ক্ষণস্থায়ী স্থাপনাসমূহ সরিয়ে ফেলতে হবে।

ইসিওপি ৯: জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

৯.১ সাধারণ

নির্মানকালে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির কারণে জনগণের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। সেই সমস্ত প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ এই আচরণ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে।

৯.২ প্রাক নির্মাণ পর্যায়

১. জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে এলজিইডি এবং ঠিকাদার নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি স্থানীয় জনগণের কাছে তুলে ধরবেন।

১. উপপ্রকল্প কার্যকলাপসমূহের অবস্থান

২. খাদ এলাকা।

৩. কাজের পরিসর

৪. নির্মাণ কাজের সময়

৫. সড়ক নির্মাণে স্থানীয় শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা

৬. স্বাস্থ্যে প্রথম ধূলিকণা, সংক্রামক ব্যাধি, ইত্যাদি।

৯.৩ নির্মাণ পর্যায়

৭. ঠিকাদার নির্মাণকাজের শিডিউল তৈরী করণের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে:

১. শস্য বপন

২. ফসল কাটা ও ঘরে তোলা
৩. স্থানীয় অন্তরায় যেমন, উৎসবাদি ইত্যাদি
৪. বিশেষ সময়ে শ্রমিকের প্রাপ্যতা

১. প্রকল্প সংলগ্ন এলাকাসমুহে নির্মাণ পর্যায়কাল স্থানীয় জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সমূহ সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত নিরাপত্তা/ সতর্ক সংকেত স্থাপন করা।

২. ইজিওপি এর বর্ণনানুযায়ী পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিওপি পর্যায়... তদন্ত পরিচালনা।

৯.৪ নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়

জনগণ ও ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে, নির্মানকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর, নির্মাণ সাইট থেকে যাবতীয় রাবিস, উচ্ছিষ্ট পদার্থ ও যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

ইসিওপি ১০.০: সামগ্রী গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও ব্যবহার।

১০.১ সাধারণ

সামগ্রী গুদামজাতকরণ, ব্যবহার ও ট্রান্সফার সংক্রান্ত কার্যকলাপসমূহ যেগুলি নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হয় সেগুলি হচ্ছে ঃ

১. পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার ও নির্মাণ সামগ্রীসমূহ;
২. পেট্রোলিয়াম, তেল ও পিচ্ছিলকারক বস্তু (পিওএল) এর গুদামজাতকরণ, ব্যবহার ও ট্রান্সফার;
৩. আলকাতরা কংক্রিট ও আলকাতরা বাইন্ডারের ব্যবহার;
৪. পিওএল দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের গুদামজাতকরণ ও ব্যবহার, এবং
৫. সড়কের জন্য লবন গুদামজাতকরণ ও ব্যবহার।

এমডিএসপি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নকালে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী, যদি যথাযথভাবে গুদামজাতকরন ও ব্যবহার না করা হয়, পরিবেশের উপর যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

১০.২ সিমেন্ট ও সিমেন্ট ধাতব মিশ্রণের পরিবহন, ব্যবহার ও গুদামজাতকরণ

১. ঠিকাদারের দায়িত্ব হবে সিমেন্ট ও মিশ্রণ পদার্থ ট্রাক অথবা কেরিয়ারে তোলার আগে বাহনগুলি পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
২. সাইটে নিয়ে আসা সিমেন্ট ও মিশ্রণ পদার্থ ক্ষতিকর বস্তুর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখা।
৩. সিমেন্ট/মিশ্রণ পদার্থ গুদামজাতকরণের স্থান অভেদ্য আচ্ছাদনের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে যাতে করে গুদামজাতকরণ স্থানে উপরিভাগের সঙ্গে সেগুলির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না ঘটে। সিমেন্ট। মিশ্রণ সীমিত পরিসর মজুত করতে হবে এবং ওয়েদারপ্রুফ আস্তরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
৪. মজুতকরণ আনুভূমিক অথবা সামান্য ঢাল বিশিষ্ট হতে হবে। বিভিন্ন ধরণের পদার্থের সংমিশ্রণ এড়ানোর লক্ষ্যে মজুতকরণের মাঝে পর্যাপ্ত দূরত্ব সহযোগে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫. মিশ্রণ গুদামজাতকরণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের অনুমোদন প্রদান করবেন প্রকৌশলী।
৬. মিশ্রণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার পদ্ধতির অনুমোদন প্রদান করবেন প্রকৌশলী।

১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্মান ও রক্ষনাবেক্ষন কাজের জন্য ব্যবহৃত সামগ্রীসমুহের পরিবেশগত আশংকা। পরিবেশের উপর দুর্ঘটনাজনিত আশংকাসমূহ যেমন, নিঃসরণ, রিফুয়েলিং এর সময় ছড়িয়ে পড়া এবং সরঞ্জামাদি থেকে ক্ষরণ থেকে ভূমি, ভূগর্ভস্ত ও ভূপরিস্থ পানি দূষিত হতে পারে।

দূষিত ভূগর্ভস্থ পানি থেকে দূষণ প্রক্রিয়া ভূগর্ভস্থ জলাধারে অথবা পানি সরবরাহে সংক্রামিত হতে পারে অথবা ভূপরিস্থ পানির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। সেই জন্য ভূগর্ভস্থ পানিতে দুষণ মিশ্রণ গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে যা ভূগর্ভস্থ পানি (কূপের পানি) দূষিত করতে পারে।

১০.৩.১ পেট্রোলিয়াম, তেল ও পিচ্ছিল কারক পদার্থ

প্রতিটি পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির তারতম্য অনুযায়ী জলজ পরিবেশের উপর পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের বিষক্রিয়া নির্ভর করে। পানিতে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের দ্রবণীয়তার সঙ্গে বিষক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। দুর্ঘটনা জনিত কারণে পেট্রোলিয়াম দূষণ থেকে জলচর পক্ষিকুল, মৎস্য ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পার। পাখির পালকের উপর তেলের প্রতিক্রিয়া পাখির মৃত্যুর অন্যতম প্রধান একটি কারণ। তেলের কারণে দূষিত পানি পাখি যদি পান কর তাহলে তার ক্ষতি হবে।

জলাভূমি অথবা সজল ভূমির (হাওর বাওর, পুকুর ইত্যাদি গাছপালার খন্ডকালীন মৃত্যু ঘটতে পারে। নিঃসৃত পেট্রোলিয়ামের অংশবিশেষ যখন তলানী হিসেবে পানির নীচে জমা হয় তখন তা দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে পেট্রোল বাস্পীয় পদার্থের আবরণ হতে থাকে ধীর প্রক্রিয়ায় এবং তা বহু বছর চলতে পারে।

পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ মাছের ফুলকায় লেগে থাকে এবং তা তার স্বাভাবিক শ্বাস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আপেক্ষাকৃত মৃদু দূষণের ক্ষেত্রে মাছেরা আত্মরক্ষামূলক শ্লেষ্মা তৈরী করে তেল অপসারনের চেষ্টা করতে পারে। তবে গুরুতর দূষণের ক্ষেত্রে এ কৌশল ব্যর্থ হয় এবং তেল ফুলকায় জমাট বাঁধে এবং মাছ মারা যায়। পেট্রোলিয়ামের মধ্যে দাহ্য পদার্থ থাকে যা মাছেরা খেয়ে ফেলে। মাছের গায়ের রং পাল্টে যায়। আর যদি বেশি পরিমানে খায় তাহলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ভুপরিস্থ পানিতে ট্রেটোলিয়াম দুষণ গ্রাহকদের উপর গরুত্বপূর্ণ বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

১০.৩.২ আলকাতরা বা পিচ জাতীয় পদার্থ

আলকাতরাযুক্ত বাইন্ডার এবং আলকাতরা মিশ্রিত কংক্রিট পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কারণ এগুলির মধ্যে হাইড্রোকার্বন উপাদান থাকে যা জলজ প্রাণী, বন্যপ্রাণী ও মানুষের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় এ জাতীয় পদার্থ যদি জলাধারের তলদেশে জমাট বাঁধে, তখন তা মাছের খাদ্যের উৎস্যকে ধবংস করে, মাছের ডিম ও পোনা বিনষ্ট করে।

১০.৩.৩ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ

নিম্নবর্ণিত ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থসমূহ স্থাপনা নির্মাণ অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সংকটের কারণ ।

১. রং

২. দ্রাবক, এবং

৩. টাটকা কংক্রিট ও মিশ্রণ।

রং করার পদার্থ সাধারণ শিক্ষাযুক্ত অথবা তৈলজাতীয় হয়ে থাকে এবং তা যদি অধিক পরিমানে জলাধারে মিশ্রিত হয়, তখন তা জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে। শিসার মধ্যে অধিকতর আশংকা থাকে, কারণ এর মধ্যে এমন এক ধরনে বিষাক্ত পদার্থ থাকে যা মাছের পোনার জন্য ক্ষতিকর। কালক্রমে এই বিষক্রিয়া জলজ মাছ ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পানি এবং ছোট আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী যদি বিষাক্ত পানি পান করে তাহলে সেই বিষাক্ত পদার্থ ঐ পাখি ও প্রাণীর ভক্ষকের শরীরে স্থানান্তররিত হবে এবং তার স্থানান্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্যবহৃত কিছু দ্রাবকের মধ্যে বিষাক্ত উপাদান থাকে যা জলজ প্রাণী, বন্যপ্রাণী ও মানবকূলের জন্য ক্ষতিকর। এসব দ্রাবক যদি জলাধারে, পানি সরবরাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং পানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দ্রবীভুত হয়, তাহলে তা ব্যবহারকারীদের আশংকার কারণ হবে।

কংক্রিটের মধ্যে ক্যালসিয়াম (চুনা) উপকরণ উপস্থিতির কারণে তা অতিমাত্রায় ক্ষারধর্মী হয়ে থাকে। কারণ, কংক্রিট তৈরী করা হয় সিমেন্ট, পানি ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে। যদি বিপুল পরিমাণ কংক্রিট জলাধারে মিশ্রিত হয় তাহলে স্থানীয়ভাবে পানির পিএইচ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পানির পিএইচ যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে মাছ মারা যেতে পারে।

ইসিওপি ১১.০: উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনা।

১৩.১ সাধারণ

4. এলাকার নান্দনিক দৃশ্য ও পরিবেশের উন্নয়ন ছাড়াও উদ্ভিদ থেকে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়, উদ্ভিদ শব্দ দূষণ প্রতিরোধ করে এবং স্পর্শকাতর এলাকাসমূহের জন্য পর্দাস্বরূপ। এছাড়া, উদ্ভিজ উৎপাদন বিক্রি করে রাজস্ব বৃদ্ধি ও সম্ভব।
5. এ আচরণবিধি বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রয়াসের ইঙ্গিত দান করে। বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্ততার উপর এখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৩.২ প্রকল্প পরিকল্পনা ও ডিজাইন পর্যায়

১. গাছ কাটা যদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে একটি গাছ কাটার বিনিময়ে তিনটি ক্ষতিপূরণমূলক চারা রোপন করতে হবে।

২. কোন প্রজাতির গাছ রোপন করা হবে তা নির্ধারণ করা হবে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে

এবং স্থানীয় গাছপালার গুরুত্ব অনুধাবন করে। তবে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপনের জন্য সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

৩. বৃক্ষরোপন কৌশল অনুযায়ী ফলজ বৃক্ষসহ অন্যান্য উপযুক্ত বৃক্ষরোপনের পরামর্শ দেয়া হলে।

১৩.৩ নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়

১. প্রকল্প উদ্যোক্তাগণ সড়কের উভয় পাশে অথবা অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প স্থানে ফলদ বৃক্ষসহ অন্যান্য উপযুক্ত বৃক্ষরাপন করবেন নিজস্ব অর্থায়নে।

২. বৃক্ষরোপনের পর প্রথম দুই অথবা তিন বছর যাবৎ গাছের পানি দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে এলজিইডি অথবা তাদের মনোনীত কোনো সংস্থা।

ইসিওপি এর ব্যয় প্রাক্কলন

ইসিওপি এর কিছু কার্যকলাপে আর্থিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। ইসিওপি এর জন্য ব্যয় নির্ধারণের জাতিবাচক পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. প্রকল্পের প্রকৌশলী যথাযথ অবস্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে অভিপ্রেত প্রকল্প সাইটের জন্য একটি জরীপ পরিচালনা। তিনি জলাধারের নিকটবর্তী ও বনাঞ্চল, জলাভূমি অথবা অন্যান্য সংবেদনশীল এলাকার মতো পরিবেশগত ভাবে সংবেদনশীল এলাকায় অনুপোযুক্ত সাইটসমূহ তিনি সনাক্ত করবেন।

২. প্রাক-নির্মাণ, নির্মানকালীন ও নির্মাণ পরবর্তী পর্যায়সমূহব্যাপী জরীপ ও মনিটরিং এর কাজগুলি সম্পন্ন করবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রকৌশলী যাতে করে এই ইসিওপিতে বর্ণিত বিষয়াদি ও নমুনাসমূহে (যেমন, স্বল্পব্যয়ে স্যানিটেশন সুবিধাদি, টপ সয়েল ব্যবস্থাপনা বৃক্ষ রোপন, ড্রেনেজ, ইত্যাদি) যথোপযুক্ত মোকাবেলা এবং ব্যয় প্রাক্কলন নিশ্চিত করা যায়।

পরিশিষ্ট ৬
আকস্মিক সন্ধানপ্রাপ্তি পদ্ধতিসমূহ
(সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক অপারেশন ম্যানুয়েল ১১৯১ ওপি ৪.১১)

সামাজিক, ধর্মীয় অথবা ঐতিহ্যগত গুরুত্বসম্পন্ন সাইট সমূহের উপর প্রকল্প কার্যকলাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আকস্মিক সন্ধান প্রাপ্তি' পদ্ধতিসমূহ প্রযোজ্য হবে যখন ডিজাইন পর্যায় কালে অথবা নির্মাণকালে ঐ জাতীয় সাইটের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের জন্য অর্থায়ন যোগ্য বিবেচিত হবে না।

১. স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপনা, শিল্পকর্মসমূহসহ, সাংস্কৃতিক সম্পত্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্য নিদর্শন অথবা ধর্মীয় গুরুত্ববাহী সাইট ও স্থাপনা হিসেবে এবং সাংস্কৃতিক মূল্য সম্পন্ন প্রাকৃতিক সাইট হিসেবে সংজ্ঞায়িত হবে। শ্মশান, গোরস্থান ও সমাধিসমূহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২. নেতিবাচক উপপ্রল্পের তালিকায় সেই উপ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হবে যার জন্য অর্থায়ন সহায়তা প্রদান করা হবে না সাংস্কৃতিক সম্পত্তির উপর কার্যকলাপ কর্তৃক বিরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণে।

৩. নির্মাণ কালে সাংস্কৃতিক মূল্যসম্পন্ন সম্পত্তি সন্ধানের জন্য সনাক্তককরণ, চুরি প্রতিরোধ এবং সন্ধানপ্রাপ্ত শিল্প নিদর্শনের সদ্ব্যবহার করে। নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে এবং মানসম্মত নিলাম নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(ক) আকস্মিক সন্ধান প্রাপ্তির এলাকায় নির্মাণকাজ স্থগিত করা:

(খ) সন্ধানপ্রাপ্ত সাইট অথবা এলাকা চিহ্নিত করা;

(গ) কোন প্রকার ক্ষতিসাধন অথবা অপসারণযোগ্য বস্তু নিখোঁজ হওয়া রোধ কল্পে সাইটের নিরাপত্তা বিধান করা;

(ঘ) বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে জানানো, যিনি তাৎক্ষনিক দায়িত্বপূর্ণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তা জানাবেন;

(ঙ) পরবর্তী উপযুক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণের পূর্বে সাইট প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন দায়িত্বপূর্ণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়;

(চ) সন্ধানপ্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের প্রতি আচরণের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এসবের মধ্যে লে-আউট পরিবর্তন (দৃষ্টান্তমূলক সন্ধানপ্রাপ্ত অপসারণযোগ্য নয় এমন সাংস্কৃতিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার অন্তর্ভুক্ত।

(ছ) সন্ধান প্রাপ্তি ব্যবস্থাপক সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক লিখিতভাবে জানাতে হবে।

(জ) দায়িত্বপূর্ণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐতিহ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অনুমতি লাভের পরই কেবল নির্মানকাজ পুনরায় শুরু করা যাবে।

৪. নির্মাণ চুক্তিতে এসব পদ্ধতি প্রমিত শর্তাবলী হিসেবে গণ্যকরা হবে। প্রকল্প তত্বাবধানকালে কোনো প্রকার আকস্মিক সন্ধান প্রাপ্তি মোকাবেলা করার ব্যাপারে উপরোক্ত বিধিসমূহ সাইট প্রকৌশলী মনিটর করবেন।

৫. সংশ্লিষ্ট সন্ধানপ্রাপ্তি সমূহ বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধান রিপোর্টে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং বাস্তবায়ন সম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকল্পের সাংস্কৃতিক সম্পত্তি নিরসন, ব্যবস্থাপনা ও কার্যকলাপসমূহ নিরূপণ করবে।

পরিশিষ্ট ৭
পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের জন্য আদর্শ বিল অব কোয়ানটিটি (বিওকিউ) এ নমুনা

ক্রমিক	বিবরণ	আশ্রয়কেন্দ্র সংখ্য	ঈরিমান	একক	এককের হার		মোট অংক (টাকায়
১.	প্রমিত দ্রব্যাদিসহ প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ সরবরাহ (জীবানূমুক্ত গজ, আঠালো টেপ, আঠালো ব্যান্ডেজ, এ্যান্টিসেপ্টিক, ডেটল/ স্যাবলন, হেক্সাসোল, সাবান, এ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম, কাঁচি, থার্মোমিটার, প্লাস্টিক হাতমোজা (ন্যূনপক্ষে দুই জোড়া), ফ্ল্যাশলাইট, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি, দুর্যোগকালীন সাধারণ ওষুধপত্র।)				সংখ্যায় (টাকা)	কথায় (টাকা)	
২.	নির্মাণ এলাকায় সাইট পরিচ্ছন্ন করন, ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণ, কঠিন ও জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ক্ষণস্থায়ী বেষ্টনী, সাইট লেবেলিং, ড্রেসিং, ইত্যাদি						
৩.	প্রয়োজন অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ও সড়ক বরাবর বৃক্ষরোপন ২ বছর যাবৎ রক্ষণাবেক্ষণসহ						
৪.	পিপিই (হাত মোজা, চোখের নিরাপত্তার জন্য চশমা, হেলমেট, নিরাপদ জুতা, ইত্যাদি) প্রদান, পানীয় জল সরবরাহ এবং শ্রমিকদের জন্য যথোপযুক্ত স্যানিটেশন সুবিধাদিসহ আবাসন ব্যবস্থা।						
৫.	পানীয় জলের গুণগত মানের যাবতীয় পরিমাত্রা যানার লক্ষ্যে সাইটের অন্ততঃ দুটি অবস্থানে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা ও গুনগত মাত্রা নিরূপণ।						

পরিশিষ্ট ৮
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য পরিবেশ মনিটরিং চেকলিস্ট

মনিটরকারীর নাম: চুক্তি নং ও অবস্থান:

ঠিকাদারের নাম: মনিটরিং এর তারিখ:

বিষয়	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	নিরসন পদক্ষেপসমূহ	(হ্যা/না) মন্তব্য হ্যাঁ হলে, পদক্ষেপসমূহের বিবরণ (যদি থাকে)
ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্ত পানির দূষণ	গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব	সাইট থেকে বর্জ্যসমূহ যথাযথভাবে নিশ্চিত করা সেপটিক ট্যাংক ও শোষক কূপের যথাযথ ডিজাইন নিশ্চিত করা	
বায়ূ ও ধূলিকনা দূষণ	স্কুলের ছেলেমেয়ে ও বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি	নতুনভাবে তৈরী ও পুনর্বাসন কালে স্কুলে সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলা সাময়িক স্থানান্তরের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা ধূলিময় সড়কে পানি দিতে হবে; মজুতকৃত স্তূপের পানি ছিটানো ও ঢেকে রাখা	
শব্দ দুষণ	স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং বাসিন্দাদের শ্রবনী ঝুঁকি	নতুনভাবে তৈরী ও পুনর্বাসনকালে স্কুল সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলা সাময়িক স্থানান্তরের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা পরিবহনের সিডিউলের কারনে স্থানীয় অধিবাসীদের বিরক্ত না করা সংকটজনক স্থানে ও বাঁকমোড়ে গতিবেগ হ্রাস করা যন্ত্রপাতির শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা	
বর্জ্য অপসারন/ পানি সংক্রমন ব্যবস্থাপক	পানি সংক্রমন	বর্জ্য ও রাবিশসমূহ যথাযথভাবে অপসারণ করা নির্মান রাবিশ স্তূপীকৃত করা এবং সরিয়ে রাখা। পরিবহনকালে রাবিশ উন্মুক্ত না রাখা এবং ছড়িয়ে না পড়া	
ভূমি ভাঙ্গন	ধ্বস/পাড় ভাঙ্গা, বৃষ্টির তোড়, উদ্ভিদের অভাব	স্তরে স্তরে মাটি দৃঢ়ীকরণ, মাটি স্থিতিকরণ পদক্ষেপ পুনরায় উদ্ভিদ বপন এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি পুনরুদ্ধার করা ধ্বস ও ভাঙ্গন রোধকল্পে যথাযথ ডিজাইন	
গাছপালা	নির্বনীকরণ	বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন	
উদ্ভিদ বপন	এবং নির্ণয়ীকরন	স্কুল প্রাঙ্গন ও সংযোগ সড়কের পাশ্ববর্তী উপযুক্ত স্থানে অনুর্বর ভূমিতে পুনরায় উদ্ভিদ বপনে উৎসাহ প্রদান	
সেবামূলক সরবরাহের উপর অতিরিক্ত চাপ	পানি সরবরাহ, জ্বালানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও যোগাযোগের উপর চাপ	সংশ্লিষ্ট সংগঠন সমূহের সঙ্গে পর্যাপ্ত সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান আশ্রয়কেন্দ্র ও সংযোগ সড়ক সমূহের স্থিতিশীলতার জন্য ও এন্ড এম	
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	রোগ ব্যাধির ঘটনা	পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র স্যানিটশন সুবিধা	
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও সাধারণ নিরাপত্তা	শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা উপকরণ (পিটিই, আবাসন, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি) নিশ্চিত করা ঠিকাদার ও শ্রমিকদে জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ নির্মাণ সাইটের চারপাশে ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদান শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা সকল সাইটে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নিরাপত্তা সাইনবোর্ড লাগানো।	

পরিশিষ্ট ৯

ত্রৈমাসিক মনিটরিং রিপোর্টের ফরম্যাট

১. ভূমিকা
২. প্রকল্পের প্রেক্ষাপট
১. প্রকল্প সারসংক্ষেপসহ মৌলিক প্রকল্প তথ্য:
২. প্রকল্পের ভৌত উপাঙ্গসমূহের বর্ণনা এবং হালনাগাদকৃত অগ্রগতি;
৩. ত্রৈমাসিক কার্যকলাপের সারসংক্ষেপ;
৪. প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকান্ডে যুক্ত ব্যক্তিদের নাম ও টেলিফোন নম্বর
৫. পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা
৬. সম্প্রতিপ্রাপ্ত ইএমএফ রিপোর্ট এবং উপপ্রকল্প ভিত্তিক ইএমপি এর সুপারিশ অনুযায়ী পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ/ নিরসন মূলক পদক্ষেপসমূহের সারসংক্ষেপ।
৭. পরিবেশ পরিস্থিতি
৮. ত্রৈমাসিক কালের জন্য বিভিন্ন উপপ্রকল্প কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীতে প্রতিফলিত পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা./নিরসনমূলক পদক্ষেপসমূহের সারসংক্ষেপ তৈরী করা;
৯. মনিটরিং এর প্রণালীতত্ত্বের বিবরণ;
১০. পানি, বায়ু ও শব্দের মাত্রার নির্মাণকাজের প্রভাব এবং নির্মাণবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক শিবির ব্যবস্থাপনা এবং উপপ্রকল্প সাইটে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার উপর ত্রৈমাসিক নিরূপণ:
১১. ত্রৈমাসিক নিরূপনে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরিবেশের অবনয়ন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত নিরসন পদক্ষেপের প্রস্তাবনা;
১২. বিগত তিন মাসে পরিদর্শিত উপপ্রল্পসমূহের সাইটসমূহে পরিবেশ আনুকূল্য ভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে সেক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার উপর সারসংক্ষেপ;
১৩. চলমান ত্রৈমাসিক কালে পরিদর্শিত উপপ্রকল্পসমূহের সাইটসমুহে পরিবেশ আনুকূল্য ভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে সেক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থার এবং পূর্ববর্তী আনুকূল্য ভঙ্গ সম্পর্কিত ফলো আপ পদ্ধতির উপর সারসংক্ষেপ।
১৪. প্রতি ত্রৈমাসিক কালে প্রতিটি উপপ্রকল্পের ক্ষেত্রে গৃহীত যাবতীয় অভিযোগ (লিখিত অথবা মৌখিক) এবং পরবর্তীতে সেগুলির জন্য গৃহীত ব্যবস্থার উপর সার সংক্ষেপ।
১৫. স্ক্রীনিং/ইএ প্রণয়ণ:
১৬. এই সময়ে পরিচালিত সাইটভিত্তিক পরিবেশ স্ক্রীনিং/নিরূপণের নির্ধারিত উপপ্রকল্পসমূহের তালিকা দাখিল:
১৭. এসব উপপ্রকল্পর মুখ্য পরিবেশ বিষয়াদির সারসংক্ষেপ।
১৮. অন্যান্য
১৯. উপকূলীয় এলাকাসমুহের আবহাওয়া পরিস্থিতি;
২০. যে আবহাওয়া পরিস্থিতি ফলাফলের উপর ক্ষতিসাধন করতে পারে;
২১. অন্য কোনো বিষয় যা মনিটরিং ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে;
২২. বর্ণিত সময়ে মনিটরকৃত পরিমাত্রার রৈখিক প্রতিরূপ;
২৩. নিয়ামক বাধ্যবাধকতা অনুসরণের অগ্রগতি (পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ/ পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নবায়ন সনদ) ইত্যাদি।
২৪. সভা ও আলোচনা:

চলমান ত্রৈমাসিক কালে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেসব সভা ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলির সারসংক্ষেপ।

২৫. উপসংহার ও সুপারিশমালা
২৬. পরিশিষ্ট
২৭. বিভিন্ন উপপ্রকল্পের আরোকচিত্র
২৮. পরিবেশ মনিটরিং রিপোর্ট
২৯. ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট।

সংযুক্তি -১০
অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ কৌশল

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উত্থাপিত যে কোন অভিযোগ, দাবী, বক্তব্য ও আলোচনা, পর্যালোচনা করে তা নিরসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা। প্রকল্পের নির্মিতব্য স্থাপনার স্থান নির্বাচন, কারিগরি বা প্রযুক্তিগত বিয়য়াদি, বাস্তবায়নের পদ্ধতি সর্বোপরি গুণগত মান নিয়ে এলাকার সুবিধাভোগী সকল পর্যায় থেকেই সমস্যা বা অভিযোগ আসতে পারে। আমাদের দেশের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইনে সকল শ্রেনীর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই অধিগ্রহণের শুরু থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহনের প্রতিটি ধাপেই অভিযোগ গ্রহণের বিধান রয়েছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এলজিইডির জেলা এবং উপজেলা অফিসে অভিযোগ এবং মতামত গ্রহণের জন্য অভিযোগ বক্স সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এলাকার সকল শ্রেনীর জনসাধারণ সামাজিক উন্নয়নে বাধাহীনভাবে অংশীদারিত্বে সুযোগ পাবে, এটা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংকের কৌশলপত্রে নিশ্চয়তার বিধান রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভুমি বা উপরিস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত সকল সম্পদের পরিমান, তার মালিকানা, মূল মালিকের অবর্তমানে তার আইনগত অংশীদারদের বন্টননামা, ক্ষতিপূরণের পরিমান বা তার অংশনামা, ক্ষতিপূরণ গ্রহণের পদ্ধতি এমনকি প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারণে পরিবেশের বিপর্যয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি অভিযোগ নিস্পত্তির আওতায় আসতে পারে।

এলজিইডি অভিযোগ নিস্পত্তিকরণের জন্য আইনগত এবং সংবিধিবদ্ধ কৌশল গ্রহণ করবে যেখানে জনসাধারণ বিনামূল্যে বাধাহীনভাবে সময়মতো তাদের, অভিযোগ, দাবী বক্তব্য ইতাদি আলোচনা, পর্যালোচনা এবং সমাধানের সুযোগ পাবে। প্রকল্পের স্থাপনা নির্মানের পদ্ধতি এবং গুণগত মান নিয়ে যেমন অভিযোগের সুযোগ থাকবে তেমনি ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও বাদী সকল প্রকার অনুসন্ধান, অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। বাদীর অনুসন্ধান, সমস্যা, সাম্ভাব্য অনিয়ম এবং তার প্রতিকার এই সামাজিক ব্যবস্থাপনাপত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকছে।

১. অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) এবং কার্যক্ষেত্র

প্রকল্পের প্রতিটি জেলায় অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন এবং তা কার্যকর করা হবে। এই কমিটি বাদীর লিখিত অভিযোগ বা মতামত গ্রহণ করে তা দ্রুত শুনানী ও নিস্পতির ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে প্রতিটি সেল্টারকে কেন্দ্র করে কাজ করবে। সাত সদস্যের এই অভিযোগ নিরসন কমিটি হবে নিম্নরুপ যার প্রধান হবেন এলজিইডির জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী।

১.	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা)	: সভাপতি
২.	উপজেলা প্রকৌশলী (উপজেলা এলজিইডি অফিস)	: সদস্য সচিব
৩.	সমাজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, কনসালটেন্ট	: কারিগরি সহায়তাকারী
৪.	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	: সদস্য
৫.	মহিলা সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ	: সদস্য
৬.	মহিলা প্রতিনিধি	: সদস্য
৭.	অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	: সদস্য (মাঠ পর্যায়ের)

১. অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ পদ্ধতি

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ, মতামত উপজেলা প্রকৌশলী অভিযোগ নিরসন কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে গ্রহণ করে বাদীর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে অভিযোগ নিরসন কমিটির কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিবেন। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ জিআরসির সচিবালয় বিবেচনায় জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী সরাসরি গ্রহণ করতে পারবেন। সদস্য সচিব হিসাবে উপজেলা প্রকৌশলী জিআরসির নিজস্ব অভিযোগ রেজিস্ট্রার পালন করবেন। গৃহীত অভিযোগের যথাযথ সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গণমূখী করতে উপজেলা প্রকৌশলী প্রকল্পের সামাজিক সংগঠকের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। জিআরসি কর্তৃক গৃহীত অভিযোগে যে সমস্ত তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ থাকবে তা হলো (১) অভিযোগের নং (২) গ্রহণের তারিখ (৩) বাদীর নাম/অভিযোগের ধরন (৪) লিংগ (৫) পিতা/স্বামীর নাম (৬) বাদীর বিস্তারিত ঠিকানা (৭) ক্ষতিগ্রস্ততা এবং তার প্রাপ্তি বিষয়ক অভিযোগনামা (৮) অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ (৯) প্রমানপত্র হিসাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং এ ধরনের পূর্বেকার কোন অভিযোগ বা সমাধান থাকলে তার প্রমানাদি ইত্যাদি।

জিআরসির কোন সদস্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা বাদীর কাছে স্বতন্ত্র বা অগ্রিম যোগাযোগ করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত দিনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে জেলা এলজিইডি অফিসে শুনানীর জন্য হাজির হবেন। আনুষ্ঠানিক শুনানীর পূর্বে বাদীর অভিযোগ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে তার সংগে প্রয়োজনীয় প্রমানাদি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

জিআরসি কেন্দ্রীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রতিটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবে। রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তে যে সমস্ত বিষয়াদির উল্লেখ থাকবে তা হলো (১) ক্রমিক নং (২) অভিযোগের নং (৩) অভিযোগের নাম (৪) অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এবং তার দাবী (৫) শুনানীর তারিখ (৬) সরেজমিনে তদন্তের তারিখ (যদি থাকে) (৭) সরেজমিনে তদন্ত এবং শুনানীর ফলাফল (৮) জিআরসি গৃহীত সিদ্ধান্ত (৯) সভার অগ্রগতি (সমাধানকৃত, অমিমাংসিত) এবং (১০) সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণ। এভাবে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে তা সমাপ্তি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সমাপ্তি রেজিস্ট্রারে অর্ন্তভুক্ত বিষয়াদি হলো (১) ক্রমিক নং (২) অভিযোগের নং (৩) বাদী বা অভিযোগকারীর নাম (৪) অভিযোগে সিদ্ধান্ত এবং করণীয় (৫) যোগাযোগের ধরন এবং প্রকৃতি (৬) সমাপ্তির তারিখ (৭) অভিযোগ নিস্পতিতে সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং (৮) এ ধরনের সমস্যার পুনরাবৃত্তিরোধে প্রশাসনের করণীয়।

জিআরসি পদ্ধতিগতভাবে একমতের ভিত্তিতে আন্তরিকতার এবং দ্রুততার সংগে অমিমাংসিত বিষয়সমূহ নিস্পত্তি করায় বাদী বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গের প্রাতিষ্ঠানিক আদালতে যাবার প্রয়োজন হয় না, ফলে তার অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। এ পদ্ধতি বাদী বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রের আইনী আদালতে যাবার প্রয়োজনকে রহিত করে। জিআরসির আহবায়ক/সভাপতি নিম্নবর্নিত বিষয়াদী বাস্তবায়নের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১. কোন অভিযোগ কমিটির কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা লিখিতভাবে বাতিলের সুপারিশ থাকলেও জিআরসি কমিটির সভাপতি/আহবায়ক সেটিকে সক্রিয় রাখতে পারেন।

২.	কোন আবেদনে যে কোন ব্যক্তির যে কোন সুপারিশ/মতামত যা প্রকল্পের নীতিমালার পরিপন্থি হয়, তা বাতিল করতে পারেন।

৩.	আনুষ্ঠানিক শুনানীর পূর্বে বা পরে এককভাবে কোন আবেদনে কোন জিআরসি সদস্য সুপারিশ করলে তাকে কমিটির সভাপতি সদস্য হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে।

৪.	কমিটির সভাপতি অযোগ্য বা শুন্য পদে সংশ্লিষ্ট তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শক্রমে নতুন কোন সদস্য নিয়োগ দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সমন্বয়ককে অবহিত করতে হবে। এবং

৫.	প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ বা সাহায্য প্রদানে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে কঠোর হতে পারেন।

সংযুক্তি-১১
বাজার মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাবিত পদ্ধতি

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমি, কাঠামো ও গাছপালাসহ প্রতিস্থাপনযোগ্য ও অপ্রতিস্থাপনীয় সকল প্রকার সম্পদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তাবিত নীতিমালা তৈরী এবং প্রদানযোগ্য মূল্য নির্ধারণীর জন্য প্রয়োজনীয় বাজার মূল্য যাচাই জরিপ পরিচালনায় এলজিইডি-কে ডিজাইন এবং সুপারভিশন কনসালটেন্ট সাহায্য করবেন। বাজার মূল্য নির্ধারণীতে নিম্নবর্নিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হবে।.

সব শ্রেণীর জমি

জেলা প্রশাসক মহোদয় ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ (সিইউএল) নির্ধারণ করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত যাচাই কমিটি (জয়েন্ট ভেরিফিকেশন কমিটি) এর সহযোগিতায় প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ছক (এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স) ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিয়মাবলীর (পেমেন্ট মডালিটি) ভিত্তিতে প্রতিস্থাপনযোগ্য (সমপরিমান জমি) মূল্য নির্ধারণ করবেন। অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকের উপস্থিতিতে সংযুক্ত যাচাই কমিটি কাজ করবে। সংযুক্ত যাচাই কমিটি গঠনে নিম্নবর্নিত সদস্যবৃন্দ অন্তর্ভূক্তি থাকতে পারে।

১. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (এলজিইডি)

২. সমাজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, কনসালটেন্ট

৩. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি

৪. স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি

৫. সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভূমি অফিসার

৬. রেভিনিউ সার্ভেয়ার

ভূমির বাজারদর নির্ধারণে এখানে একটি বিকল্পপন্থা বিবেচনার জন্য উল্লেখ করা হলো। ভূমির বাজারদর নির্ধারণী জরিপে অধিগ্রহণকৃত ভূমির মানগত বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। ভূমির মান বিবেচনায় তার বর্তমান ব্যবহার, ব্যবহারের বহুবিধতা, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য, প্রবেশগম্যতাসহ অন্যান্য বিষয়াবলী যা জমির মূল্যকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি তা বিবেচনা করতে হবে। বাজারদর জরিপ করতে নিম্নের তিন শ্রেনীর উত্তরদাতার মন্তব্য গৃহীত হবে।

১. অধিগ্রহণকৃত মৌজার (নতুন সেল্টার, মেরামত বা উন্নয়ন কিংবা সংযোগ সড়ক নির্মানের ক্ষেত্রে) প্রতিটিতে দৈব্যচয়ন ভিত্তিতে ১০ থেকে ১৫ জন ভূমি মালিকের;

২. উপ-প্রকল্প এলাকায় অধিগ্রহণকৃত জমির সমমানের ঔ মৌজায় অতিসম্প্রতি সে সকল ক্রেতা বা বিক্রেতা পাওয়া যায় তাদের;

৩. অধিগ্রহণকৃত মৌজার দলিল লেখকদের, যারা অতিসম্প্রতি সমমানের জমি ক্রয়/বিক্রয়ের সংগে জড়িত ছিলেন, যাতে করে রেজিস্ট্রিকৃত মূল্যের পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে লেন-দেনের প্রকৃত মূল্য জানা যায়।

নিম্নবর্নিত পদ্ধতিতে ভূমির বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারিত হবে:

১. উপরে বর্ণিত তিনশ্রেনীর উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল্যের গড়ের ব্যবধান যদি ১০% বা তার কম হয়, তবে তাদের পূন:গড় মূল্য বিবেচিত হবে।

২. উপরে বর্ণিত তিনশ্রেনীর উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল্যের গড়ের ব্যবধান যদি ১০% বা তার বেশী হয়, তবে মিমাংসার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন মালিকসহ সমাজেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সিবিও/এনজিও ব্যক্তিরা মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ধার্য করবেন।

ভূমির প্রতিস্থাপনযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হবে বর্তমান বাজারদর এবং উক্ত মূল্যের ভূমি রেজিস্ট্রেশনে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প এবং অন্যান্য খরচ মিলে।

বাড়ী এবং অন্যান্য তৈরীকৃত স্থাপনা

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ী এবং অন্যান্য স্থাপনার প্রতিস্থাপনমূল্য সংযুক্ত যাচাই দল (জয়েন্ট ভেরিফিকেশন টিম) নির্ধারণ করবেন। শুমারী জরিপ তথ্যের ভিত্তিতে সংযুক্ত যাচাই দল স্থাপনার মেঝের আয়তন এবং নির্মান উপাদান যাচাই করবেন। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শুমারী জরিপ তথ্যে প্রাপ্তির ভিত্তিতে সকল ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি "তথ্য সংগ্রহ তারিখ শেষ" (কাট অফ ডেথ) হয়ে যাবে। আইনগতভাবে এর পরে আর কোন প্রাপ্তি তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নামে যোগ হবে না। বাজার যাচাইয়ের ভিত্তিতে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হবে।
বাড়ী এবং অন্যান্য স্থাপনার প্রতিস্থাপনমূল্য নির্ধারণ করতে বিভিন্ন নির্মান উপাদান, শ্রমিকের খরচসহ অন্যান্য সকল খরচ স্থানীয় বাজার দরের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে। নির্মান উপাদান খরচ বলতে ইট, সিমেন্ট, স্টীল, বালু, বাঁশ, কাঠ, জিআই সিট, ছাদের উপাদান যেমন ছন, গোলপাতা, ইত্যাদি তৈরী খরচসহ নিম্নের পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হবে:

৩. স্থাপনার বিভিন্ন উপাদানের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণী জরিপে পাঁচজন ডিলার বা স্থানীয় উৎপাদনকারী বিবেচনায় আসবে।

৪. স্থাপনার প্রতিস্থাপনমূল্য নির্ধারণ হবে সংশ্লিষ্ট নির্মান উপাদানের সর্বনিম্ন বাজারদর এবং এর সাথে উপ-প্রকল্পে পৌছানোর খরচ যোগ হবে।

৫. প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাতের দক্ষ শ্রমিকের নির্মান খরচ নির্ধারনে স্থানীয় ঠিকাদার, এলজিইডি কর্মকর্তা বা স্থানীয় নির্মান শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

এভাবে এমডিএসপি-এর সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ২০১৪ অনুসারে প্রতিস্থাপনযোগ্য অন্যান্য সকল প্রকার স্থাপনার প্রতিস্থাপনমূল্য নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট সকল নির্মান উপাদানের বর্তমান বাজারদর এবং তার পরিবহন এবং নির্মান খরচ বিবেচনায় নিয়ে।

গাছ এবং অন্যান্য অপ্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পদ

১. প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রেণীর গাছের বাজার মূল্য নির্ধারিত হবে স্থানীয় সমজাতীয় কাঠ ও জ্বালানী ব্যবসায়ীদের ক্রয়মূল জরিপের ভিত্তিতে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দরের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বিবেচিত হবে।

২. অপ্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদের বর্তমান বাজারমূল্য স্থানীয় বাজারের ডিলার বা ব্যবসায়ীদের নিয়ে জরিপের ভিত্তিতে হবে।

ফল এবং অন্যান্য শস্য

১. ফল এবং অন্যান্য শস্যের ক্ষতিপূরণ ফল এবং শস্যে সংগ্রহের সময়কালীন দর বিবেচিত হবে। স্থানীয় বাজারের ৭ থেকে ১০ জন ডিলার/ব্যবসায়ীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জাতীয় ফল এবং অন্যান্য শস্যের মূল্য সংগ্রহ করা হবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত দরের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বিবেচিত হবে।

২. বাজার মূল্য জরিপ যতটা সম্ভব শুরু হবে ভূমি অধিগ্রহণের নিকটতম স্থানে এবং সময়ে। এলজিইডি ক্ষতিগ্রস্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সম্পদের প্রতিস্থাপনমূল্য গ্রহন/সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজন মাফিক আইডিএ কে পুনর্বিবেচনার জন্য সংগ্রহে রাখবে।

সংযুক্তি-১২
ক্ষতিপূরণ এবং প্রাপ্ততা ছক

শ্রেণি ১: ভূমি হারানো

প্রাপ্ততা

১. সিইউএল (৫০% প্রিমিয়ামসহ)। সিইউএল অথবা প্রতিস্থাপন মূল্যের যেটা বেশী।
২. অধিগ্রহণ/চাহিদাকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ সংযুক্ত তদন্ত দল নির্ধারণ করবে।
৩. হারানো ভূমির সমপরিমান ক্রয় করার স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হবে।
৪.

যাহার প্রাপ্য

১. প্রকৃত মালিক/মালিকগন, মর্টগেজ গ্রহীতা যাকে জেলা প্রশাসক সিইউএল দিয়েছেন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালত ধার্য করেছেন।
২. অংশী/ মর্টগেজ গ্রহীতা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

প্রায়োগিক নির্দেশিকা

১. যৌথ তদন্ত দল কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যই হলো ভূমির প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তি। যৌথ তদন্ত দল কর্তৃক প্রাপ্ত উচ্চ মূল্যটি বিবেচিত হবে।
২. স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদানের জন্য প্রতিস্থাপিত ভূমি ক্রয় করা বাধ্যতামূলক নয়।
৩. ভেষ্টেড এবং অনাবাসিক ভূমি ব্যবহারকারীগণ লিজ গ্রহিতা বলে বিবেচিত হবেন, কোন প্রকল্পের অনুদান পাবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
৪. দন্ডায়মান শস্যের ক্ষেত্রে শস্য উঠানোর সময় অগ্রিম নোটিশ প্রদান করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে সাম্ভাব্য পূর্ন মাত্রার শস্যেও মূল্য প্রদান করা হবে।
৫. প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত সর্বোচ্চ অর্থের মধ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

১. ৩ ধারা নোটিশ জারীর পরই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণে যাবতীয় নিয়মাবলী/কৌশলপত্র অবহিত করতে হবে।
২. জেলা প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ পেতে ভূমি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতে হবে।
৩. মৌজা ভিত্তিক ভূমির বর্তমান বাজারদর নির্ধারণ করতে হবে তার গুণগত মান বিচার করে, ব্যবহারের বহুবিধতা, উৎপাদিত শস্যের বাজার মূল্য, বন্যার প্রভাব, সেচের সুবিধা, প্রবেশগম্যতাসহ অন্যান্য বিষয়াবলী যা জমির মূল্যকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি তা বিবেচনায় রেখে।
৪. প্রকল্প কখনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ থেকে কোন বকেয়া বা কর আদায় করতে পারবে না।

দায়িত্ব

১. প্রকল্প সামগ্রিকভাবে তার বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং সময়মতো অর্থ প্রদানসহ সরকারের সব ধরনের সুবিধাদি প্রদানের নিশ্চয়তাসহ দায়িত্ব বহন করে।
২. জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণকৃত ভূমির প্রকৃত মালিককে তার মালিকানার পক্ষে আইননানূগ সকল প্রমানাদি সাপেক্ষে সিইউএল প্রদান করবেন।
৩. প্রকল্পের টিএ কনসালটেন্টস সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অবহিত করবেন, সমযোপযোগী তথ্য পেতে সাহায্য করবেন, সিইউএল বিচারে প্রতিস্থাপনমূল্যের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করবেন, স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করবেন এবং পূনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেখভাল এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

শ্রেণি ২: পুকুর এবং মাছের খামার হারানো

প্রাপ্যতা

১. সিইউএল (৫০% প্রিমিয়ামসহ) অথবা প্রতিস্থাপন মূল্যের যেটা বেশী, (পুকুর খননের খরচসহ).
২. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মাছ সংগ্রহ করে নিতে পারবেন/মজুদ রাখতে পারবেন??।
৩. যদি পুকুরটি সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে লিজ নেওয়া হয়, তাহলে লিজের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

যাহার প্রাপ্য

পুকুরের আইনগত মালিক ভূমির পরিমানের উপর ক্ষতিপূরণ পাবেন, যেখানে মাছচাষী/সামাজিক বা আইগত ব্যবহারকারী চাষের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।

প্রায়োগিক নির্দেশিকা

১. শ্রেণি ১ এর প্রায়োগিক নির্দেশিকার ১,২ ও ৩ এর অনুরুপ।
২. যদি মাছের পুকুরটি সরকারী ভূমিতে হয় এবং কোন লিজ চুক্তি না থাকে, তবে বর্তমান মজুদকৃত মাছের ২৫% ক্ষতিপূরণ পাবেন, কিন্তু পূরো মাছই তিনি নিয়ে যেতে পারবেন।

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

মজুদীকৃত মাছ এবং তার বর্তমান বাজার মূল্য যৌথ তদন্ত দল মৎস্য বিভাগের নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করবেন।

দায়িত্ব

শ্রেনি ১ এ বর্নিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনূরূপ।

শ্রেণি ৩: আবাসিক এবং ব্যবসায়িক কাঠামো/বাড়ী হারানো

প্রাপ্যতা

১. সিইউএল (৫০% প্রিমিয়ামসহ) অথবা প্রতিস্থাপন মূল্যের যেটা বেশী;

যাহার জন্য

১. জেলা প্রশাসন কর্তৃক সনাক্তকৃত

২. প্রকৃত মালিকেরা বাড়ি নির্মান অনুদান (এইচসিজি) পাবেন;
৩. দখলকারীগণ তার কাঠামোর জন্য হস্তান্তর অনুদান (এইচটিজি) পাবেন এবং কম মূল্যের কাঠামোর জন্য (যারা দারিদ্র সীমার নিচের কাঠামা মালিকগণ-ভালনারেবল) বাড়ী নির্মান অনুদানও (এইচসিজি) পাবেন।
৪. সকল প্রকার বাড়ী বা কাঠামো মালিকগণ উদ্ধারকৃত কাঠামো নিয়ে যেতে পারবেন;
৫. কাঠামোর ভাড়াটেগণ অন্যত্র সরে যাবার জন্য অগিম নোটিশ পাবেন, প্রয়োজনীয় স্থানান্তর খরচ অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে।

প্রকৃত মালিক/মালিকগণ (সিইউএল অনুসারে), বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালত ধার্য করেছেন;
২. পুনর্বাসন কর্ম-পরিকল্পনা জরিপ মোতাবেক বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ যারা সরকারী ভূমিতে অবস্থান করছেন;
৩. ভাড়াটে ব্যক্তিগণ যারা আবাসিক বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করছেন;

প্রায়োগিক নির্দেশিকা

১. প্রকৃত মালিকগণ: ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় অধিগ্রহণকৃত ব্যক্তিগত ভূমিতে যে সকল বাড়ি বা কাঠামো পাওয়া গেছে তাদের জন্য প্রযোজ্য;
২. ঝুঁকিগ্রস্থ দখলকারী: (ক) স্থানান্তরযোগ্য কাঠামো যেগুলো খুবই কম মূল্যের উপকরণ যেমন, ছন, কাঠ, বাঁশ, টিন ইত্যাদি দ্বারা তৈরী (সহজে সরানোর উপযোগী) তাদের জন্য প্রযোজ্য (খ) অপ্রতিস্থাপনযোগ্য কাঠামো যেগুলো এমন যে স্থানান্তরে উপকরণের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়, যেমন- মাটি , পাটের সোলা ইতাদির মালিকগণ ক্ষতিপূরণের অযোগ্য হবেন যদি (১) কাঠামো নিজে ব্যবহার না করেন (২) ভাড়া দিয়ে থাকেন;
৩. ঝুঁকিগ্রস্ত দখলকারী: (ক) স্থানান্তরযোগ্য কাঠামোর ক্ষেত্রে এইচটিজি এবং এইচসিজি প্রতিবর্গফুট কাঠামো ২০ টাকা হিসাবে (কিন্তু মোট টাকা সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা) পাবেন; (খ) অস্থানান্তরযোগ্য আবাসিক/বানিজ্যিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এইচসিজি প্রতিবর্গফুট কাঠামো ৩০ টাকা হিসাবে (কিন্তু মোট টাকা সর্বনিম্ন ২৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা) পাবেন;
৪. অস্থানান্তরযোগ্য বাড়ি/কাঠামোর যেগুলো দামী উপকরণ দিয়ে তৈরী (যেমন- দেয়াল ইট এবং ছাদ ঢালাই, দেয়াল ইট এবং ছাদ জিআই সিট, সিমেন্টের মেঝে ইত্যাদি) এবং সরকারী ভূমিতে অবস্থিত সেগুলোর মালিকগণ ক্ষতিপূরণ কিংবা সাহায্যেও জন্য অযোগ্য হবেন;.[1]
৫. ক্ষুদ্র কাঠামো যা খুটির উপর দন্ডায়মান এবং কোন প্রকার অংশ বিচ্ছিন্ন না করেই স্থানান্তর করা যায় (রাস্তার পাশের পান, বিড়ি/সিগারেটের দোকান, চা স্টল ইতাদি) এমন কাঠামোর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না, তবে বিকল্প স্থান পেতে সাহায্য-সহযোগিতা এবং স্থানান্তরের জন্য অনুদান পাবেন;
৬. "কাট অফ ডেট" এর পরে নির্মিত কোন প্রকার স্থাপনা (শুমারী জরিপের মাধ্যমে সকল প্রকার কাঠামোর অর্ন্তভূক্তির সময় যখন শেষ হয়ে যায়) ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না;
৭. ঝুঁকিগ্রস্ত দখলকারীগনের বিকল্প বাসস্থান চিহ্নিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আন্তরিকভাবে কাজ করবে;
৮. সকল প্রকার ক্ষতিপূরণের অর্থের ভিত্তি হবে প্রতিস্থাপনযোগ্য অর্থ যা নিরুপিত হয়েছে বর্তমান বাজার দর জরিপের মাধ্যমে।

বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি

১. যৌথ তদন্ত দল শুমারী জরিপ তথ্যের কা
মেঝে আয়তন এবং উপকরণ যাচ
মাধ্যমে;

২. শুমারী জরীপের মাধ্যমে সকল প্রকার কা
অর্ন্তভূক্তির সময় শেষ হয়ে যাবে (কাট
ডেট), যা সিইউএল- এ অর্ন্তভূক্ত হয় নাই

দায়িত্ব

শ্রেণি ১ এ বর্ণিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনূরুপ।

শ্রেণি ৪: গাছপালা, বাঁশ ও কলাবাগান হারানো

প্রাপ্যতা

১. কাঠের গাছ ও বাঁশ: বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী;

২. ফলবান বৃক্ষ (কাঠ ব্যতীত): যদি গাছটি ফল দিচ্ছে অথবা ফল দেবার সময়ের কাছাকাছি হয়, তদন্ত দল কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী;

৩. ফলবান বৃক্ষ (কাঠসহ): যদি গাছটি ফল দিচ্ছে অথবা ফল দেবার সময়ের কাছাকাছি হয়, যৌথ দল কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী;

৪. প্রতিটি গাছের জন্য এককালীন উৎপাদিত ফলের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী;

৫. সরকারের বা এনজিও-এর কোন প্রকল্পের গাছ: উপরের ক্রম ১, ২, ৩ এবং ৪ এর অনুরুপ; মালিক গাছ কেটে নিয়ে যাবার অনুমতি পাবেন।

যাহার জন্য

১. জেলা প্রশাসন কর্তৃক সনাক্তকৃত প্রকৃত মালিক/মা
(সিইউএল অনুসারে);

২. সামাজিকভাবে স্বীকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ যারা সরকারী
অবস্থান করছেন;

৩. যারা সরকারের কোন এজেন্সী থেকে কার্যকর কোন লি
করেছেন;

৪. দলগতভাবে যারা সরকারের কোন এজেন্সী/এনজিও সহ
আছেন;

1 The assumption is that these are encroachers (land grabbers, often with backing of influential people) setting up structures illegally on public lands, as opposed to vulnerable squatters who have no choice but to set up living quarters there.

প্রায়োগিক নির্দেশিকা	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি
১. বিভিন্ন শ্রেনি ও সাইজের (বড়, মাঝারী ও ছোট) ভিত্তিতে গাছের বর্তমান বাজার মূল্য; ২. মৌসুমী ফলগাছের ক্ষেত্রে সাম্ভাব্য তিন বছরের উৎপাদিত ফলের বাজার মূল্য (মৌসুমের সময়ের দামের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে); ৩. যেখানে দলবদ্ধ মালিকানা রয়েছে, সেখানে ক্ষতিপূরণ এককভাবে কোন ব্যক্তিকে অথবা তার পৃষ্টপোষক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যাবে না।	যেখানে দলবদ্ধ মালিকানা রয়েছে, সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রমান করতে যে ক্ষতিপূরণ দলের চুক্তিপত্র অনুযায়ী সকল সদস্যকে বিতরন করা হয়েছে।

শ্রেনি ১ এ বর্নিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

শ্রেণি ৫: দন্ডায়মান শস্য হারানো

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
১. অধিগ্রহণকৃত ভূমি হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান শস্যের ক্ষতিপূরণ; ২. চাষী তার ফসল/শস্য কেটে নিয়ে যেতে পারবে।	চাষী (যিনি চাষ/বনন করেছেন) হিসাবে মালিক, লিজ গ্রহিতা, ভাড়াটে, বর্গাচাষী, ইত্যাদি (বিধিসম্মত অথবা মৌখিক) যাকে যৌথ তদন্ত দল চূড়ান্ত করেছেন।

প্রায়োগিক নির্দেশিকা	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি
১. যৌথ তদন্ত দলের বিচারে ফসলের মৌসুমে শস্যের বাজার মূল্য; ২. দন্ডায়মান শস্যের ক্ষেত্রে শস্য উঠানোর সময় অগ্রিম নোটিশ প্রদান করা হবে। সম্ভব না হয়, তবে সাম্ভাব্য পূর্ণ মাত্রার শস্যে মূল্য প্রদান করা হবে. ৩. বর্গাচাষীকে জীবিকা পুনুরুদ্ধার কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।	১. ভূমি হস্তান্তরের সময় যৌথ তদন্ত দল সরেজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে শস্যের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবেন;. ২. ভূমি হস্তান্তরের সময় সরেজমিনে যাচাই করবে, ভূমিতে সেখানে কোন শস্য অবস্থান করছে কিনা।

শ্রেনি ১ এ বর্নিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

শ্রেণি ৬: ব্যবসায়িক কাঠামো স্থানান্তরিত হওয়ায় ব্যবসা থেকে আয় হারানো

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
১. ব্যবসায় থেকে আয়-উপার্জন হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ; অবস্থিত কাঠামো ভাড়া থেকে উপার্জিত আয় হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ;	১. ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় অথবা শুমারী জরিপের সময়ে প্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব কাঠামোতে পরিচালিত ব্যবসার পরিচালক (প্রকৃত মালিক?? অথবা দখলদ ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যবসায়ী কিংবা ভাড়া নিয়ে ব্যবসায় করছেন) এমন ব্যবসায়ী; প্রকৃত মালিক (ভাড়া দেওয়া থাকলে) ।

প্রায়োগিক নির্দেশিকা	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি
১. ব্যবসায়ের আয় হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণের ভিত্তি হবে প্রতিদিনের গড় উপার্জন হিসাবে তিন মাসের যা যৌথ তদন্ত দল নির্ধারণ করবে; ২. নিজস্ব ভূমিতে অবস্থিত কাঠামো যারা ভাড়া দিয়েছেন তারাও তিন মাসের ভাড়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবেন যা যৌথ তদন্ত দল নির্ধারণ করবে; ৩. সরকারী ভূমিতে নির্মিত কাঠামোর মালিক যেখানে মাঝারী আকারের ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে (এনক্রোচার), এক্ষেত্রে মালিক কোন ভাড়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাবেন যা;২ ৪. ঝুঁকিগ্রস্ত দখলদার (স্কোয়াটার) যারা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায় করছেন, তারা জীবিকা পুনরুদ্ধার কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।	১. বৈধ স্থায়ী কাঠামো যার ভূমি এবং দেয়াল অবিচ্ছিন্ন (একক অবস্থায় স্থানান্তর যোগ্য নয়) ২. শুমারী জরিপে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের ধরন, মেঝের আয়তন এবং বিনিয়োগকৃত মূলধন; ৩. ব্যবসায়ের মালিকের, কাঠামোর মালিকের এবং ভাড়াটের আইনগত বৈধতা যৌথ তদন্ত দল যাচাই করবে;

2 These would not be vulnerable squatters, but encroachers/land-grabbers

(ক্ষতিপূরণ এবং প্রাপ্যতা নীতিমালা দেখুন)

শ্রেণি ১ এ বর্ণিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

শ্রেণি ৭: আয়-উপার্জনে অস্থায়ী ক্ষতি

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
অস্থায়ীভাবে নিয়মিত/স্থায়ী শ্রমিকের শ্রম হারানোর অনূদান হিসাবে তিন মাসের মজুরী বা স্থানান্তর সময়ের জন্য, অথবা অনুরুপ কোন ব্যবসায়ে/প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাবার আগ পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।??	প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যারা ব্যক্তিগত বা সরকারী ভূমিতে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত/স্থানান্তরিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ছয় মাস ধরে কর্মরত আছেন।
প্রায়োগিক নির্দেশিকা	**বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি**
১. চাকুরীর দৈর্ঘসীমা গণনা হবে প্রকল্পের কাট অফ ডেট থেকে পূর্বের সময়কাল; ২. অনূদান = দৈনিক মজূরী ৗ ৩ মাস, এ হিসাবে যৌথ তদন্ত দল যা নির্ধারণ করবে; ৩. ব্যবসায়ের মালিকদের কাজে যদি কোন শিশু সহযোগি হিসাবে থাকে, তবে শিশুরা কোন অনূদানের জন্য বিবেচিত হবে না;	১. ক্ষতিগ্রস্ত/স্থানান্তরিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা যৌথ তদন্ত দল যাচাই করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (শ্রেনি ১ এবং ২ এ বর্নিত দায়িত্বের ক্রমিক ১ এবং ৩ এর অনুরূপ)

শ্রেণি ৮: মরগেজ্ড (এনভি), লিজ নেওয়া এবং খাই-খালাসি জমি হারানো

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
উপরে বর্নিত শ্রেনি ১ ও ২ এ মরগেজ্ড, লিজ নেওয়া এবং খাই-খালাসি জমি হারানো	১. আইনানুগ চুক্তিপত্র সম্বলিত ব্যক্তি; ২. মৌখিক চুক্তিপত্র সম্বলিত ব্যক্তি;
	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি
১. প্রকৃত মালিক, মরগেজী/লিজ হোল্ডার জেলা প্রশাসন কর্তৃক সিইউএল পাবেন; ২. প্রকৃত মালিক জেলা প্রশাসন কর্তৃক সিইউএল প্রাপ্তীর পরে মৌখিকভাবে চুক্তিপত্র অনুযায়ী ব্যক্তিকে প্রদান করবেন;?? ৩. সিইউএল যদি প্রকল্পের প্রতিস্থাপনমূল্যের কম হয় তবে প্রকৃত মালিক উচ্চতর মূল্য গ্রহণ করবেন। (১) যদি সব পাওনা ইতিমধ্যেই পরিশোধিত হয়, (২) যদি না হয়, তবে তা পরিশোধের পর অবশিষ্ট গ্রহণ করবেন। কিন্তু যদি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থের পরেও পাওনা অপরিশোধিত থাকে তবে মালিক তা পরিশোধ করবেন।	১. ক্রম ১ এবং ২ এর কোথায় চুক্তি মৌখিক? ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ বিবেচনায় রেখে যৌথ তদন্ত দল মরগেজী, লিজ নেওয়া এবং খাই-খালাসি জমি হারানো ব্যক্তি যাচাই করবেন ২. যদি মৌখিক চুক্তিপত্র বিবেচনায় কোন আপত্তি পাওয়া, তা আপত্তি নিরসন কমিটি (জিআরসি) সমাধান করবেন।

শ্রেনি ১ এ বর্নিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

শ্রেণি ৯: ভেস্টেড এবং ননরেসিডেন্ট প্রপারটিজ এর ব্যবহার (ভিএনআর)

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
১. অধিগ্রহণকৃত কৃষি জমির উৎপাদিত এ্ বছর বা তার পরের বছরের সকল শস্যের মূল্যের তিনগুন;?? ২. যদি আবাসিক ভূমির একটি অংশ অধিগ্রহণ করা হয়, তবে ব্যবহারকারীকে অবশিষ্ট অংশে বসবাসের অনুমতি পাবে এবং তার বাড়ি/কাঠামো স্থানান্তরে সহযোগিতাসহ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত এইচটিজি এবং এইচসিজি পারেন।	শুমারী জরিপ মোতাবেক ভেস্টেড এবং ননরেসিডেন্ট প্রপারটিজ ব্যবহারকারী চিহ্নিত হবে।
প্রায়োগিক নির্দেশিকা	**বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি**
১. শুধুমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে যেগুলো জেলা প্রশাসন অধিগ্রহণের সময় চিহ্নিত করেছেন; ২. সম্পত্তি ভিএনআর হিসাবে ১৯৮৪ এর মাধ্যমে সনাক্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। চুক্তিপত্র থাকা সাপেক্ষে এ ধরনের ভূমি জেলা প্রশাসনে লিজ গ্রহিতা বলে গণ্য হবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তা বিবেচনায় নিয়ে কাজ করবে।	উক্ত সম্পত্তি ভিএনআর হিসাবে আগে (১৯৮৪ বা তার আগে) অথবা এমডিএসপি-এর জন্য অধিগ্রহণে সনাক্ত হয়েছে কিনা তা যৌথ তদন্ত

দল যাচাই করবে।

শ্রেণি ১ এ বর্নিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

শ্রেণি ১০: অন্যান্য/অজানা ক্ষতির জন্য

প্রাপ্যতা	যাহার জন্য
অন্যান্য কোন প্রভাবে কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে, যা উপরে বর্নিত হয় নাই, তা নিরসন/বা ক্ষতিপূরণের জন্য এই প্রাপ্যতা ছকে বর্নিত নীতিমালার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। প্রাপ্যতার ধরন ও নিরসন কৌশল তার পরিমান বাংলাদেশ সরকার ও আইডিএ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিৎ।	আইনগত মালিক, দখলদার ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাহারা অধিগ্রহণকৃত ভূমিকেন্দ্রিক সহায়তা পাচ্ছেন।
প্রায়োগিক নির্দেশিকা	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত **বিষয়াদি**
প্রকল্পের প্রভাবের ধরন এবং শুমারী জরিপের ভিত্তিতে;	বাংলাদেশ সরকার ও আইডিএ এর সম্মতিতে;

শ্রেণি ১ এ বর্ণিত (কৃষি এবং ব্যবসায়িক ভূমি হারানো) এর দায়িত্বের অনুরূপ।

সংযুক্তি-১৩

সিনিয়র সমাজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ-এর জন্য টার্মস অফ রেফারেন্স, প্রকল্প কার্যালয়

১. বর্তমান কৌশলপত্রের পূর্নমুল্যায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে বাংলাদেশের প্রচলিত ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন আইনের আওতায় প্রস্তাবিত বর্তমান প্রকল্পের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা প্রদানসহ দিকনির্দেশনা প্রণয়ন।

২. বিশ্বব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক কৌশলপত্রের আওতাধীন অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (অপি ৪.১২) এবং নৃতাত্তিক সংলঘু সম্প্রদায়ের জন্য প্রণীত প্রয়োগিক কৌশলপত্রের পূর্নমুল্যায়ন, এবং তার আওতায় প্রস্তাবিত বর্তমান প্রকল্পের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা প্রদানসহ দিকনির্দেশনা প্রণয়ন.

৩. বর্তমান ইসিআরআরপি প্রকল্পের সামাজিক এবং পূনর্বাসন কৌশল পরিধিপত্র সংগ্রহ, দুর্যোগকালীন বহুমাত্রিক আশ্রয়কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং স্থাপনে জন্য ইসিআরআরপিসহ এবং এলজিইডি-এর সদৃশপূর্ন অন্যান্য প্রকল্পে কৌশলের ব্যবহারের পূর্নমুল্যায়ন। উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা কৌশলপত্রের বাস্তবায়নে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্ভাব্য ইতিবাচক এবং নীতিবাচক প্রভাব নির্নয় করা।

৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিধিপত্র (এসএমএফ) পুনবিবেচনা করা, সামাজিক উন্নয়নে মতবিনিময়ের ক্ষেত্র এবং ছক প্রণয়ন করা, প্রকল্পের নিয়ামক শ্রেনি নির্নয়ে শুপারিশমালা তৈরী, এবং প্রকল্পে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তাদের অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. প্রকল্পে ক্ষতিগস্ত মহিলা, হতদরিদ্র এবং উপ-জাতীয় জনসাধারণের চাহিদাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক মতবিনিময় সভা এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেনির সাথে ফলপ্রসু আলোচনার করার ব্যবস্থা করা। দূর্যোগকালীন বহুমাত্রিক আশ্রয়কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং স্থাপনে তাদের মতামত স্থাপনার ডিজাইন, কলেবর, মান, সুযোগ-সুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে বিবেচনায় এনে সামাজিক এবং পুনর্বাসন কৌশল পরিধিপত্রের চাহিদা পূরন করা।

৬. প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত এবং মতবিনিময়ের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত এবং সুবিধাভোগী জনসাধারণের উন্নয়নের চুম্বক তথ্য প্রমান প্রদান ও বর্ণনা করা।

৭. আর্থ-সামাজিক তথ্য-উপাত্ত এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার দূর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান, মেরামত কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মান চাহিদাপত্র তৈরী করতে হবে। নির্বাচিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিটি প্যাকেজের জন্য সংশ্লিল্ট সকলের বিধিসম্মত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) এবং প্রয়োজনে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।

৮. প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, ক্ষতির মাত্রাসূচক, নির্ণয়ের ভিত্তি, ক্ষতিপূরণের প্রাপ্য ব্যক্তি এবং তার প্রাপ্যতা, বাস্তবায়ন কৌশল, প্রকল্প নিরিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগ ও তার নিস্পত্তির পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহৃত শব্দাবলীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যখ্যা করতে হবে।

৯. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রচার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে করে সামাজিক উন্নয়নে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রধান্য পায়, প্রকল্পে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সংযুক্তি -১৪
উপ-প্রকল্পে সামাজিক চাহিদা নিরূপন

ফরম টি-১

নির্মান প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ রাস্তা

১. আশ্রয়কেন্দ্রের নামঃ .... কোড নংঃ ...

২. ঠিকানাঃ গ্রাম: .... ইউনিয়ন: ....

উপজেলা: .... জেলা: ....

৩. আশ্রয়কেন্দ্রের সুবিধার আওতা বা সীমানা: মোট গ্রামের সংখ্যা:

গ্রামের নাম	পরিবার	নৃগোষ্ঠির পরি	জনসংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বে	আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দু
মোট					

কোড: ১) উত্তর, ২) উত্তর-পূর্ব ৩) পূর্ব ৪) দক্ষিণ-পূর্ব ৫) দক্ষিণ ৬) দক্ষিণ-পশ্চিম ৭) পশ্চিম ৮) উত্তর-পশ্চিম

৪. আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা: ---------------------- জন।

৫. মোট ঝুঁকিগ্রস্ত জনসংখ্যার তুলনায় আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতাঃ .... %

৬. আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান: [১] গ্রামের বা গ্রামসমূহের কেন্দ্রে অবস্থিত - [১] পাকা রাস্তার সাথে

[২] কাঁচা রাস্তার সাথে

[৩] কোন রাস্তা নেই।

[২] এক প্রান্তে অবস্থিত - [১] পাকা রাস্তার সাথে

[২] কাঁচা রাস্তার সাথে

[৩] কোন রাস্তা নেই।

[৩] আশ্রয়কেন্দ্রের সেবা সীমানায় বসবাসকারী ২৫% লোকের জন্য সহজগম্য। [হ্যাঁ/না]

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

১. আশ্রয়কেন্দ্রের/রাস্তার নামঃ .... কোড নং ......

২. সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামের/গ্রামসমূহের নামঃ ....

৩. জনসংখ্যাঃ মোট পরিবারের সংখ্যাঃ .... মোট জনসংখ্যাঃ ....

৪. পুরুষ জনসংখ্যাঃ .... মহিলা জনসংখ্যাঃ ....

৫. ধর্মের দিক থেকে জনসংখ্যার অনুপাতঃ

ত্র	৬ (%)		

৬. ঘূর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দূর্যোগে ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যাঃ ...... টি পরিবার (পাকা/সেমি পাকা ঘর ব্যতিত)

ধর্ম/গোত্র/উপ-গোত্র	সংখ্যা

৭. গ্রামে কোন গোষ্ঠী (যেমন-মূচি, ডোম, চন্ডাল, মালি) আছে কি যারা সমাজ থেকে নিজেদের আলাদা রাখে?

[১] আছে / [২] নেই

৭.ক যদি থাকে, কতগুলো পরিবার? .... পরিবার।

৭.খ তাদের ধর্মঃ ....

৭.গ তাদের জাতিগোষ্ঠীঃ ....

৭.গ মূল সমাজে থেকে তারা কীভাবে আলাদা তার বিবরণঃ

....

....

৮. আশ্রয় কেন্দ্রের সুবিধা পেতে তাদের কী কী পরামর্শ আছে?

....

১০. ২০০৭ সাইক্লোন সিডরে এ গ্রামে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল?

....

১১. ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিবারসমূহের ঐ সিডরে সম্পদহানীর মাত্রা (শতকরা হারে)ঃ

ক্ষতিগ্রস্ত/হারানো সম্পদ নাম	সম্পুর্ন ক্ষতিগ্রস্ত	আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ	সামান্য ক্ষতিগ্রস্থ	শতকরা হারে ক্ষতি (%)
ফসলহানী				
মৎস্য সম্পদ:				
স্থায়ী সম্পদের ক্ষতি				
গবাদিপশু				
সদস্যদের মৃত্যু:				

(প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন)

১২. সাইক্লোন সেল্টার থাকলে এলাকার কি সুবিধা/উপকার হতো:

....

১৩. আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘুর্নিঝড়ের সময় এলাকার জনসাধারণ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?

....

....

....

১৪. কোথায় কতগুলো পরিবার আশ্রয় নিতে পেরেছিল? .... টি পরিবার

১৫. **গ্রামবাসীদের শিক্ষা, পেশা ও আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ**

১৫.ক শিক্ষা

নির্দেশক	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	মোট (%)
সাক্ষরতার হার			
শিশুদের স্কুল গমনের হার			

১৫.খ উপার্জনের পেশা

পেশার নাম	শতকরা কতভাগ পরিবার এই পেশার ওপর নির্ভরশীল
কৃষি	
কৃষি শ্রমিক	
মাছ ধরা ও মাছ চাষ করা	
ব্যবসায়	
চাকুরি	
দক্ষতা ভিক্তিক কাজ	
সনাতনী পেশা	
দান/খয়রাত	

১৫.গ গড় পারিবারিক আয়

আর্থিক সামর্থ ভিক্তিক দল	পরিবারের সংখ্যা	পরিবার পিছু গড় বার্ষিক আয় (টাকা)
অনেক ধনী		
ধনী		
দরিদ্র		

অতি দরিদ্র		
মোট		

১৬. ঘড়বাড়ির ধরন

বসত ঘরের নির্মাণ প্রকৃতি	কতটি খানায় এরূপ ঘর আছে	ঘরটি সাইক্লোনের বিপরীতে টেকসই কি না? [১] হ্যাঁ / [২] না
পাকা বিল্ডিং		
সেমি-পাকা ঘর		
কাঠের খুটিসহ টিনের ঘর		
বাঁশের খুটিসহ টিনের ঘর		
ছনের ঘর		
ঝুপড়ি ঘর		
মোট		

১৭. নারীদের অবস্থান

সমাজে নারী অধিকার সম্মানিত হয় কি? ....%

মহিলাগণের নামে কোন জমি রেজিস্ট্রি করা হয় কি? [১] হ্যাঁ / [২] না / ....% ক্ষেত্রে হয়।

মহিলাপ্রধান কতটি খানা দানদক্ষিণার উপর নির্ভরশীল? ....টি

কতটি পরিবার নারীর উপার্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীল? ....টি

গ্রামে কতজন তালাকপ্রাপ্তা নারী আছেন? .... জন।

গ্রামে কতজন বিধবা নারী আছেন? .... জন।

১৮. ঝুঁকিপুর্ন পুরুষের অবস্থান

পুরুষপ্রধান কতটি খানা দানদক্ষিণার উপর নির্ভরশীল? ....টি

গ্রামে কতজন তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ আছেন? .... জন।

গ্রামে কতজন বিপত্নিক পুরুষ আছেন? .... জন।

১৯. গ্রাম প্রশাসন ও নেতৃত্ব

১৯.ক গ্রামের উল্লেখযোগ্য পরিবার বা গোষ্ঠীসমূহ

পরিবার/গোষ্ঠীর নাম	গোষ্ঠী প্রধানের নাম	সামাজিক অবস্থান (ইউপি চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনার, আইনজীবি, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী ইত্যাদি)

২০. খ গ্রামের উন্নয়নে কোন পরিবার অগ্রণী ভূমিকা রাখে? [যেমন: রাস্তা মেরামত, সেচ ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, বাজারের উন্নয়ন, ইত্যাদি]

২১. গ গ্রাম প্রশাসনে কোন পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? [যেমন: সালিশ; ত্রাণ বিতরণ; সেচ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত; ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগ ও বেতন প্রদান; ইত্যাদি]

২২. ঘ সরকারী সেবাসুবিধার ক্ষেত্রে কোন পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? [যেমন: উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্সে যাওয়া; কৃষি ব্লক সুপারভাইজারের অফিসে যাওয়া; উপজেলা কৃষি ও উপজেলা পশু ডাক্তারের অফিস যাওয়া; ইত্যাদি]

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ .... তারিখঃ ....

ফরম-৩

নির্মান প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ রাস্তার জন্যে

ক. প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রের/রাস্তার অবস্থান

জেলাঃ .... উপজেলাঃ ....

ইউনিয়নঃ .... গ্রামঃ ....

খ. সংশি- ষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ ....

গ. প্রতিষ্ঠানের মালিকানাঃ [১] সরকারী [২] বেসরকারী

ঘ. অত্র প্রতিষ্ঠানের জমির মালিকানাঃ [১] সরকারী... ... . শতক

[২] সামাজিক .... শতক

[৩] ব্যক্তি মালিকের .... শতক

ঙ. নির্মান প্রস্তাবিত আশ্রয়কেন্দ্রের আকার ও প্রকৃতিঃ [১] দৈর্ঘ্যঃ .... মিটার ।

[২] প্রস্থঃ .... মিটার ।

[৩] কয় তলা বিশিষ্ট? [ক] এক তলা [খ] দুই তলা [গ] তিন তলা ।

চ. প্রস্তাবিত ভবনটি যে জায়গায় নির্মিত হবে তার মালিকানাঃ [১] প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব।

[২] প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গার অতিরিক্ত সমাজ নিয়ন্ত্রিত জমিতে।

[৩] প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গার অতিরিক্ত ব্যক্তি মালিকের জমিতে।

ছ. সরকারি বা সমাজ নিয়ন্ত্রিত জমি হলে বর্তমানে তাতে কোন দখলদার আছে কি? [১] হ্যাঁ / [২] না

জ. উত্তর হ্যাঁ হলে কী কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে? [১] আবাসিক [২] ব্যবসায়িক [৩] ভিন্ন সামাজিক কাজে

ঝ. ব্যক্তি মালিকের জমি হলে, তাতে কোন ঘরবাড়ি/ফসল/গাছপালা আছে কি? [১] হ্যাঁ / [২] না

ঞ. উত্তর হ্যাঁ (ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে) হলে, কী ধরনের ঘর? [১] আবাসিক [২] ব্যবসায়িক [৩] ভিন্ন সমাজিক কাজে ব্যবহৃত।

ফসল/গাছপালা থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণঃ

ট. ব্যক্তি মালিকের জমি হলে তা কীভাবে অধিগ্রহণ করা হবে? [১] অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে

[২] দাম/দরের ভিত্তিতে সরাসরি ক্রয় করে

[৩] স্বতঃস্ফূর্ত দানের মাধ্যমে

ঠ. মন্তব্যঃ [১] অত্র নির্মান কাজে ভূমি অধিগ্রহন প্রয়োজন হবে।

[২] মানব পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে।

[৩] ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।

[৪] ভূমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসন প্রভাব মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই।

মূল্যায়নকারী: নাম - .... পদবী: ....

মূল্যায়নের তারিখঃ ....

প্রত্যায়িত

ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মাঠ সুপারভাইজার (কন্সালটেন্ট

ফরম-৪

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/সংযোগ সড়কের জন্য মতবিনিময়

১. আশ্রয়কেন্দ্রের/রাস্তার নামঃ .... কোড নং

২. মতবিনিময়ের তারিখঃ

.... স্থানঃ গ্রাম. ....

ইউনিয়নঃ...

উপজেলা:..

জেলা:......................................

৩. অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	গ্রাম	পেশা	স্বাক্ষর

১. অংশগ্রহণকারীগণকে যা যা জানানো হলঃ

২. অংশগ্রহণকারীগণ যেসব সমস্যা, দূর্ভোগ ও উৎকণ্ঠার কথা জানালেনঃ

৩. অংশগ্রহণকারীগণ উল্লেখিত সমস্যা, দূর্ভোগ ও উৎকণ্ঠার দূর ও উপশম/লাঘব করার জন্য যে সব পরামর্শ দিলেনঃ

৪. পরিচালনাকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি -১৫
স্বেচ্ছায় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য জমি দানপত্র ফরম

ফরম-৫

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য স্বেচ্ছায় জমি দানপত্র ফরম

[বাংলাদেশ টাকা ৩০০/= এর স্ট্যাম্পে]

১. এই স্বেচ্ছা দান চুক্তি তৈরী এবং সম্পাদিত হলো ....তারিখ

.... পক্ষদ্বয়

মোঃ/জনাব...পিতা.......................................

স্বামী বয়স...................... পেশা...................................বসবাসের ঠিকানা

....এখানে বর্তমান চুক্তিপত্রের "দাতা" এবং প্রথম পক্ষ হিসাবে স্বেচ্ছা দানকৃত ভূমির বৈধ মালিক/মালিকের আইনগত প্রতিনিধি বা তার অবর্তমানে তার বৈধ উত্তরাধিকারী

এবং

মোঃ/জনাব...পিতা.......................................

স্বামী বয়স ....

পদমর্যাদা...................................... বর্তমান চুক্তিপত্রে অনুযায়ী "গ্রহিতা" এবং দ্বিতীয় পক্ষ "যাহার জন্য এবং পক্ষে [গ্রহিতার/প্রতিষ্ঠানের নাম], যিনি তার পদাধিকারবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

২. চুক্তিতব্য ভূমির বিস্তারিত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ভূমির অবস্থান		
মৌজার নাম		
উপজেলা		
জেলা		
ভূমির মালিকের বিস্তারিত তথ্যঃ		
মালিকের নাম: ((একজন প্রতিনিধি??))		
পিতা/স্বামীর নাম:		
বয়স:	বছর. পেশা:	ঠিকানা:
লিংগ:		
ভূমি সিডিউল:		
দাগ নং:		
খতিয়ান নং:		
ভূমির পরিমান (শতাংশ)		দাগে মোট ভূমির আনুপাতিক হার (%):
মৌজা		
ভূমির চৌহদ্দি :		
উত্তর সিমানা		
পূর্ব সিমানা		
পশ্চিম সিমানা		
দক্ষিণ সিমানা		

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভূমির একটি স্কেচ ম্যাপ সংযুক্ত হলো।

১. যেখানে ভূমির মালিক/মালিকগণ উপরে বর্ণিত তার ভূমি হস্তান্তরের সকল অধিকার সংরক্ষণ করে ব্যবহার/বসবাস করছেন।

২. যেখানে বর্নিত ভূমি কোথাও কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/ বা কোন ব্যাংককে লিজ/মরগেজ দেওয়া হয় নাই, তিনি বিক্রি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে প্রত্যয়ন করছেন।

৩. যেখানে ভূমির মালিক এই মর্মে প্রত্যয়ন করছেন যে, তিনি সুস্থ্য শরীরে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে এই দানপত্র দলিলে স্বাক্ষর করছেন, দানকৃত ভূমির উপর তার বা তার অবর্তমানে তার কোন উত্তরাধীকারীর কোন দাবী থাকবে না বা কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. যেখানে চুক্তিপত্রের গ্রহিতা (দ্বিতীয় পক্ষ) প্রকল্পের বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র/সংযোগ সড়ক তৈরী করবে এবং পাশের ভূমি/স্থাপনার সম্ভাব্য ক্ষতিসাধন প্রতিরোধে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. যেখানে চুক্তিপত্রের উভয় পক্ষ এই মর্মে একমত যে, বর্নিত ভূমির উপর নির্মিতব্য প্রকল্পের বহুমখী দূযোর্গ আশ্রয়কেন্দ্র/সংযোগ সড়ক জনস্বার্থে তৈরী হবে।

৬. এই চুক্তিপত্রের দ্বারা স্বাক্ষরের দিন থেকেই এইমর্মে কার্যকর হবে যে পরবর্তীতে উল্লেখিত ভূমি রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী হস্তান্তর করতে উভয় পক্ষ বাধ্য থাকবে।

ভূমির মালিকের স্বাক্ষর		তহসিলদারের স্বাক্ষর	
ভূমির মালিকের/দাতার নাম		তহসিলদারের নাম	
তারিখ		তারিখ	
সনাক্তকারী			
১.			
২.			
চেয়ারম্যান/মেম্বরের স্বাক্ষর			
চেয়ারম্যান/মেম্বরের নাম			
গ্রহিতার/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধির স্বাক্ষর এবং সিল			
গ্রহিতার/প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধির নাম, পদবী			
এলজিইডি অফিসারের স্বাক্ষর এবং তার সিল			
এলজিইডি অফিসারের নাম এবং পদবী			

সংযুক্তি -১৬
স্বেচ্ছায় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের জন্য জমি দানপত্র ফরম

ফরম-৬

উন্নয়ন প্রস্তাবিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের জন্য স্বেচ্ছায় জমি দানপত্র ফরম

সামাজিক চুক্তি

এলাকার জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে প্রকল্পের নিম্নবর্নিত ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সংযোগ সড়কের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি মালিক,ব্যবহারকারীগন একত্র মিলিত হয়ে আলোচনার ও সমঝোতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় স্বতর্ফুর্তভাবে অদ্য ....তারিখে সামাজিক ভূমি দানপত্র চুক্তি তৈরী এবং সম্পাদন করছে।

সংযোগ সড়ক প্যাকেজ নং...

সংযোগ সড়কের নামা..

সংযুক্ত ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নাম ....

আলোচনার সভার/সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থান...

আলোচনার সভার তারিখ...সময়..................................

সমঝোতা সভায় অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা (পরিচয় ও স্বাক্ষর)

নাম	বয়স	পুরুষ/মহিলা	গ্রাম	পেশা	স্বাক্ষর	মোবাইল নং
এলাকার জনসাধারণের পক্ষে প্রতিনিধি						
ভূমির মালিকগণ						
ভূমির ব্যবহারকারীগণ						

সমঝোতা সভার বিবরণী/সিদ্ধান্তসমূহ

ভূমিকা (বর্তমান রাস্তার পূর্বকথা/ইতিহাস, পূর্বের প্রশস্ততা, বর্তমান প্রশস্ততা, পার্শ্বের ভূমি মালিক কর্তৃক দখল, রাস্তায় /রাস্তার ঢালুতে ব্যবহার কিংবা বসবাস, প্রয়োজনীয় প্রশস্থার ঘাটতি, প্রশস্ততার প্রয়োজনীয়তা এবং অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজনীয়তা, মালিক এবং ব্যবহারকারীদের অন্যত্র বন্দোবস্ত, সর্বোপরি প্রকল্প বা জনস্বার্থে সংযোগ সড়কের উন্নয়ন এবং ভূমির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অবহিতকরণ)

....

....

....

....

প্রস্তাবনা (প্রস্তাবিত বর্তমান রাস্তাটির ব্যবহারের অনুপোযোগীতা এবং উন্নয়নের জন্য উক্ত প্রকল্পে জনস্বার্থে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সামান্য ভূমি সংযোগ সড়কের উন্নয়নের জন্য খালি করে দেওয়া/উৎসর্গ করার প্রস্তাব দেওয়া উচিৎ)

....

....

………

…………………………………………………………………………………………

সমঝোতা (জনস্বার্থে সংযোগ সড়কের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বিনা ক্ষতিপূরণে দান/উৎসর্গ/ খালি করে দেওয়ার এই সামাজিক প্রস্তাবে কতভাগ অংশগ্রহণকারী একমত তা উল্লেখ করতে হবে)

………

………

………

…………………………………………………………………………………………

যদি কোন ভূমি মালিক তার অর্থনৈতিক দারিদ্রের কারণে বিনা ক্ষতিপূরণ দান/উৎসর্গ/ খালি করে দেওয়ার প্রস্তাবে রাজী না থাকে সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নীতিমালা অপি ৪.১২ অনুসারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে)

………

………

………

…………………………………………………………………………………………

সমঝোতা সভার চেয়ারম্যান	নির্বাচিত প্রতিনিধি
সভাপতি, কার্যনির্বাহী কমিটি	প্রশাসনিক প্রধান
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

সংযুক্তি -১৭

সামাজিক সুরক্ষা নিরীখে বাছাই ফরম

[পূরণকৃত ফরমটি এলজিইডি-এর মনোনীত কোন ব্যক্তি বা কনসালটেন্ট পুনরায় বিবেচনা বা মূল্যায়ন করবেন। প্রকল্পের কনসালটেন্ট প্রতিটি সাইট বা উপ-প্রকল্পের বাছাই প্রতিবেদনের সম্ভাব্য প্রভাব ও তার প্রয়োজনীয় প্রতিকার সারমর্ম আকারে তার বাছাই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করবেন। চিহ্নিত বিভিন্ন ধরনের প্রভাব এবং করনীয় প্রতিকার বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিধীপত্র (এসএমএফ) তৈরী করা উচিৎ। প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র (এসএমপি) তৈরী এই বাছাই প্রতিবেদনের নির্ভর করে না।]

পূনর্বিবেচনা এবং মূল্যায়ন

সমাজের নাম: .... *পৌরসভা:* ....

মহল্লার নাম:.. *জেলার নাম:*....................

১. উপ-প্রকল্প বাতিলের নীতিমালা

সামাজিক প্রভাব ও উপ-প্রকল্প বাতিলের নীতিমালা অনুযায়ী,

উপ-প্রকল্পটি গ্রহণ করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে? [ ] হ্যা [ ] না

২. পুনর্বাসন প্রভাব

সামাজিক প্রভাব এবং চাহিদা বিবেচনায়, এখানে কি প্রয়োজন,

এখানে কি সামাজিক প্রভাব নিরুপণে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান জরুরী? [ ] হ্যাঁ [ ] না

পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা তৈরীর প্রয়োজন আছে কি? [ ] হ্যাঁ [ ] না

৩. নৃতাত্তিক গোষ্ঠি/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব

নৃতাত্তিক গোষ্ঠি/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক প্রভাব বিবেচনায়, এখানে কি প্রয়োজন,

এখানে কি সামাজিক প্রভাব নিরুপণে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান জরুরী? [ ] হ্যাঁ [ ] না

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা তৈরীর প্রয়োজন আছে কি? [ ] হ্যাঁ [ ] না

সংযুক্ত পূরণকৃত ফরমটি পূনর্বিবেচনা এবং মূল্যায়িত হলো যাহার দ্বারা:

স্বাক্ষর: তারিখ:

নাম: .... পদবী: ....

উপ-প্রকল্পে সামাজিক সুরক্ষা বাছাই

[এলজিইডি এবং প্রকল্পের কনসালটেন্ট যৌথভাবে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের জন্য ফরমটি পূরণ করবেন। উপ-প্রকল্পে যদি বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ করতে হয়, বা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে কেন ব্যবহারকারী বা বসতকারীকে কাউকে সরাতে হয় সে ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তি এবং সম্পদের তালিকা জরিপের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে]

ক. পরিচিতি

১. উপ-প্রকল্পের নাম: *ইউনিয়ন:*

উপজেলা:.. *জেলা:*..

২. মূল কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন:

....

....

....

৩. বাছাইয়ের তারিখ (সমূহ):.....

খ. বাছাইয়ে অংশগ্রহণ

৪. কনসালটেন্টস এর প্রতিনিধির নাম যিনি বাছাই সম্পাদন করলেন :

৫. বাছাইয়ে অংশগ্রহণকারী এলজিইডি এর কর্মকর্তাগণের নাম:

৬. অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং সামাজিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ: সামাজিক প্রভাব এবং তার প্রতিকার নিরুপণের অংশগ্রহণকারী স্থ সরকারের প্রতিনিধি এবং সামাজিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সকলের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য পরিচিতিমূলক তথ্য আলাদা আলাদা সিটে তালিকা করুন

৭. বাছাই প্রক্রিয়ায় সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অংশগ্রহণ: সামাজিক প্রভাব এবং তার প্রতিকার নিরুপণে বাছাইপর্বে অংশগ্রহণকারী সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত তাদি সকলের নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য পরিচিতিমূলক তথ্য আলাদা আলাদা সিটে তালিকা করুন.

গ. ভূমির প্রয়োজনীয়তা এবং তার মালিকানা

৮. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হবে কি?*

[ ] হ্যা [ ] না *(* "অতিরিক্ত জমি" মানে বর্তমান জমির অতিরিক্ত জমি)*

৯. যদি 'হ্যা' হয়, তবে প্রয়োজনীয় জমি বর্তমানে কাহার মালিকানাধীন (প্রযোজ্য ক্ষেত্র উল্লেখ করুন):

[ ] জনগণের ব্যক্তিগত [ ] সরকারী- খাস এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...............................

ঘ. বর্তমান ভূমির ব্যবহার এবং সাম্ভাব্য প্রভাব

১০. *যদি প্রয়োজনীয় জমি বর্তমানে 'জনগণের ব্যক্তিগত' হয় তবে তাহার ব্যবহার (প্রযোজ্য ক্ষেত্র উল্লেখ করুন):*

[ ] কৃষি কাজে # কতটি পরিবার চাষাবাদ করছেঃ ....

[ ] আবাস ভূমি হিসাবে # কতটি পরিবার বসবাস করছেঃ ....

[ ] ব্যবসায়িক কাজে # কতজন ব্যক্তি ব্যবহার করছেঃ .... # দোকান সংখ্যাঃ ......

[ ] অন্যান্য ব্যবহার (উল্লেখ করুন)ঃ .... # ব্যবহারকারী সংখ্যাঃ ......

১১. *যদি প্রয়োজনীয় জমি বর্তমানে 'সরকারী সম্পত্তি' হয় তবে তাহার ব্যবহার (প্রযোজ্য ক্ষেত্র উল্লেখ করুন):*

[ ] কৃষি কাজে # কতজন/কতটি পরিবার চাষাবাদ করছেঃ ....

[ ] আবাস ভূমি হিসাবে # কতটি পরিবার বসবাস করছে : ....

[] ব্যবসায়িক কাজে # কতজন ব্যক্তি ব্যবহার করছেঃ .... # দোকান সংখ্যাঃ ......

[] অন্যান্য ব্যবহার (উল্লেখ করুন)ঃ .... # ব্যবহারকারী সংখ্যাঃ ......

১২. *সরকারী জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের মধ্যে কতজনের সরকারী দপ্তর/এজেন্সীর নিকট থেকে লিজ চুক্তি রয়েছে?*

....

১৩. *ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত জমিতে বেসরকারী আবাসস্থল/আবাসিক কাঠামো:*

পূরোপুরি, *স্থানান্তর করতে হবেঃ ....* *আংশিক*, অবশিষ্ট জমিতে বসবাস করা যাবেঃ ......

১৪. *ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগত জমিতে ব্যবসায়িক কাঠামো:*

পূরোপুরি, *স্থানান্তর করতে হবেঃ ....* # কাঠামো/ব্যবসায় সংখ্যাঃ ....

আংশিক, অবশিষ্ট জমিতে ব্যবসা পরিচালনা করা যাবেঃ # কাঠামো/ব্যবসায় সংখ্যাঃ ....

১৫. *ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী জমিতে আবাসস্থল/আবাসিক কাঠামো: ....*

পূরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত, *স্থানান্তর করতে হবেঃ* ......

ইট, আরসিসি ঢালাই, রড ইত্যাদি মূল্যবান ও স্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠ, বাশ, টিন, ছন ইত্যাদি কম মূল্যবান ও অস্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

<u>আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত</u>, অবশিষ্ট জায়গায় বসবাস করা যাবে: # কাঠামো সংখ্যাঃ ......

ইট, আরসিসি ঢালাই, রড ইত্যাদি মূল্যবান ও স্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠ, বাঁশ, টিন, ছন ইত্যাদি কম মূল্যবান ও অস্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

১৬. # ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী জমিতে ব্যবসায়িক কাঠামো:

<u>পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত</u> স্থানান্তর করতে হবে:

কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠামোর অভ্যন্তরে ব্যবসা সংখ্যাঃ .....

ব্যবসার সংগে জড়িত কর্মচারীর সংখ্যাঃ .....

ইট, আরসিসি ঢালাই, রড ইত্যাদি মূল্যবান ও স্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠ, বাঁশ, টিন, ছন ইত্যাদি কম মূল্যবান ও অস্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .. ..

<u>আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত</u>, অবশিষ্ট জায়গায় বসবাস করা যাবে:

কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠামোর অভ্যন্তরে ব্যবসা সংখ্যাঃ .....

ব্যবসার সংগে জড়িত কর্মচারীর সংখ্যাঃ .....

ইট, আরসিসি ঢালাই, রড ইত্যাদি মূল্যবান ও স্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .....

কাঠ, বাঁশ, টিন, ছন ইত্যাদি কম মূল্যবান ও অস্থায়ী উপাদান দিয়ে তৈরী কাঠামো সংখ্যাঃ .. ..

১৭. প্রকল্প এলাকায় কর্মরত স্থানান্তরযোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেগুলোকে স্থানান্তর করতে হবে:......

১৮. প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদনে এলাকার কোন সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সম্পদের উপর কি প্রভাব ফেলবে যা আয়-বর্ধক জীবিকার জন্য প্রয়োজন?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

৪. যদি হ্যা হয়, উক্ত সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা দিন:...

:...
....
....
....
....
....

২০. প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদনে এলাকার কোন সামাজিক সেবা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন স্কুল, সমাধি বা কবরস্থান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা

সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থাপনার উপর প্রভাব ফেলবে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

২১. *যদি হ্যাঁ হয়, উক্ত সেবা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা দিন:*..

‹ ....
....
....
....
....
....

২২. *প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদনে আরো কোন বিষয়ে উপর প্রভাব ফেলবে কিনা যা এই প্রশ্নমালাতে উল্লেখ করা হয় নাই?*

....
....
....
....
....
....
....
....

২৩. *অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার ন া করতে বা কম ব্যবহার করতে বিকল্প কোন মতামত (যদি থাকে) আছে কিনা:*

....
....
....
....
....
....
....
....

৬. নৃতাত্তিক গোষ্ঠী/সংখ্যা লঘূ সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত তথ্যাবলী

(যে সমস্ত উপ-প্রকল্প নৃতাত্তিক গোষ্ঠী/সংখ্যা লঘূ সম্প্রদায়ের বসবাসরত এলাকায় অবস্থিত, সেগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এই অংশটুকু পূরণ করতে হবে)

২৪. অত্র এলাকায় কি নৃতাত্তিক গোষ্ঠী/সংখ্যা লঘূ সম্প্রদায়ের জনগণ বসবাস করে*?*

(যদি উত্তর না হয়, তবে এই অংশটুকু বাদ দিন)

২৫. যদি উত্তর হ্যা হয়, তবে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের কেউ কি ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রকল্পের অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিনা?

২৬. যদি প্রশ্নপত্র নং -২৬?? এর উত্তর হ্যা হয়, তবে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের কেউ কি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন?

২৭. যদি প্রশ্নপত্র নং -২৬ এর উত্তর হ্যা হয়, তবে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের কেউ কি প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

(যদি প্রশ্নপত্র নং -২৬ , ২৭ এবং/অথবা ২৮?? এর উত্তর হ্যা হয়, তবে প্রশ্নপত্রের নিচের অংশটুকু বাদ দিন)

২৮. এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অথবা তাদের মধ্যে সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের কারণে সাম্ভাব্য নেতিবাচক/ইতিবাচক প্রভাব এবং তার ক্ষতিপূরণ সর্ম্পকে সম্যক অবহিত কিনা?

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কর্মকান্ড সর্ম্পকে *সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ?? সম্মত্তি আছে কিনা?*

২৯. প্রকল্পে সংখালঘূ সম্প্রদায়ের মোট কতটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে: ....

৩০. সাম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবারের নিম্নের শ্রেনিভূক্ত প্রয়োজনীয় জমিতে তাদের অধিকার রয়েছে??:

[ ] আইনগত:

[ ] প্রথা অনুযায়ী:

[ ] সরকারী জমিতে লিজের মাধ্যমে:

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

৩১. প্রকল্পের কারণে সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের কি কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

৩২. *যদি হ্যা হয়, তবে তার বর্ণনা দিন:*

....

....

৩৩. *ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যলঘু পরিবারের নিচের তিনটি প্রধান অর্থনেতিক কার্যাবলী:*

....

....

....

৩৪. *উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের উপর সংখ্যলঘু সম্প্রদায়/প্রতিষ্ঠান যে সমস্ত সামাজিক বিষয়াদির উপস্থাপন করলেন:*

....

....

....

৩৫. *উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সংখ্যলঘু সম্প্রদায়/প্রতিষ্ঠান সমাজে যে প্রভাব অনুভব করছে:*

[ ] ইতিবাচক [ ] নেতিবাচক [ ] ইতিবাচক, নেতিবাচক কোনটাই নয়

৩৬. *বাছাই প্রক্রিয়ার সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেন তাদের তালিকা:*

....

....

....

....

....

....

এই বাছাই ফরমটি প্রকল্পের কনসালটেন্ট-এর পক্ষে যিনি পূরণ করলেন:

নাম: ....

স্বাক্ষর: ....